রামগীতা ।

এই গ্রন্থের মূল শ্লোক এবং তদর্থ প্রকাশক টীকা
ও টীকানুযায়ি গৌড়ীয় সাধুভাষা দ্বারা
বিরচিত হইয়া ।

সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তেঁহ সিমুলিয়া
নিবাসি শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্রের বাটীতে অথবা
গরাণহাটার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বসুজার
বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারেন ।

শকাব্দা ১৭৬৮ তারিখ ২৫ ভাদ্র ।

পরব্রহ্মণে নমঃ ।

ভূমিকা ।

ভারতবর্ষীয় এতদ্দেশে সর্ব্বজন সাধারণ বিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রানুশীলনাভাব প্রযুক্ত ইদানীন্তন রাজধানী নগরস্থ বিজ্ঞ মহাশয়েরা কেহ২ আত্মজ্ঞানজনক কতিপয় শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু সেই সকল গ্রন্থার্থের ভাব কাঠিন্য প্রযুক্ত অনায়াসে ভাবদ্ব্যক্তির বোধ গম্য হয় নাই, অতএব মহর্ষিবাদরায়ণপ্রোক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণীয় উত্তরকাণ্ডস্থ মহাত্মা লক্ষ্মণ প্রস্তাবিত শ্রীভগবদ্রামচন্দ্র মুখচন্দ্র বিনির্গত বেদান্ত শাস্ত্র মতানুযায়ি অখিল সারভূত তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যার্থ বিচাররূপ শ্রীরামগীতা গ্রন্থ মূলশ্লোক এবং তদর্থ প্রকাশক টীকা তদনন্তর আপামর সাধারণের বোধাধিকার নিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক টীকা সম্মত সমুদায়ার্থ গৌড়ীয় সাধুভাষা দ্বারা বিরচিত হইল কিমধিকং বিস্তরেণ অলমতি ।

জগদীশ্বরায় নমঃ ।
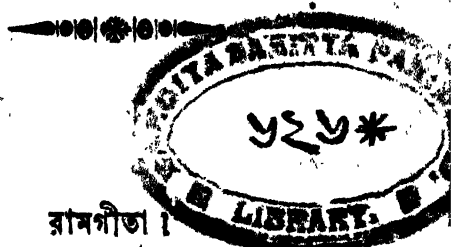
রামগীতা ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । ততোজগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা বিধায় রামায়ণ কীর্ত্তিমুত্তমাং । চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমো রাজর্ষিবর্য্যৈরপি সেবিতং যথা ॥ ১ ॥

অল্পগ্রন্থেন ব্রহ্মবিদ্যাং জিজ্ঞাপয়িষুর্মহাদেবঃ কথা প্রসঙ্গমাহ ততইতি । জগতাংমঙ্গলস্যাপিমঙ্গলাত্মনা মঙ্গলস্বরূপেণ উত্তমাং রামায়ণ কীর্ত্তিং বিধায় যশোবিধায় রাজর্ষিবর্য্যৈরুত্তমনৃপৈঃককুৎস্থাদিভিঃসেবিতং পূর্ব্বাচরিতং ধর্ম্মংচচার সেবিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

পরমারাধ্য মহাদেবসংক্ষেপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রসঙ্গ কহিতেছেন জগতের মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ অথচ রঘুবংশ প্রধান শ্রীরামচন্দ্রস্বকর্ত্তৃক উত্তম রামায়ণ কীর্ত্তি অর্থাৎ রাবণাদি নিধন দ্বারা স্বকীয় যশোবিস্তার করিয়া ককুৎস্থাদি রাজগণ সেবিত পূর্ব্বাচরিত যেধর্ম্ম তাহা প্রচার করিয়াছেন ॥ ১ ॥

সৌমিত্রিণাপৃষ্টউদারবুদ্ধিনারামঃ কথাঃ প্রাহপুরাতনীঃ শুভাঃ। রাজ্ঞঃপ্রমত্তস্যনৃগস্যশাপতোদ্বিজস্য তীর্যক্ত্বমথাহ রাঘবঃ ॥ ২ ॥

সৌমিত্রিণেতি। লক্ষ্মণে নোদারবুদ্ধিনা ধীমতা পৃষ্টোরামঃ শুভাঃপুরাতনাঃ কথাঃ প্রাহ জগাদ পুনরপি রাঘবঃ প্রমত্তস্য ভ্রান্ত্যাবিপ্রায়উৎসৃষ্টধেনুং দদতোনৃগস্য রাজ্ঞোবিপ্রশাপাত্তির্য্যক্ত্বং কৃকলাশত্বং আহ তস্মাদ্রাজ্ঞা সাবধানেন ভবিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

উদারবুদ্ধি লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র মঙ্গলজনক পুরাতন প্রস্তাব কহিলেন এবং রাজারা যে অসাবধানে চলিতে পারেননা তাহার উদাহরণ দেখাইলেন নৃগনামক রাজা ভ্রান্তিক্রমে পূর্ব্বদত্ত ধেনু সকল অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা উৎসর্গ করিয়া বিপ্রেদ্দিগের দান করেন পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া ব্রহ্মশাপে কাকলাশ হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

কদাচিদেকান্তমুপস্থিতংবিভুংরামং রমালালিতপাদপঙ্কজং। সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনঃপ্রণম্য ভক্ত্যাবিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

কদাচিদিতি। একান্তে রহসি উপ সমীপেস্থিতং রময়া সীতয়ালালিতং সেবিতং পাদপদ্মংযস্যতং রামং সৌমিত্রির্লক্ষ্মণো ভক্ত্যা, স্নেহাৎপ্রণম্যাব্রবীৎ কীদৃশ আসাদিতা

প্রাপ্তা আত্মানুসন্ধানরূপা ভাবনা যেন তথা বিনয় যুক্তশ্চ ।। ৩ ।।

একদিবস বিরলস্থলে সীতা কর্ত্তৃক সেবিত পাদপদ্ম সমীপস্থ পূর্ণাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আত্মজ্ঞানানুসন্ধানতৎপর লক্ষ্মণ কহিতেছেন ।। ৩ ।।

সৌমিত্রিরুবাচ। ত্বংশুদ্ধবোধোঽসিহিসর্ব্বদেহি নামাত্মাস্যধীশোঽসিনিরাকৃতিঃস্বয়ং ।। প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশামথাঽপিতেপাদাব্জভৃঙ্গায়িত সঙ্গসঙ্গি- নাং ।। ৪ ।।

কিমাহতত্রাহ। হেরামত্বং শুদ্ধবোধোঽসি নির্ম্মলজ্ঞান রূপোঽসি সর্ব্বদেহিনা মাত্মাত্বমসিঅধীশঃপ্রভুস্তমসিস্বয়ং নিরাকৃতিঃ বস্তুত আকার রহিতঃ তথাপিজ্ঞানদৃশাং জ্ঞানিনাংপ্রতীয়সে প্রতীতিজ্জ্ঞানংজ্ঞায়সে ইত্যর্থঃকীদৃশানাংতে তবপাদাব্জেভৃঙ্গায়িতঃ সঙ্গোযেষাং তৈর্ভক্তৈঃ সহসঙ্গবিশিষ্টানাংত্বদ্ভক্তসঙ্গিনামিত্যর্থঃ ।। ৪ ।।

হেরামচন্দ্রতুমিনির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বদেহির অন্ত রাত্মা এবং প্রভু তুমি বাস্তবিক নিরাকৃতি তথাপি তোমার ভক্তগণের সঙ্গ প্রাপ্ত যে জ্ঞানি সকল তাহারদের নিকট জ্ঞানস্বরূপ প্রতীত হইতেছ ।। ৪ ।।

অহং প্রপন্নোঽস্মিপদাম্বুজং প্রভোভবাপবর্গং তবযোগি ভাবিতং। যথাঞ্জসাঽজ্ঞানমপারবারিধিংসুখংতরিষ্যামিতথানুশাধিমাং ॥ ৫ ॥

অহমিতি। হে প্রভো যোগিভির্ধ্যেয়ং ভবাপবর্গং সংসারনিবর্ত্তকংতবপদাম্বুজমহংপ্রপন্নোঽস্মি অতো যথা যেন প্রকারেণঅঞ্জসাঽনায়াসেন অজ্ঞানমেব অপারবারিধিং অবিদ্যাসমুদ্রং সুখংযথা তরিষ্যামি তথা মামনুশাধি কৃপয়া শিক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হেপ্রভো সংসার নিবর্ত্তক তোমার যে পাদপদ্ম যোগি সকল ধ্যান করেন আমি তৎশরণাপন্ন হইলাম অতএব যাহাতে অবিদ্যা সমুদ্র অনায়াসে সুখে পার হইতে পারি আমাকে সেইরূপজ্ঞান প্রদান কর ॥ ৫ ॥

শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদাপ্রাহপ্রপন্নার্ত্তিহরঃপ্রসন্নধীঃ। বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়েশ্রুতি প্রপন্নংক্ষিতিপাস ভূষণং ॥ ৬ ॥

শ্রুত্বেতি। অথানন্তরংঅখিলংসমস্তং সৌমিত্রিবচঃ শ্রুত্বা তদা তস্মিন্‌কালে প্রপন্নার্ত্তিহরোরামঃ প্রপন্নানাং শরণাগতানা মার্ত্তিঃপীড়াতস্যাহর্ত্তা প্রসন্নবুদ্ধীরামঃঅজ্ঞানতমোপশান্তয়ে অবিদ্যান্ধকারনাশায় শ্রুতিপ্রপন্নংবেদোক্তংরাজ্ঞাং ভূষণং বিজ্ঞানং প্রাহ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পূর্ব্বনৃ

পেষুস্থিরত্বাৎজ্ঞানস্যভূষণত্বমিতিভাবঃ ক্ষিতিপালভূষণ ইতিপ্রথমান্তোপিক্বচিৎকঃপাঠঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর লক্ষ্মণের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া শরণাগত লোকদিগের দুঃখ বিনাশকারি প্রসন্নবুদ্ধি শ্রীরামচন্দ্র তৎসময়ে অবিদ্যারূপান্ধকার বিনাশার্থ শ্রুতি প্রতিপন্ন অথচ রাজাদ্দিগের ভূষণরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন ॥ ৬ ।

শ্রীরামউবাচ। আদৌস্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃক্রিয়াঃ কৃত্বাসমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ। সমাপ্যতৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃসমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭ ॥

গুরূপদেশমাহ আদাবিতি। প্রথমং স্ববর্ণাশ্রমোচিতাঃ ক্রিয়াঃকৃত্বা নিষ্কামনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেনাসাদিতং প্রাপ্তং শুদ্ধং নির্ম্মলং মানসং যেন ঈদৃশঃ তৎপূর্ব্বং সমাপ্য ক্রিয়াতোনিবৃত্তঃ উপাত্তসাধনো গৃহীতবৈরাগ্যঃসন্ আত্মলব্ধয়ে আত্মজ্ঞানলাভায় সদ্গুরুমাশ্রয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইবে তৎপরে কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানলাভার্থ সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবে ॥ ৭ ।

ক্রিয়াশরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতাপ্রিয়াপ্রিয়ৌতৌ-ভবতঃসুরাগিণঃ।ধর্ম্মেতরৌতত্রপুনঃ শরীরকং পুনঃ ক্রিয়াচক্রবদীর্য্যতেভবঃ ॥ ৮ ॥

ক্রিয়েতি। ক্রিয়াযজ্ঞাদিকা শরীরোৎপত্তিহেতুরা-দৃতৈবয়স্তঃ সুরাগিণো রাগদ্বেষযুক্তস্য তৌ প্রিয়াঽপ্রি-য়ৌভবতঃ যত্রধর্ম্মেতরৌ পুণ্য পাপে তত্রপুনঃশরীরংজাতে শরীরে পুনঃ ক্রিয়াচ ভবতি এবং ভবঃ সংসারশ্চক্রবদী-র্য্যতে প্রের্য্যতে চক্রবৎ সংসারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮ ।

শরীরোৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল আদৃত হইয়াছে, যেহেতুক পুণ্য পাপ রাগদ্বেষযুক্তব্যক্তির প্রিয়াপ্রিয় হয়, সেই পুণ্য পাপ হইতে পুনর্ব্বার শরীর জন্মে এবং শরীরে পুনর্ব্বার ক্রিয়া হয় এইরূপ চক্রের ন্যায় সংসার প্রবর্ত্ত হইতেছে ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানমেবাস্যহি মূলকারণং তদ্ধানমেবাত্রবি-ধৌবিধীয়তে। বিদ্যৈবতন্নাশবিধৌপটীয়সীনকর্ম্ম তজ্জংসবিরোধমীরিতং ॥ ৯ ॥

অজ্ঞানমিতি। হিয়স্মাৎ কারণাৎ অস্যসংসারস্য মূল কারণ মজ্ঞান মেব অবিদ্যৈব অত্র বিধৌ ব্রহ্মজ্ঞান প্র-কাশন বিধৌ তদ্ধানং তস্যত্যাগো বিধীয়তে তন্নাশ বিধৌ অজ্ঞাননাশবিধৌ অবিদ্যানিরাকরণবিধৌ বি-দ্যৈব পটীয়সী সমর্থা নত্তুকর্ম্ম যতস্তজ্জং কর্ম্মজন্যফলং

সবিরোধং বিরোধসহিতং বিরোধি ঈরিতং কথিতংস্যাৎ অয়ম্ভাবঃ অবিদ্যা সংসৃতের্হেত্তুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা পরস্পরবিরুদ্ধযোর্বিদ্যাঽবিদ্যযোর্ন্ন যুগপৎ সম্ভাবঃ এবং কর্ম্ম জন্য ফলাজ্ঞান নাশযোরিতি ॥ ৯ ॥

যেহেতুক অবিদ্যাই সংসারের মূলকারণ হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান বিধানে তাহা পরিত্যাগ করিবে, অবিদ্যা বিনাশ বিধায় ব্রহ্মবিদ্যাই সমর্থা হয়েন কর্ম্ম নহে, যেহেতু কর্ম্ম জন্য ফল যে পুণ্য পাপ তাহা অবিদ্যা নাশের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইয়াছে, অর্থাৎ অবিদ্যা বিনাশরূপ কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে ব্যক্তিতে পাপ পুণ্য থাকেনা, অতএব পাপ পুণ্য অবিদ্যা নাশের কারণ হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

নাজ্ঞানহানির্নচরাগসংক্ষয়োভবেত্ততঃকর্ম্ম সদো-ষমুদ্ভবেৎ। ততঃপুনঃসংসৃতিরপ্যবারিতা তস্মা-দ্বুধোজ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ॥ ১০ ॥

নাজ্ঞানেতি। ততঃ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ অজ্ঞানহানি রবিদ্যানাশো ন ভবেৎ রাগসংক্ষযোরাগস্যনাশোঽপিন ভবেৎ কিন্তু সদোষং দোষযুক্তং কর্ম্মৈকমুদ্ভবেৎ উৎ-পদ্যেত ততঃ সদোষকর্ম্মণঃ সকাশাৎ সংসৃতিঃ সংসারঃ অবারিতা বারয়িতুমশক্যা তস্মাৎ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যজ্য বুধো বিবেকী জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ জ্ঞানং বিচারয়ে-দিতি ॥ ১০ ॥

কর্ম্ম হইতে অবিদ্যা বিনাশ হয় না এবং রাগ নাশও হয় না, কিন্তু তাহা হইতে দোষযুক্ত এক কর্ম্ম জন্মে, সেই দোষযুক্ত কর্ম্ম হইতে যে সংসারোপত্তি তাহা নিবারণ করা যায় না, অতএব বিবেকী ব্যক্তি কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান বিচারে নিযুক্ত হইবেন ॥ ১০ ॥

ননুক্রিয়া বেদমুখেনচোদিতাযথৈববিদ্যা পুরুষার্থসাধনং। কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা বিদ্যা সহায়ত্ব মুপৈতিসা পুনঃ ॥ ১১ ॥

নন্বিতি। ননুভোঃ ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা কথিতা যথা যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যাদি পুরুষার্থস্য সাধনং বিদ্যা যথা বেদমুখেন উদিতা তথা কর্ম্মাঽপি তর্হিকিমর্থং নিন্দতি ইতিভাবঃ সত্যং প্রাণ ভৃতো দেহিনঃ কর্ত্তব্যতয়া ক্রিয়াপ্রচোদিতা কর্ম্ম উক্তং যতঃ সাক্রিয়া পুনর্বিদ্যাসহায়ত্ব মুপৈতি নিষ্কামকর্ম্মকরণাদন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা বিদ্যোৎপত্তৌ হেতুরিতি বেদেনোক্তা ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মণদেব কহিতেছেন হে রামচন্দ্র যেমন ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষার্থ সাধন বেদে লিখিয়াছেন সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সকলও বেদমুখে উদিত হইয়াছে তবে কর্ম্ম কিরূপে নিন্দনীয় হইবে, ইহার উত্তর দেহিদিগের সম্বন্ধে যে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা কথিত আছে তাহার কারণ এই যে নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি করে, অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম ব্রহ্ম বিদ্যার হেতু হয় ॥ ১১ ॥

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ তস্মাৎসদাকার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা। নন্তু স্বতন্ত্রাধ্রুবকার্য্যকারিণী বিদ্যান কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষ্যতে॥ ১২॥

কর্ম্মেতি। কর্ম্মাকৃতৌ কর্ম্মণোঽকরণে শ্রুতির্ব্বেদো দোষমপি জগৌউবাচ তস্মাৎ কর্ম্মাকরণে দোষশ্রবণাৎ মুমুক্ষুণা মুক্তিমিচ্ছতা সদা নিত্যং কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃত্যুক্তং কার্য্যমেব বিদ্যা উপাসনা স্বতন্ত্রা কর্ম্মানপেক্ষিণী সতী ধ্রুবং নিত্যংকার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণং তৎকর্ত্রী নন্তু নৈব তস্মা ন্নিষ্কামকর্ম্মণাঽন্তকরণশুদ্ধি মাপাদ্য বিদ্যা সাধনীয়া অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি চিন্মনলিযস্য তেন ব্রহ্মবিদাপিকিং কর্ম্ম নাপেক্ষ্যতে অপিতু অপেক্ষ্যতইতি ভাবঃ॥ ১২॥

কর্ম্মের অকরণে বেদে প্রত্যবায় লিখিয়াছেন, অতএব মোক্ষেচ্ছুক ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিবেন, ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপনিত্যকর্ম্মকারিণী যে উপাসনা তিনি কর্ম্মানপেক্ষিণী নহেন ব্রহ্মজ্ঞানি ব্যক্তি কি কর্ম্ম অপেক্ষা করেন না॥ ১২॥

নসত্যকার্য্যোপিহিযদ্বদধ্বরঃ প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্। তথৈববিদ্যাবিধিতঃ প্রকাশিতৈর্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেবমুক্তয়ে॥ ১৩॥

সমুচ্চয়বাদী পরিহরতি নেতি। যদুক্তং নেত্যর্থঃ সত্য কার্য্যঃঅক্ষয্যংহবৈচাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতংভবতীত্যাদি

বেদেনবোধিতঃস্থিরকার্য্যোপি অধ্বরঃ যথান্যানপিকারকা-
দিকান্ আরাদুপকারকপ্রয়াজাদ্যঙ্গানি দেশকালাদী
নিচ প্রকাঙ্ক্ষতে তথাবিদ্যাপি অগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদি
বিধিবাক্যতঃ তৎসমূহেন প্রকাশিতৈঃ কর্ম্মভিঃ সহিতৈব
মুক্তয়ে বিশিষ্যতইত্যর্থঃ । বিদ্যাফলদানে কর্ম্মাপেক্ষা
অঙ্গিত্বাৎ প্রয়াজাদ্যঙ্গাপেক্ষদর্শাদিবদিতিসৎপ্রতিপক্ষা-
নুমানমনেন সূচিতং ॥ ১৩ ॥

প্রতিবাদী কহিতেছেন উক্ত বাক্য সঙ্গত নহে, কর্ম্ম
জ্ঞানের সহায় অবশ্য হন তাহার দৃষ্টান্ত এই, স্থিরকর্ম্ম-
যে যজ্ঞ তিনি যেমন শীঘ্র উপকারি যেসকলঅঙ্গ এবং
গঙ্গাতীরাদি উত্তমদেশ গ্রহণাদি উত্তমকালকে আকা-
ঙ্ক্ষা করেন, অর্থাৎ সেই সকল যুক্ত হইয়া সংপূর্ণ ফল-
দায়ক হন, তেমনি বিদ্যাও বিধিবাক্য সমূহেতে প্রকা-
শিতয়ে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই সকলের সহিত মুক্তি-
দায়িকা হন এই সদনুমান ইহার উত্তর পরশ্লোকে করি-
তেছেন ॥ ১৩ ॥

কেচিদ্বদন্তীতিবিতর্কবাদিনস্তদপ্যসদ্দৃষ্টবিরোধ
কারণাৎ । দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতেক্রিয়াবিদ্যাগতা
হঙ্কৃতিতঃপ্রসিধ্যতি ॥ ১৪ ॥

তদনূদ্যসিদ্ধান্তী দূষয়তি কেচিদিতি । যৎকেচিদ্বিতর্ক-
বাদিন ইতি জ্ঞানকর্ম্মণী সমুচ্চিত্য মুক্তিসাধনংবদন্তি

তদপ্যসৎ যথা কেবলং কর্ম্ম মোক্ষসাধনমিত্যসৎ তথা তন্মিলিতমিত্যপ্যসৎ তত্রহেতুঃ দৃষ্টবিরোধকারণাৎ দৃষ্টো-য়োবিরোধঃ সর্ব্বলোকদৃষ্টবিরোধরূপাৎ কারণাত্তদসদি-ত্যর্থঃ। বিরোধমেবাহ দেহাভিমানাৎ ক্রিয়াবর্দ্ধতে অনা-ত্মনি দেহাদাবাত্মত্বাভিমানাৎ ক্রিয়া বৃদ্ধা বিদ্যাত্ত গতা-হঙ্কৃতিতঃ গতা অহঙ্কৃতির্যস্য তস্যনষ্টাহংকৃতেঃ প্রসিধ্যতি সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ এবঞ্চাহংকার সত্তামূলকত্বাৎ ক্রিয়া জ্ঞানযোঃ সমুচ্চযোবিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কেহ বিতর্কবাদী কহিয়া থাকেন যে জ্ঞানকর্ম্ম উভয় মিলিত হইয়া মুক্তিরসাধন হন, সেই বাক্যও অসঙ্গত, যেমন কেবল কর্ম্মমোক্ষসাধন হন না তেমনি জ্ঞানকর্ম্ম মিলিত হইয়াও হন না, তাহার কারণ সর্ব্বলোকদৃষ্ট বিরোধ আছে, যেহেতু অনাত্ম দেহাদিতে আত্মাভিমান অর্থাৎ অহংকার দ্বারা ক্রিয়ার উৎপত্তি নিরহংকারি পুরুষ হইতে বিদ্যার উৎপত্তি, অতএব উভয়ের মিলন বিরুদ্ধ হয় ॥ ১৪ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিতা বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতিভন্যতে। উদেতিকর্ম্মাখিলকারকাদিভির্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকং ॥ ১৫ ॥

অথ পূর্ব্বপক্ষ্যুক্তানুমানংদূষয়ন্ বিদ্যাস্বরূপমাহ বিশুদ্ধেতি। বিশুদ্ধংবিজ্ঞানংযেভ্যস্তেষাং বেদান্তবাক্যানাং

বিশেষেণরোচনংরলয়োরভেদাদালোচনং বিচার স্তেনা ক্তিতাপ্রাপিতা য়া চরমা আত্মবৃত্তি র্ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ সাবিদ্যেতি ভন্যতে বিদ্বদ্ভিরিতিশেষঃ। পুনঃসমুচ্চয় বার শায় বিদ্যাকর্ম্মণোর্বৈষম্যমাহ কর্ম্ম যজ্ঞাদি অখিলকার কাদিভিঃ অঙ্গৈশ্চসহিতং সদুদেতি ফলায়োন্মুখংভবতি বিদ্যা পুনরখিলকারকাদিকংহন্তি তত্রকর্তৃত্বাদিবুদ্ধিংনিহ- ন্তি সকলব্যাপারপরিত্যাগেনব্রহ্মণিসমাপ্তির্হিবিদ্যা অতঃ সাচোৎপত্তৌ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মসাপেক্ষা স্বফলে জনয়িতব্যে তন্নিরপেক্ষৈব অন্যথা বিদ্যাস্বরূপস্যৈবভঙ্গা পত্তেরিতি পূর্ব্বপক্ষ্যুক্তহেতোরসিদ্ধিরিতিভাবঃ ॥ ১৫ ॥

প্রতিবাদির অনুমান দুষ্য করিয়া বিদ্যাস্বরূপ কহিতে ছেন। নির্ম্মল বিজ্ঞানের জনক বেদান্তবাক্যসমূহের বিচারদ্বারা সর্ব্বশেষপ্রাপ্তহয় যে অন্তঃকরণে ব্রহ্ম ময় ভাবনা তাহার নাম বিদ্যা পুনর্ব্বার বিদ্যাকর্ম্মের বিরোধ দেখাইতেছেন কর্ম্ময়ে যজ্ঞাদি তিনি সকল অঙ্গাদির সহিত হইয়া তবে ফলজনক হন বিদ্যা সকল অঙ্গাদিকে নষ্ট করেন যেহেতু কর্তৃত্বাদি বুদ্ধি নাশ ক রিয়া সকল ব্যাপার পরিত্যাগানন্তর ব্রহ্ম বিষয়ে যে মনে র সমাপ্তি, তাহার নামবিদ্যা, অতএব বিদ্যা উৎপত্তি কালে কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন যেহেতু কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধি তৎদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি কিন্তু জ্ঞানের ফল মোক্ষ

জন্মাইতে বিদ্যা কোনমতে কর্ম্মকে অপেক্ষা করেননা স্বয়ংসিদ্ধা ॥ ১৫ ॥

তস্মাত্ত্যজেৎকার্য্যমশেষতঃ সুধীর্বিদ্যাবিরোধান্নসমুচ্চয়োভবেৎ । আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদানিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬ ॥

উপসংহরন্মুমুক্ষোর্বৃত্তিপ্রকারমাহতস্মাদিতি । বিদ্যাবিরোধাৎবিদ্যায়াঃ কর্ম্মণাসহবিরোধেন সমুচ্চয়ো নভবেত্তস্মাৎসুধীর্মুমুক্ষুরশেষতঃকর্ম্ম ত্যজেৎ কাম্যন্তু সর্ব্বথা ত্যাজ্যমেব নিত্যনৈমিত্তিকমপি যাবচ্চিত্তশুদ্ধিংকর্ত্তব্যমেব তদপি ব্রহ্মণি চিত্তস্থৈর্য্যপর্য্যন্তংকর্ত্তব্যমেব ততস্তদনুসন্ধান প্রতিবন্ধত্বাৎ প্রয়োজনাভাবাচ্চ তদপিত্যাজ্যমেবেতিভাবঃ । ইদানীং মুমুক্ষোঃকর্ত্তব্যমাহ নিবৃত্তাঃসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং গোচরাবিষয়াঃ শব্দাদয়োযস্মাত্তাদৃশঃসন্‌আত্মনঃসচ্চিদানন্দস্যানুসন্ধানমেব পরময়নংপ্রাপ্যংযস্য তথাবিধোভবেৎ অত্রেন্দ্রিয়প্রত্যাহারঃ কর্ত্তব্যত্বেনোক্ত স্তেনপূর্ব্বপ্রাণায়ামাদির্দার্ঢ্যাক্ষিপ্তঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যায়েজ্ঞান তাহার সহিত কর্ম্মের বিরোধ হেতু জ্ঞান কর্ম্ম উভয় মিলিত হইয়া যেমুক্তির সাধন এমত কোনোপ্রকারেই নহে অতএব মোক্ষাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি কাম্যকর্ম্ম সর্ব্বদাত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মেতে চিত্তস্থৈর্য্যপর্য্যন্তনিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে তদ-

ন্তর কর্ম্মের প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত এবং ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত সে কর্ম্মও ত্যাগ করিয়া সর্বেন্দ্রিয়ের বিষয় যেশব্দাদি তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মার অনুসন্ধান পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আত্মাই পরম প্রাপ্যধন এমত বুঝিয়া তাঁহাতেই নিমগ্ন হইবে, ইহাতে জানাইলেন যে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়া ধ্যানস্থ হইবে তবে ইহার পূর্ব্বে যম নিয়ম আসন প্রাণায়ামাদি অবশ্য কর্ত্তব্য এমত বোধ হইল ।। ১৬ ।।

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বিধেয়োবিধিবাদ কর্ম্মণাং । নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্জ্ঞাত্বাপ রাত্মানমথত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ।। ১৭ ।।

রাগিবিরাগি ভেদেন কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যতেত্যাহ য়াবদিতি । মায়য়াঽবিদ্যয়া শরীরাদিষু অনাত্মসু আত্মধীরহংকর্ত্তে ত্যাদিরূপা বুদ্ধির্যাবদ্বর্ত্ততে তাবদ্বিধিবাদকর্ম্মণাং বিধির্যজেতইত্যাদিশ্রুতিবাদঃ কর্ত্তব্যতাবোধকোয়েষাংকর্ম্মণাং তেষাং বিধেয়ো বশবর্ত্তী ভবেৎ তদপগমেত্ত তদখিলংজগৎ নেতীতিবাক্যৈঃঅথাতআদেশোনেতীত্যাদিবাক্যৈ নিষিধ্য মিথ্যাত্বেননিষ্কীর্য তদ্বিলক্ষণতয়া সত্যত্বেনপরমাত্মস্বরূপং জ্ঞাত্বাক্রিয়াস্ত্যজেৎ নিরূপিত মেতৎ ।। ১৭ ।।

অবিদ্যারূপামায়া দ্বারা অনাত্মভূতশরীরাদিতে যে পর্য্যন্ত জীবের আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংকর্ত্তা ইত্যাদি বুদ্ধি

হয় সেইপর্য্যন্ত বিধিবোধিত কর্ম্মের বশবর্ত্তী অর্থাৎ সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মাধিকার পরে অহংবুদ্ধিনাশ হইলে নানা শ্রুতি বাক্য দ্বারা জগৎকে মিথ্যারূপ নিশ্চয় জানিয়া এজগতের ভিন্ন সত্যস্বরূপ পরমাত্মা এমত বুঝিয়া ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৭ ॥

যদাপরাত্মাত্মবিভেদভেদকংবিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতিভাস্বরং। তদৈবমায়া প্রবিলীযতেঽঞ্জসা সকারকা কারণমাত্ম সংসৃতেঃ ॥ ১৮ ॥

আত্মজ্ঞানে সত্যবশ্যমবিদ্যানিবর্ত্ততইত্যাহয়দেতি। আত্মনিশুদ্ধেঽন্তঃকরণে পরমাত্মনঈশস্য আত্মনোজীবস্যচয়োবিভেদো মায়াঽন্তঃকরণরূপোপাধিদ্বয়কৃতোবিভেদোভেদস্তস্য ভেদকং নাশকং ভাস্বরং প্রকাশশীলং যদ্বিজ্ঞানং ইতরবৃত্ত্যুপমর্দ্দনপূর্ব্বকং ব্রহ্মাকারাঽখণ্ডাবৃত্তির্যদাবভাতি অসম্ভাবনাদিতিরস্কারেণবোদেতি তদৈব সকারকা জন্মান্তরপ্রাপককর্ম্মসহিতা মায়া তত্তজ্জীবোপাধিভূতাঽবিদ্যা অঞ্জসাঝটিতিপ্রবিলীয়তে প্রনশ্যতি ননুতন্নাশেপি সংসারনাশঃ কথমতোমায়াবিশেষণং আত্মসংসৃতেঃ কারণং সংসারস্যোপাদানকারণং এবঞ্চ তন্নাশে কার্য্যনাশোভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে পরমাত্মা ব্রহ্মেতে জীবাত্মার যে উপাধি ভেদ সেই ভেদের নাশক প্রকাশশালি যে

বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকার অখণ্ডানন্দ ঐ শুদ্ধান্তঃকরণে যখন দীপ্তি পাইবে তখনি সংসারের কারণ সেই সেই জীবোপাধিরূপামায়া জন্মদায়ক যে কর্ম্ম তাহার সহিত ঝটিতি বিনাশকে পাইবেন, সেইকারণ মায়া নাশ হইলেই তাহার কার্য্য সংসার নাশ হইবে ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতাচসাকথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী। বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়তস্তস্মাদবিদ্যা নপুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

উক্ত মেবার্থং পুনর্বৈষম্যায়াহ শ্রুতীতি। তত্ত্বমসীত্যাদি শ্রুতিরূপৈঃ প্রমাণৈস্তজ্জনিতজ্ঞানেন নাশিতাসাহবিদ্যা কথমপি কার্য্যকারিণী ভবিষ্যতি কাকুরত্র সর্ব্বথানেত্যর্থঃ অসতঃ কার্য্যকারিত্বাসম্ভবাদিতিভাবঃ। পুনশ্চ তস্যানোদ্ভব ইত্যাহ বিজ্ঞানমাত্রাদিতি অমলাদ্বিতীয়তঃ শুদ্ধাদ্বিতীয়াত্মবিষয়ক বিজ্ঞানমাত্রাদিতরাসহকৃতান্নিদিধ্যাসনপরিপাকজাতজ্ঞানাদ্ধতো নষ্টা তস্মাৎ সানপুনর্ভবিষ্যতি রজ্জুজ্ঞানমূলক সর্পস্য রজ্জুজ্ঞানেন নিবৃত্তস্য যথানপুনরুৎপত্তিরিতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বমসীত্যাদি শ্রুতি প্রমাণজনিতজ্ঞান দ্বারা বিনাশকে পাইয়াছেন যেঅবিদ্যা অর্থাৎ মায়া তিনি কোন মতে কার্য্য করিতে সমর্থা নহেন, সুতরাং আপনি না থাকিলে কি প্রকার আত্মকার্য্য করিতে পারেন, পুনর্ব্বার

তাঁহার উৎপত্তিও অসম্ভব, যেহেতু নির্ম্মল অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানমাত্র হইতে অর্থাৎ কেবল নিদি-নিদিধ্যাসন পরিপাক জনিত জ্ঞান হইতে নষ্টা হইয়া-ছেন তাহার দৃষ্টান্ত রজ্জুতে ভ্রমদ্বারা বোধছিল যে সর্প রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান হইলে তাহার নাশহয় পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়না যদ্রূপ তদ্রূপ জানিবে ।। ১৯ ।।

যদিস্মনষ্টানপুনঃপ্রসূয়তে কর্ত্তাহমস্যেতিমতিঃ কথংভবেৎ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রানকিমপ্যপেক্ষতে বিদ্যা-বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ।। ২০ ।।

বিদ্যায়াইতরনিরপেক্ষায়াএবমোক্ষকারণত্বমুক্তংযুক্তি পূর্ব্বংপুনঃকথয়তি শ্রোতৃদার্ঢ্যায় যদীতি। যদি নষ্টা তত্ত্ব-জ্ঞাননাশিতা সা পুনর্নপ্রসূয়তে নোৎপদ্যতে তদাকারণা-ভাবাদহংমতিঃকথংভবেৎ কথমপি নভবেদিত্যর্থঃ। তদ ভাবাচ্চ তৎকালে কর্ম্মাভাবইতি বিদ্যা ফলজননে স্বতন্ত্রা ইতরনিরপেক্ষৈব নকিমপি অপেক্ষতে দ্বিতীয়স্যাসম্ভবাৎ অতঃকেবলাঅসহায়ৈব বিমোক্ষায় বিভাতি তৎফলিকা ভবতীত্যর্থঃ ।। ২০ ।।

যদি অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নষ্ট হইয়া পুনরুৎপন্না নাহইলেন তবে তদানী অবিদ্যারূপ কারণাভাবে জীবের অহংকার উৎপত্তি হয়না অহংকারের অভাবে তৎকালে কর্ম্মরহিত হয় অতএব অবিদ্যা নাশে কেবল বিদ্যামাত্র

থাকেন তিনি ইতর সহায় অপেক্ষা না করিয়া মোক্ষদানে স্বয়ংসমর্থ হন ।। ২০ ।।

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং ন্যাসং প্রশস্তাখিল-
কর্ম্মণাং স্ফুটং । এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতির্জ্ঞা-
নং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনং ।। ২১ ।।

অত্রার্থে শ্রুতিরপি প্রমাণমিত্যাহ সেতি । সা প্রসিদ্ধা ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুরিত্যাদিকা তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ প্রশস্তানামর্থবাদৈঃ প্রাশস্ত্যেন বোধিতানামপি কর্ম্মণাং ন্যাসং ত্যাগং সাদরং স্ফুটমাহ নত্ত কর্ম্মসমুচ্চয়মিত্যর্থঃ । তথা বাজিনা বাজসনেয়িনাং এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিত্যাদিকা জ্ঞানং বিমোক্ষায় সাধনং ন কর্ম্মেত্যেতাবদাহ ।। ২১ ।।

এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন অর্থবাদ দ্বারা প্রশস্তরূপে কথিত হইলেও আদর পূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্মের ত্যাগ করিবে এমত ব্যক্ত করিয়া সেই প্রসিদ্ধ তৈত্তিরীয়শ্রুতি কহিয়াছেন জ্ঞানকর্ম্ম উভয় মিলিত হইয়া মুক্তির সাধন এমত কহেন নাই । এবং রাজসনেয়িদিগের শ্রুতিও কহিয়াছেন যে মোক্ষের প্রতি জ্ঞানমাত্র সাধন কর্ম্ম মোক্ষসাধন নহে ।। ২১ ।।

বিদ্যাসমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ

সমঃ। ফলৈঃপৃথক্ত্বাদ্বহুকারকৈঃক্রতুঃসংসাধ্যতে জ্ঞানমতোবিপর্য্যয়ং ॥২২॥

অহংকারতত্ত্যাগরূপকারণবৈষম্যাৎক্রিয়াজ্ঞানয়োর্বৈষম্যমুক্ত্বা ফলপ্রযুক্তমপি বৈষম্যমাহ বিদ্যেতি। হেসমুচ্চয়বাদিন্ত্বয়া ক্রতু রগ্নিষ্টোমাদি র্বিদ্যাসমত্বেনদর্শিতঃপরন্তু সমোদৃষ্টান্তোনোদাহৃতঃ। অনেনক্রতুর্বিদ্যাসমঃশ্রুতিবোধিতকর্ত্তব্যতাকইত্যনুমানংনিরস্তং দৃষ্টান্তাভাবাৎঅন্বয্যোবানুমানংনব্যতিরেকায়েতিভাবঃ এতচ্চাকারবিস্তরেণ প্রপঞ্চিতং। ননুবিদ্যাকর্ম্মণী সমে একফলত্বাচ্চক্রদণ্ডাদিবদিত্যনুমানমিতিচেত্তত্রাহ ফলৈঃপৃথক্ত্বাৎ ষষ্ঠ্যর্থেতৃতীয়া ফলানাংভেদাদিত্যর্থঃ এবঞ্চস্বরূপাসিদ্ধো হেতুরিতিভাবঃ সমানকারকত্বমপি হেতু র্নেত্যাহ ক্রতু র্বহুভিঃ কারকৈরহংমমতাভিমানরূপৈরান্তরৈ র্বাহ্যৈশ্চ দেশকালাদিনিয়মৈশ্চ সাধ্যতে জ্ঞানংত্বতোবিপর্য্যয়বদতো ন তয়োঃ সাম্যমিতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

অহংকার দ্বারা ক্রিয়ার উৎপত্তি অহংকার ত্যাগদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয় অতএব ক্রিয়ারসহিত জ্ঞানের বৈষম্য কহিয়া উভয়েরফলেরোবৈষম্য দেখাইয়া কহিতেছেন সমুচ্চয় বাদিকে সম্বোধন পূর্ব্বক তুমি যে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিদ্যারসমান বেদবিহিতপ্রযুক্ত কহিতেছ এতোমার অসদনুমান যেহেতু ইহার সমান দৃষ্টান্ত

দেখাইতে পারিলেনা যদিবল একফলজনকতাপ্রযুক্ত চক্র দণ্ডেরন্যায় বিদ্যা কর্ম্ম সমান এ অযুক্ত উভয়ের ফলগতভেদ আছে এবং উভয়ের সমান কারকত্বও নাই যজ্ঞাদিক্রিয়া অহংমমতাভিমানরূপ অন্তর্বাহ্যব্যাপার এবং দেশ কালাদি নিয়ম দ্বারা সাধ্য হন অতএব জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের অনেক বৈলক্ষণ্য কহিতেছেন হে সমুচ্চবাদি জ্ঞানকর্ম্ম উভয়ের তুল্যতা কোনোমতেই নহে ॥ ২২ ॥

সপ্রত্যবায়োহ্যহমিত্যনাত্মধী রজ্ঞপ্রসিদ্ধা নতুতত্ত্ব দর্শিনঃ। তস্মাদ্বুধৈস্ত্যাজ্যমপিক্রিয়াত্মভি র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধিপ্রকাশিতং ॥ ২৩ ॥

নন্বকরণে প্রত্যবায়ভিয়াকর্ম্মকার্য্যমিতিচেন্নেত্যাহ সপ্রত্যবায়ইতি। কর্ম্মত্যাগেহি নিশ্চয়েনাহংপ্রত্যবায়সহিতো ভবিষ্যামীত্যেবং শুদ্ধাত্মনি অনাত্মধর্ম্মস্যাধী রজ্ঞস্য তত্ত্বজ্ঞানবিকলস্য প্রসিদ্ধা নতুতত্ত্বদর্শিনঃ তস্যাহংবুদ্ধেরভাবাৎপাপাদেরনাত্মধর্ম্মতানিশ্চযাচ্চ তস্মাদ্বুধৈঃকর্ম্ম ক্রিযাত্মভিঃ ষষ্ঠ্যর্থেতৃতীয়া ক্রিয়াফলাসক্তচিত্তানাং বিধানতো বিধানেন ইতিকর্ত্তব্যতয়াযুক্তং কর্ম্ম বিধিভিরবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বোধিত মপিত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যদিবল কর্ম্মনা করিলে প্রত্যবায় আছে এই ভয় প্রযুক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যহয় ইহার উত্তর করিতেছেন। কর্ম্ম

ত্যাগে আমি অবশ্য পাপীহইব এই নির্ম্মল আত্মাতে যে অনাত্ম ধর্ম্ম পাপের সম্ভাবনা সে তত্ত্বজ্ঞান বিমূঢ় অজ্ঞ লোকের হয় বটে প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু তত্ত্বদর্শি ব্যক্তির এমত বোধ হয়না যেহেতু তাহার অহংবুদ্ধি নাই আর পাপাদি আত্মধর্ম্মনহে এমত নিশ্চয় আছে অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করিবেন যেহেতু ক্রিয়াফলে আসক্ত-চিত্তব্যক্তিদের প্রতি বেদে কথিত এবং অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে কর্ম্ম বিধিবোধিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতিবাক্যতোগুরোঃপ্রসাদাদপি-
শুদ্ধমানসঃ। বিজ্ঞায়চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃসুখীভ-
বেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ ॥ ২৪ ॥

অথবিরক্তস্যকার্য্যমাহ শ্রদ্ধেতি। গুরুশাস্ত্রয়োর্বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদন্বিতোবুভুৎসুঃশুদ্ধমানসোপি নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাৎশুদ্ধমানসশ্চ গুরোঃপ্রসাদাল্লব্ধতত্ত্বমসীতিবাক্যতঃশ্রুতমাত্মজীবয়োরৈকাত্ম্যংবিজ্ঞায় মনন নিদিধ্যাসনপরিপাকাভ্যাং সাক্ষাৎকৃত্য চএবার্থঃসাক্ষাৎকৃত্যৈব সুখীভবেৎ সকলদুঃখহীনোভবেদিত্যর্থঃ। অপ্রকম্পনঃবিষয়াভিলাষাক্ষোভিতান্তঃকরণঃ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর সংসারবিরক্তের কার্য্য কহিতেছেন গুরু শাস্ত্রেতে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা সেই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মুমুক্ষুব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ মানস

হইয়া গুরুর অনুগ্রহ লব্ধ তত্ত্বমসি এই বেদবাক্য দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য শ্রবণ করিয়া মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সেই ঐক্য সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া বিষয়াভিলাষে অক্ষুব্ধমনা হইয়া সকল দুঃখহীন হইয়া সুখী হই-বেক ॥ ২৪ ॥

আদৌপদার্থাবগতির্হিকারণংবাক্যার্থবিজ্ঞান বিধৌবিধানতঃ। তত্ত্বংপদার্থৌপরমাত্মজীবকাবসী-তিচৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

মহাবাক্যং বিবরীতুং বাক্যার্থবোধপূর্ব্বকত্বমাহ আ-দাবিতি। বিধানতঃ ভ্রমপ্রমারাহিত্যেন বাক্যার্থবিজ্ঞানস্য বিধৌউৎপত্তৌ আদৌ প্রথমং মুখ্যমিতিযাবৎপদার্থাব-গতিঃ কারণংহিপ্রসিদ্ধংতস্য পদত্রয়ং তৎত্বমসীতি তত্র-তৎপদার্থঃ পরমাত্মা সর্ব্বসাক্ষিত্বাদিগুণবিশিষ্টঃত্বংপদা-র্থোজীবঃ অনয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োরৈকাত্ম্যং তদ্বোধকমসী-তিপদং ॥ ২৫ ॥

মহাবাক্যবিরণার্থ বাক্যার্থ বোধ করিবে, এস্থানে ভ্রম প্রমারহিত হইয়া বাক্যার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে পদার্থ জ্ঞান প্রসিদ্ধ মুখ্যকারণ এইবাক্যে পদত্রয় আছে তৎত্বং অসি ইহার মধ্যে তৎপদার্থ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট পর-মাত্মা ত্বংপদার্থজীব এই পদার্থদ্বয়ের ঐক্যবোধক অসি পদ জানিবে ॥ ২৫ ॥

প্রত্যক্‌পরোক্ষাদি বিরোধমাত্মানোর্বিহায়সংগৃ-
হ্যত্তযোশ্চিদাত্মতাং। সংশোধিতাং লক্ষণয়াচলক্ষি
তাংজ্ঞাত্বা স্বমাত্মান মথাদ্বয়োভবেৎ॥ ২৬॥

ননুসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণস্যেশস্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বধর্ম্মবতা
জীবেনৈকাত্ম্যং বিরুদ্ধং ইত্যাশঙ্ক্যাহপ্রত্যাগিতি। অহংবুদ্ধি
বেদ্যত্বং প্রত্যক্ত্বং জীবধর্ম্মঃ পরোক্ষত্বমীশধর্ম্মস্তদাদিধর্ম্ম
কৃত মাত্মনোঃপরমাত্মজীবাত্মনোর্বিরোধং বিহায ত্যক্ত্বা।
তয়োঃসংশোধিতাং যুক্তিভিঃসম্যগ্বিচারিতাং তত্ত্বংপদা
ভ্যাংশক্ত্যভাবেপি বক্ষ্যমাণপ্রকারয়া লক্ষণয়া লক্ষিতাং
জ্ঞাতাং চিদাত্মতাং সংগৃহ্য তত্ত্বংপদোপস্থিতিবিষয়াং কৃত্বা
স্বমাত্মনং তথাজ্ঞাত্বা অথ ঐকাত্ম্যজ্ঞানানন্তরং অদ্বয়ো-
ভবেৎচিৎস্বরূপতাং প্রাপ্তোভবেৎ পূর্ব্বমপিতৎস্বরূপএব
বিস্মৃত কণ্ঠচামীকর ন্যায়েনচ তৎপ্রাপ্তিরিবেতি উক্তং
অয়ংভাবঃ তত্ত্বং পদয়োর্দ্বাবর্থৌ বাচ্যো লক্ষ্যশ্চ তত্রতৎ-
পদস্য মায়োপাধিসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টোবাচ্যঃ ত্বংপদ-
স্যাপি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টো মায়াকার্য্যাবিদ্যোপাধি-
রবিদ্যাবদন্তঃকরণোপাধির্লক্ষ্যঃ উভয়োরপিবিশেষণাং-
শত্যাগেন শুদ্ধচিদাত্মাবাচ্যোলক্ষ্যশ্চ তত্র বাচ্যলক্ষ্যযো-
র্ব্বিরুদ্ধধর্ম্মকত্বাদৈক্যাসম্ভবেঽপি বাচ্যলক্ষ্যয়োরৈক্যং
নির্ব্বাধমেবেতি॥ ২৬॥

যদি বল সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কিঞ্চিৎ জ্ঞান বিশিষ্ট জীবের ঐক্য বিরুদ্ধ হয়, তাহার উত্তর করিতে-ছেন, যদ্যপি অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব পরোক্ষত্ববিশিষ্ট পরমাত্মা বটেন তথাপি জীবাত্মা পরমাত্মার এই বিরোধ ত্যাগ করিয়া যদ্যপি তত্ত্বংপদার্থের শক্তিতে না বুঝায় তথাপি লক্ষণাদ্বারা জ্ঞাত এবং যুক্তিদ্বারা সুবিচারিত জী-বাত্মা পরমাত্মার চিন্ময়ত্ব গ্রহণ করিয়া পরমাত্মাচিন্ময় আপনাকেও সেই চিন্ময় জানিয়া ঐক্যজ্ঞানের পর অদ্বয় হইবে, অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, পূর্ব্ব প্রাপ্তই আছে বিস্মৃতছিল কণ্ঠচামীকর ন্যায় যেন প্রাপ্ত হইল যেমন কোন ব্যক্তির কণ্ঠদেশে সুবর্ণালঙ্কার আছে ভ্রম প্রযুক্ত হারাইয়াছে এমত বোধ করিয়া কণ্ঠ ভিন্ন নানা স্থানে অন্বেষণ করে, পরে কোন আত্মীয় সাধুব্যক্তির উপদেশে যেমন সেই কণ্ঠে পুনর্ব্বার দেখিতে পায় তদ্রূপ এই কণ্ঠচামীকর ন্যায়তাৎপর্য্য এই তৎপদের প্রধানার্থ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট পরমাত্মা ত্বংপদের প্রধা-নার্থ কিঞ্চিৎ জ্ঞানবিশিষ্ট জীবাত্মা এই সর্ব্বজ্ঞত্ব আর কিঞ্চিৎ জ্ঞত্ব উভয়বিশেষণ ত্যাগ করিয়া উভয়ের যে লক্ষ্যার্থ আত্মত্ব অর্থাৎ চিদ্রূপ তাহাই ঐক্য হইল এই ভাব ॥ ২৬ ॥

একাত্মকত্বাজ্জহতীনসম্ভবেত্তথাহজহল্লক্ষণতাবি-
রোধতঃ। সোয়ংপদার্থাবিবভাগলক্ষণাযুজ্যেততত্ত্বং
পদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭ ॥

উক্তলক্ষণাস্বরূপমাহ একাত্মকত্বাদিতি। জহতীলক্ষণা
জহৎস্বার্থলক্ষণা যথাগঙ্গায়াংঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদার্থস্য-
প্রবাহস্য ঘোষাধারতানুপপত্ত্যা সর্ব্বথা তৎপরিত্যাগেন
তীররূপার্থেলক্ষণা সাপ্রকৃতেন একাত্মকত্বাৎ বিশেষ্যাং
শস্যৈকত্বাৎসর্ব্বথা স্বার্থত্যাগাভাবাৎ তথাহজহল্লক্ষণতা-
হজহৎস্বার্থলক্ষণাবত্ত্বমপি অত্র ন সা সম্ভবতি যথা কাকে
ভ্যোদধি রক্ষ্যতা মিত্যাদৌ কাকপদস্যস্বার্থাত্যাগেনৈবদ-
ধ্যুপঘাতকেলক্ষণা সাপি নবিরোধতঃ বিশেষণত্যাগেন
সর্ব্বথাস্বার্থত্যাগাভাবাৎ অতোভাগলক্ষণাজহদজহল্লক্ষ-
ণাযুজ্যেত অদোষতঃ পূর্ব্বোক্তদোষাভাবাৎ বিশেষ্যাংশ-
স্যাত্যাগাৎ বিশেষণাংশস্যত্যাগাচ্চ তত্রদৃষ্টান্তঃসোয়ং-
পদার্থাবিব যথাসোয়ংদেবদত্ত ইত্যত্র তদ্দেশাদিবিশিষ্টোহ
তীতানুভববিষয়োবা তৎপদার্থঃএতদ্দেশাদিবিশিষ্টোহনুভূ-
য়মানোবা ইদংশব্দার্থঃ তয়োশ্চবিরুদ্ধবিশেষণকত্বাদৈক্যা
ত্ম্যাসম্ভবেন দেশাদিরূপবিশেষণত্যাগেনানুভবাতীতত্বা-
দিবিশেষণংত্যাগেনবা লক্ষণংচৈক্যংতদ্বদিতিভাবঃ ॥ ২৭ ॥

উক্ত লক্ষণার বিবরণ কহিতেছেন এস্থানে জহৎ স্বার্থ
লক্ষণা নহে জহৎস্বার্থলক্ষণা তাহাকে বলাজায় যে কোন

ব্যক্তি গঙ্গাবাস করিয়াছেন একথা কহিলে পরে জল প্রবাহময়ী গঙ্গাতে বাসের অসম্ভব প্রযুক্ত গঙ্গাশব্দের প্রধানার্থজল প্রবাহকে ত্যাগ করিয়া বাসযোগ্য স্থানতীরকে বুঝায় সে লক্ষণা নহে যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মার অর্থ আত্মিত্বত্যাগ নহে এবং অজহৎ স্বার্থ লক্ষণাও এস্থলে নহে সে যেমন কাক সকল হইতে দধি রক্ষাকর একথা কহিলে পরে কাকপদের অর্থ থাকিল এবং কাক ভিন্ন দধিনাশক জন্তু মাত্র হইতে দধি রক্ষাকরহ এই তাৎপর্য্যার্থ সে লক্ষণাও নহে যেহেতু কিঞ্চিদর্থ ত্যাগ করিতে হইবেক অতএব ভাগ লক্ষণা যেমন সেই ব্রাহ্মণ এই একথা কহিলেপরে বোধহয় যে পূর্ব্বোক্ত স্থানবিশিষ্ট পূর্ব্ব দৃষ্ট এক্ষণে এস্থান বিশিষ্ট ইদানী দৃষ্ট এইদুই বিশেষণ ত্যাগ করিলে যেমন ব্রাহ্মণরূপে একব্যক্তি বোধহইল তাদৃশ মায়াবচ্ছিন্ন যে জীবত্ব আর মায়ানবচ্ছিন্ন যে পরমাত্মত্ব জীবাত্মার এই জীবত্ব পরমত্বরূপ বিশেষণদ্বয় উপাধি ত্যাগ করিয়া আত্মরূপে ঐক্যজ্ঞান করিবেক এই নির্দোষ লক্ষণা ॥ ২৭ ॥

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবংভোগালয়ংদুঃখসুখাদি কর্ম্মণাং। শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং মায়াময়ং-স্থূলমুপাধি মাত্মনঃ॥ ২৮ ॥

অথত্যাজ্যত্বায়জীবোপাধিমাহরসাদীতি। রসাপৃথ্বী আদির্যেষাংতানি পঞ্চীকৃতানি য়ানি তেভ্যঃ সম্ভবো যস্যতৎ পঞ্চীকরণংতেষাংএকৈকংভূতংদ্বিধা বিভজ্য তত্রৈকংভাগং চত্তুর্দ্ধাবিভজ্য তেষাংভাগানাংস্বেতরভূতচত্তুষ্টয়ার্দ্ধে ভাগ চত্তুষ্টয়েসংযোজনে একৈকংভূতং পঞ্চাত্মকংভবতি ভাগা ধিক্যাচ্চপ্রাতিস্বিক্তয়াভূরাদিব্যবহারোপি। সুখদুঃখয়ো রাদীনিকারণানি যানি কর্ম্মাণি তেষাংযোভোগস্তৎকর্ম্মজঃ সুখদুঃখানুভবস্তস্যালয়মাশ্রয়ভূত মাদ্যন্তবৎ উৎপত্তিনাশ যোগি আদিকর্ম্মজংপ্রাক্তবীয়কর্ম্মজন্যং মায়াময়ংপরম্পর য়ামায়াবিকারঃ তদ্বিকারভূতবিকারবত্ত্বাৎ এতৎশরীরমা- ত্মনঃ স্থূলমুপাধিংবদন্তীতিশেষঃ ॥ ২৮ ॥

ত্যাগকরিবার নিমিত্তে জীবোপাধি কহিতেছেন। প্রথম পঞ্চীকরণ পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ এইপঞ্চ ভূতের প্রত্যেক ভূতকে দুই খণ্ড করিয়া তাহার প্রত্যেক অর্দ্ধকে চারিখণ্ড করিলে দুই আনারূপ ক্ষুদ্র ভাগ সকল হইবেক পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক পঞ্চভূতের যে অর্দ্ধাংশকরিয়া- আছে তাহাতে পৃথিবীর ক্ষুদ্রভাগ চত্তুষ্টয় পৃথ্বীভিন্ন ভাগ চত্তুষ্টয়ে মিশ্রিত করিবে এবং জলাদির ক্ষুদ্রভাগ চতুষ্টয় এমতে স্বস্বভিন্ন ভূতচত্তুষ্টয়ার্দ্ধে মিশ্রিত করিলে প্রত্যেক ভূতসম্পূর্ণ এবং পঞ্চাত্মক হইবেক এইরূপ পঞ্চী কৃত পঞ্চভূত সম্ভব এইশরীর এবংকর্ম্মজন্য সুখদুঃখানুভব

রূপ যে ভোগ তাহার আলয় এবং উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট কহিয়াছেন, অথচ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম জন্য এবং মায়াময় অর্থাৎ মায়ার বিকার পঞ্চভূত তাহার বিকার এই দেহকে আত্মার স্থূল উপাধি পণ্ডিতবর্গ কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং। ভোক্তুঃসুখাদেরনুসাধনং ভবেচ্ছরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনোবুধাঃ ॥২৯ ॥

অথ সূক্ষ্মোপাধিমাহসূক্ষ্মমিতি। বুধা অন্যং স্থূলশরীর বিলক্ষণং শরীরং লিঙ্গদেহাখ্যং আত্মনউপাধিং বিদুঃতৎ স্বরূপমাহ সূক্ষ্মঞ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চযুতং সংকল্পাত্মকং মনঃ নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিঃ ঘ্রাণ রসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণি পাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানসমানোদান ব্যানাশ্চ প্রাণা স্তৈর্যুতং এতৎ সপ্তদশ সমুদায়াত্মকং তদাধারভূতান্যাহাপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং তেভ্যউৎপন্নং অতএবাদৃশ্যং তথাভোক্তুঃ সুখদুঃখাদ্যনুভবস্যানুসাধনং স্থূলশরীরস্য এতদনুগতস্যৈব ভোগসাধনত্বমিতিভাবঃ এতৎস্থূলশরীরবিয়োগেনৈব মরণব্যবহার ইতিবোধ্যং ॥ ২৯ ॥

সংকল্পাত্মকমন নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর বাক্‌পাণি

পাদপায়ূপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর প্রাণাপান সমান, উদান ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ একত্রীকৃত এই সপ্তদশ এবং এই সকলের আধার অপঞ্চীকৃতপঞ্চভূত তাহা হইতে উৎপন্ন, অতএব অদৃশ্য এবং ভোক্তার সুখদুঃখ ভোগের আয়তন যে স্থূল দেহ তাহা হইতে ভিন্ন অথচ সেই সুখ দুঃখ ভোগের অনুসাধন সূক্ষ্ম অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর লিঙ্গদেহ আত্মার সূক্ষ্মোপাধি পণ্ডিতবর্গে কহেন এই লিঙ্গ দেহের অনুগত স্থূলদেহ তাহাতেই সুখদুঃখ ভোগ হয়, এই স্থূল শরীর বিয়োগেতে মরণ ব্যবহার হয় জানিবে ॥ ২৯ ॥

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহকারণংমায়াপ্রধানন্তুপরং শরীরকং। উপাধিভেদাত্তুযতঃপৃথক্‌স্থিতংস্বাত্মান মাত্মন্যবধারয়েৎক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥

ইতিজীবোপাধিদ্বয়মুক্ত্বাঈশোপাধিমাহ অনাদীতি। অনাদি উৎপত্তিহীনং নানাবিধপরিণামরূপেণ নশ্বরং ইতি অনাদিত্ব মাত্রোক্ত্যাসূচিতং। অনির্ব্বাচ্যং সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং নির্ব্বক্তুমশক্যং কারণং সকলপ্রপঞ্চস্যজনকং ঈদৃশীমায়াত্তব্রহ্মণঃ পরং ঈশ্বরব্যবহারসম্পাদকত্বাদুৎকৃষ্টং প্রধানং শরীরকং স্বার্থেকঃ এবমুপাধিভেদাদেক মেবচৈতন্যংযতঃ পৃথক্‌স্থিতং জীব ঈশইতিভেদবুদ্ধিবিষয় মতো লক্ষণয়োরুপাধিপরিত্যাগেন স্বাত্মানং আত্মনি

অবধারয়েদভেদেন জানীয়াৎ ক্রমাৎ শ্রবণ মনন নিদি-
ধ্যাসন ক্রমেণেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় কহিয়া এতদ্ভিন্ন কারণ শরীর কহিতেছেন উৎপত্তিহীন কিন্তু বহু প্রকার পরিণাম দ্বারা নাশ হইতে পারে, অথচ সৎ অসৎ কোন প্রকারে কহি-বার যোগ্য নহে, এবং সে শরীর সকল প্রপঞ্চের কারণ অর্থাৎ সকল শরীরের জনক এবং মায়াস্বরূপ অথচ উৎ-কৃষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বররূপে সর্ব্ব সম্পাদক এবং মায়াস্বরূপ সেই আত্মার প্রধানশরীর যেমায়া হইতে অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যকে জীব এবং ঈশ্বর এরূপ ভিন্ন২ বোধ হই-তেছে, অতএব মায়াকৃত এই উপাধি ত্যাগ করিয়া ক্রমে-তে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আপনাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জানিবে ॥ ৩০ ॥

কোষেষ্বয়ংতেষুতুতত্তদাকৃতির্ব্বিভাতি সঙ্গাৎস্ফটি
কোপলোয়থা। অসঙ্গরূপোয়মজোযতোহদ্বয়োবিজ্ঞা
য়তেহস্মিন্পরিতোবিচারিতে॥ ৩১ ॥

অথ বাক্যার্থ বিচারফলমাহ কোষেষ্বিতি। আনন্দময়-স্যাব্রহ্মত্বে অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময়েষু চতুর্ষু-কোষেষু তত্তৎসঙ্গাৎ তত্তদাকৃতির্ব্বিভাতি যথা জবাদি সঙ্গাৎ স্ফটিকোহনেকাকৃতির্ভাতি আনন্দময়স্যাপি জীবত্ব বাদিনাং মতেতু তেনসহ পঞ্চসু কোষেষ্বিতিবোধ্যং অস্মি-

নমহাবাক্যে পরিতোবিচারিতে সম্যগ্বিচারিতেসত্যয়মাত্মাঽ সঙ্গরূপঃ অন্নময়াদিভিঃসঙ্গরহিতঃ অসঙ্গোনহি সজ্জতে ইতি শ্রুতেঃ। অজো অদ্বয়শ্চবিজ্ঞায়তে স্থূলোহমিত্যাদিস্তু জ্ঞস্য তত্তৎকোষসঙ্গাৎ প্রতীতিঃ স্ফটিকবৎ তত্ত্বজ্ঞস্যত্ত নতথা প্রতীতিরিতিভাবঃ। এবঞ্চ তত্তদ্রূপতা প্রতীতিঃ এতদেব বিচারফলমিতিভাবঃ ।। ৩১ ।।

অন্নময়কোষ প্রাণময়কোষ মনোময়কোষ বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময়কোষ এই পঞ্চকোষেতে সেই সেই সঙ্গে সেই সেই আকৃতি হইয়া আত্মাদীপ্তিপান যেমন জবাপুষ্পাদির সঙ্গে থাকিলে নির্ম্মল স্ফটিক তদনুরূপ অনেকাকৃতিরূপে দীপ্তি পান, কিন্তু মহাবাক্য সম্যগ্বিচার করিলে জানাযায় যে আত্মা অসঙ্গরূপ অন্নময়াদি কোষের সহিত সঙ্গ রহিত এবং জন্মাদি রহিত অদ্বিতীয় আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি বুদ্ধি অজ্ঞানির কোষসঙ্গ দ্বারা হয় যেমন জবাপুষ্প সঙ্গে স্ফটিকের রঞ্জনা তত্ত্বজ্ঞানির এমত বুদ্ধি কখনো হয় না আমি স্থূল আমি কৃশ মহাবাক্যার্থ বিচারের এই ফল জানিবে।। ৩১ ।।

বুদ্ধেস্ত্রিধাবৃত্তিরপীহদৃশ্যতে স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ। অন্যোন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতোমৃষা নিত্যেপরেব্রহ্মণিকেবলে শিবে ।। ৩২ ।।

জাগ্রদাদ্যবস্থাপিবুদ্ধিধর্ম্মো নাত্মধর্ম্মইত্যাহবুদ্ধেরিতি। ইহ আত্মণি স্বপ্নাদিভেদেন জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভেদেন যা ত্রিধা বৃত্তির্দৃশ্যতে সাপি গুণত্রয়াত্মনঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণ ত্রয়স্বরূপায়াঃ বুদ্ধের্ধর্ম্মঃ উক্তাবস্থাত্রয়স্য উক্তগুণমূলকত্বাৎ এতদবস্থাত্রয়স্যাস্মিন্ অবস্থাত্রয়সাক্ষিণি আত্মনিভাবং মৃষাবুদ্ধ্যধ্যাসনিবন্ধনং নত্তবাস্তবমিত্যর্থঃ। অন্যোন্যতোব্যভিচারতস্তস্যাবস্থাত্রয়স্য স্বরূপতোমৃষাত্বাৎ তদ্ভানস্যমৃষাত্বমেব স্বপ্নকালে জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোরভাবাৎ জাগ্রতি ইতরদ্বয়স্যাভাবাৎ সুষুপ্তাবিতরয়োরভাবাৎ পরস্পর ব্যভিচারোবোধ্যব্যঃ আত্মনস্তদনাশ্রয়ত্বং বিশেষণৈরাহ নিত্যে উৎপত্তিনাশশূন্যে পরে গুণত্রয়াতীতে ব্রহ্মণি ব্যাপকে কেবলেঽসঙ্গেশিবে আনন্দরূপে এবং ভূতে সদৈকরসে পরস্পর ব্যভিচারি ধর্ম্মভানমসম্ভাবীতিভাবঃ ॥ ৩২ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই যে অবস্থাত্রয় দেখিতেছ ইহাও সত্ত্বরজস্তমোগুণস্বরূপা যে বুদ্ধি তাহারি ধর্ম্ম জানিবে আত্মার ধর্ম্ম নহে, যেহেতু সত্ত্বগুণের ধর্ম্মজাগ্রদবস্থা রজোগুণের ধর্ম্ম স্বপ্নাবস্থা তমোগুণের ধর্ম্ম সুষুপ্ত্যবস্থা অতএব সাক্ষিস্বরূপ নির্গুণ আত্মাতে এঅবস্থাত্রয় মানা মিথ্যা কেবল বুদ্ধির অধ্যাস দ্বারা হয় মাত্র বাস্তব নহে, বিশেষতঃ এঅবস্থাত্রয় যে তাহাও মিথ্যা দেখ স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রৎ সুষুপ্তির অভাব জাগ্রদ্দশায় স্বপ্নসুষুপ্তি

নাই, সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ স্বপ্ন থাকে না, অতএব উৎ-পত্তিনাশহীন গুণত্রয়াতীত সর্ব্বব্যাপক অসঙ্গরূপি আনন্দময় সর্ব্বদা একরস স্বরূপ আত্মাতে পরস্পর ব্যভিচারি ধর্ম্ম অবস্থাত্রয় থাকা অসম্ভব ॥ ৩২ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং সংঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ। বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা যাবন্তবে-ত্তাবদসৌভবোদ্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

অথত্যাজ্যত্বায় সংসারমূলভূতাংবৃত্তিমাহদেহেতি। এষাংসংঘাৎ ইতরেতরাধ্যাসবিষয়াৎ অজস্রং যাবদ্ধিয়ো-বুদ্ধেবৃত্তিস্তমোমূলতয়াঽজ্ঞলক্ষণা অজ্ঞত্বজ্ঞাপিকা যাবৎ পরিবর্ত্ততে তাবদ্ভবোদ্ভবঃসংসারোদ্ভবোভবেৎ তমঃপদং রজসোঽপ্যুপলক্ষণং রজস্তমঃপ্রধানায়াবুদ্ধেঃসংসারহেতু-ত্বাৎসর্বথা ত্যাজ্যেতিভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

শরীর এবং দশেন্দ্রিয় আর প্রাণবায়ু এবং মন আর চিন্ময় যে আত্মা এই সকলের পরস্পর যে অধ্যাস অন্যেতে অন্যের আরোপ অর্থাৎ দেহোঽহং ইন্দ্রিয়োঽহং প্রাণোঽহং মনোঽহং ইত্যাদিতে আত্মজ্ঞান সেকেবল অজ্ঞত্ব জ্ঞাপক রজস্তমোমূলক বুদ্ধির বৃত্তি তাহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন যেপর্য্যন্ত হইতেছে সেইপর্য্যন্ত সংসারের উদ্ভব হয় রজস্তমঃপ্রধানা বুদ্ধিই সংসারের হেতু অতএব সর্ব্বথা তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥ ৩৩ ॥

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো হৃদাসমাস্বাদিত চিদ্ঘনামৃতঃ । ত্যজেদশেষংজগদাত্তসদ্রসংপা-ত্বাযথাম্ভঃপ্রজহাতিতৎফলং ॥ ৩৪ ॥

কৃতমহাবাক্যবিচারকর্ত্তব্যমাহনেতীতি । অথাত আদে-শোনেতিনেতীতিপ্রমাণেন নিরাকৃতং মিথ্যাত্বেন গৃহীতং অখিলংজগদ্যেন সঃতথা হৃদা সত্ত্বপ্রধানেনমনসা সম্য-গাস্বাদিতং চিল্লক্ষণং ঘনামৃতং দুঃখাসংভিন্নংসুখং যেন সঃ স্বর্গাদিতুপরিণামদুঃখত্বাৎ তৎসংভিন্নমেব এবংভূতোঽ শেষংজগৎ দেহেন্দ্রিয়াদিদৃশ্যসমূহংত্যজেৎ হানোপাদান-বুদ্ধিবিষয়ং নকুর্য্যাৎ কিন্তূদাসীনস্তত্রভবেৎ ননুদেহেন্দ্রি-য়াদিভিরেবতজ্জ্ঞানলাভাৎ কথমুপজীব্যস্য তস্য ত্যাগঃ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তদর্শনেনপরিহরতি যথা তৃষাবান্ আত্তঃ সদ্রসোমাধুর্য্যাদির্যেন তাদৃশংনারিকেল নারঙ্গাদিফলান্ত-র্বর্ত্ত্যম্ভঃপীত্বা তৎস্থানভূতংতৎফলং জহাতি তত্রোদাসী-নোভবতি তদ্বৎ সর্ব্বদৃশ্যসারাংশব্রহ্ম তল্লাভেসতি নিঃসা-রংদৃশ্যংনোপাদেয়ংনাপি হেয়মিতিভাবঃ । যতোভয়াদিয়ং ভাবনা তদ্ধেয়মুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

মহাবাক্য বিচারানন্তর যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহিতে-ছেন বেদপ্রমাণ দ্বারা এই সমুদায় জগত্তৎকে মিথ্যারূপ জানিয়া সত্ত্বপ্রধান অর্থাৎ সত্ত্বগুণান্বিত মনের দ্বারা চিদ্রূপ ঘনামৃত দুঃখেতে অস্পৃষ্টসুখ অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ

সম্যক্ আস্বাদন করিয়া দেহইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য সমূহরূপ এসকল জগৎকে ত্যাগ করিবে হেয়কি উপাদেয় এমত বুদ্ধি করিবেনা কেবল উদাসীনেরন্যায় জগতের মধ্যে থাকিবে যদিবল দেহইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জগতের জ্ঞান হই-তেছে কিপ্রকারে দেহইন্দ্রিয়রূপ সকল জগৎকে ত্যাগ করিব তাহার দৃষ্টান্ত এই যেমন তৃষ্ণাবান পুরুষ নারি-কেল নারঙ্গাদি ফলের মধ্যবর্ত্তি মাধুর্য্যাদি সহিত সার-ভূত যেজল তাহা পান করিয়া তাহার আধাররূপ ফলে-রন্যায় সেই পাত্রটাকে ত্যাগ করে তাহাতে উদাসীন হয় তেমতি জানিবে সর্ব্বদৃশ্যরূপ এই জগতের সারাংশ যে ব্রহ্ম তাহা জানিয়া নিঃসার জগৎকে গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য এমত বোধ করিবেনা ॥ ৩৪ ॥

কদাচিদাত্মা নমৃতো নজায়তে নক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেহনবঃ। নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃসুখাত্মকঃস্বয়ং প্রভুঃসর্ব্বগতোয়মদ্বয়ঃ॥ ৩৫ ॥

ইতরস্যানিত্যত্বেন তত্রবৈরাগ্যার্থমাত্মনোনিত্যত্বমাহ কদাচিদিতি। কদাপীত্যর্থঃ অনরঃউৎপত্ত্যনন্তরংবিদ্যমা-নোহিনরঃ তেনজন্মান্তরাস্তিত্বংব্যাবর্ত্তিতংনরত্বাভাবেনৈব জীর্ণত্বাভাবাদবস্থান্তরাপত্তিরূপপরিণামোহপ্যিনিরস্তঃ অ-নেন জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে ক্ষীয়তে নশ্যতীতিষ-ড্ভাববিকাররাহিত্যমুক্তংএবঞ্চৈতদ্ভিন্নংসর্ব্বমুক্তষড্ভাববিকার

বস্ত্বাদনিত্যমিতি ততোবিরজ্যেতেতিবোধিতং। যতঈদৃশোহ্ তএব নিরস্তং সর্ব্বস্য দেহেন্দ্রিয়াদেরতিশয়ংমহত্ত্বংযেন স্বলাভাৎসংযল্লাভান্নাপরোলাভইতিশ্রুতেঃ। যতঃসুখা-ত্মকঃ আনন্দস্বরূপঃ স্বয়ংপ্রভুঃ স্বপ্রকাশশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিস্তু দুঃখরূপঃপরপ্রকাশ্যশ্চ তস্যভাসাসর্ব্বমিদংবিভাতীতি-শ্রুতেঃ সর্ব্বগতোব্যাপকঃ অয়মহংবুদ্ধিবিষয়ঃ প্রত্যগা-ত্মাপি অদ্বয়ঃ উক্তাদ্বয়ব্রহ্মস্বরূপএব নততোহতিরিক্ত ইতি ভাবঃ। অয়মাত্মাব্রহ্মেতিশ্রুতেঃ।। ৩৫।।

ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল অনিত্য তাহাতে বৈরাগ্যার্থ ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মারি কেবল নিত্যত্ব কহিতেছেন কদাচ আত্মার জন্ম কিজন্মানন্তরস্থিতি এবং বৃদ্ধি পরিণাম. ক্ষীণতা এবং বিনাশ এই ছয়প্রকার বিকার নাই তদ্ভিন্ন সমুদায়ের এই ষড়্বিধবিকারআছে অতএব সেসকলি অনিত্য তাহাতে বিরক্ত হইবে আত্মা যদি এতাদৃশ হই-লেন অতএব সকল দেহেন্দ্রিয়াদির মহত্ত্বকে নিরস্ত করিয়া সর্ব্বোত্তম রূপে আছেন এবং আনন্দস্বরূপ অথচ. স্বপ্রকাশ দেহেন্দ্রিয়াদি দুঃখরূপ এবং পরপ্রকাশ্য আত্মা সর্ব্বব্যাপক এবং অহংবুদ্ধিরবিষয় জীবরূপ হইয়াও অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাহইতে অতিরিক্ত পদার্থ মাত্র নাই এই শ্রুতিতে কহে।। ৩৫।।

এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে কথংভবোদুঃখময়ঃ প্রতীয়তে। অজ্ঞানতোধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃক্ষণাৎ॥ ৩৬॥

নন্বেবংবিধে বিকারশূন্যে আত্মনি জন্মমরণাদিপ্রবাহ-রূপসংসারভানংকথমিতিশঙ্কতে এবংবিধইতি। দুঃখম-য়োদুঃখপ্রচুরঃ উত্তরয়তি অজ্ঞানতইতি অজ্ঞানমূলকো-বোহধ্যাসঃ দেহান্তঃকরণাদৌ অহংমমেত্যধ্যাসস্তদ্বশাৎ এবঞ্চভ্রান্তিরূপা তৎপ্রতীতিরিতিভাবঃ। নন্বেবংকথংতস্য সংসারস্যনিবৃত্তি স্তত্রাহ জ্ঞানইতি আবির্ভূতে ইতিশেষঃ জ্ঞানস্য অজ্ঞানবিরোধিত্বাৎতদুৎপত্তিক্ষণএব কারণ-ভূতাজ্ঞাননাশাত্তৎকার্য্যসংসারস্যাপি বিলয়ইত্যর্থঃযথা রজ্জুজ্ঞানেন রজ্জৌসর্পস্য লয়ইত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

এইরূপ বিকারশূন্যজ্ঞানময় সুখস্বরূপ আত্মাতে জন্ম মরণাদি প্রবাহরূপ দুঃখময় সংস্যার কোনোমতেই সম্ভব-নহে কেবল অজ্ঞানাধীন দেহান্তঃকরণাদিতে যে অহং মমতা বুদ্ধি সেই বুদ্ধি বশতঃ কল্পনামাত্র কিন্তু সেবুদ্ধি ভ্রমমাত্র জানিবে অতএব অজ্ঞান বিরোধি জ্ঞানের উৎ-পত্তি হইবামাত্র কারণ ভূত অজ্ঞান নষ্ট হইবে তদনন্তর অজ্ঞান কার্য্য সংসারের নাশ হয় যেমন ভ্রমে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানছিল প্রকৃত রজ্জুজ্ঞান হইলেই তৎক্ষণাৎ সর্প বুদ্ধির নাশ তদ্রূপ জানিবে॥ ৩৬॥

যদন্যদন্যত্রবিভাব্যতেভ্রমাৎ অধ্যাসমিত্যাহুর মুং বিপশ্চিতঃ। অসর্পভূতেঽহিবিভাবনংযথা রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরেজগৎ ॥ ৩৭ ॥

অথাধ্যাসলক্ষণমাহ যদন্যদিতি। যদন্যৎ সর্পাদিকং অন্যত্ররজ্জ্বাদৌ ভ্রমাৎভ্রমজনকাদ্দোষাদ্বিভাব্যতে বিজ্ঞায়তে অমুং বিপশ্চিতোবিদ্বাংসোঽধ্যাসইত্যাহুঃযথা অসর্পভূতে রজ্জ্বাদৌসর্পারোপো রজ্জ্বুদ্ধিমূলক স্তদ্বদীশ্বরেঽপি জগৎদেহাদিসংসারাত্মকংসর্ব্বংবিভাব্যতে আত্মজ্ঞানাভাবাদ্ যথার্থতয়া জ্ঞায়তে ॥ ৩৭ ॥

অধ্যাস লক্ষণ কহিতেছেন। ভ্রমাধীন অন্যবস্তুতে যে অন্যজ্ঞান তাহার নাম অধ্যাস যেমন অসর্প যে রজ্জু তাহাতে ভ্রমাধীন সর্পজ্ঞান হইতেছে তেমনি ঈশ্বরেতে দেহাদি সংসার রূপ সমুদায় জগৎ জ্ঞান হইতেছে একেবল আত্মজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত অযথার্থে যথার্থবোধ হইতেছে ॥৩৭॥

বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকেঽহংকার এষপ্রথমঃপ্রকল্পিতঃ। অধ্যাসএবাত্মনিসর্ব্বকারণে নিরাময়েব্রহ্মণিকেবলেপরে ॥ ৩৮ ॥

আত্মনিজগদ্ভাবেকীদৃশোঽধ্যাসোনিমিত্তংতদাহবিকল্পেতি। সর্ব্ববিকল্পকারণমায়ারহিতে বস্তুতস্তৎসঙ্গরহিতে চিদাত্মকে চিৎস্বরূপে সর্ব্বকারণে নিরাময়েদুঃ-

খাসংভিন্নানন্দময়ে কেবলে সর্ব্ববিকারশূন্যে পরে দৃশ্য-বিলক্ষণে ব্রহ্মণিব্যাপকে আত্মনিপ্রথমমহঙ্কারঃ কল্পিতঃ সএবাধ্যাসঃ অহংবুদ্ধ্যাত্মকোধ্যাসএব সর্ব্বসংসারকারণ মিতিভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

আত্মাতে যে জগতের জ্ঞান হইতেছে সেকিপ্রকার অধ্যাস তাহা কহিতেছেন সর্ব্ববিকল্পের কারণ মায়ার সঙ্গরহিত জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বকারণ আনন্দময় সর্ব্ববিকার-শূন্য জগতের বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপক আত্মাতে প্রথম অহংকার কল্পনা হয় তাহার নাম অধ্যাস সেই অহংবুদ্ধিরূপ যে অধ্যাস তিনিই সর্ব্বসংসারের কারণ জানিবে ॥ ৩৮ ॥

ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মিকাঃ সদাধিয়ঃ সংসৃ-তিহেতবঃপরে। যস্মাৎ প্রসুপ্তৌতদভাবতঃ পরঃসুখ স্বরূপেণ বিভাব্যতেহিনঃ ॥ ৩৯ ॥

বুদ্ধিনিষ্ঠএব সংসারো নত্বাত্মনিষ্ঠ ইত্যত্রান্বয়ব্যতিরে-কৌপ্রমাণয়তি ইচ্ছাদীতি। পরে সর্ব্বসাক্ষিণি আত্মনি সংসৃতিহেতবঃ ভাসমানসংসারকারণং সদা কালত্রয়েঽপি ইচ্ছাদি রাগাদি সুখাদিধর্ম্মিকাঃ ইচ্ছোপেক্ষে রাগদ্বেষৌ সুখ দুঃখে ইত্যেবমাদিদ্বন্দ্বধর্ম্মিকাঃ ধিয়এব ধীষু সতীষু সং-সারইত্যন্বয়মুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকে তদ্ব্যতিরেকমাহ যস্মাৎ কারণাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবাৎধীকৃত্যভাবাৎ পর আত্মা

নোহস্মাভিস্তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী সুখস্বরূপেণ স্বস্বরূপমাত্রেণ বিভাব্যতে নিশ্চীয়তে নতুসংসারিত্বেনেতি ভাবঃ সুপ্তো- ত্থিতস্তু সুখমহমস্বপ্সং ইতি প্রত্যভিজ্ঞানানুভবাত্তদাত্মস্ব- রূপনিশ্চয়োঽস্তীতিতাৎপর্য্যং ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বসাক্ষি আত্মাতে যে সংসার কল্পনা সে কেবল ইচ্ছাউপেক্ষা রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ ইত্যাদিদ্বন্দ্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট বুদ্ধিমাত্র অর্থাৎ এতাদৃশ বুদ্ধি থাকিলেই সংসার অনুভব হয় এতাদৃশ বুদ্ধিরহিত হইলেই সংসার নাশ, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির কার্য্য থাকে না, এপ্রযুক্ত আত্মা সুখস্বরূপ মাত্র নিশ্চিত হন, সংসারিরূপে হন না, যেহেতু শয়নোত্তর উত্থিত হইয়া আমি সুখে শয়ন করি- য়াছিলাম এমত অনুভব হয়, অতএব তদানী আত্মস্বরূপ নিশ্চয় ছিল এমত বোধ হইল ইহাতে জানাইলেন যে সংসার কেবল বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম নহে ॥ ৩৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো জীবঃ প্রকা- শোঽয়মিতীর্য্যতেচিতঃ । আত্মাধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতোবুদ্ধ্যাঽপরিচ্ছিন্নপরঃ সএবহি ॥ ৪০ ॥

পুনস্তত্ত্বং পদার্থস্বরূপমাহ অনাদ্যেতি । অনাদির্যা অবিদ্যা তত উদ্ভবোয়স্যাবুদ্ধেরন্তঃকরণস্য তত্রবিম্বিতঃ প্রতিবিম্বিতো- য়শ্চিতঃ প্রকাশঃ সজীব ইতীর্য্যতে আত্মাপরমাত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া ধীধর্ম্মাসঙ্গেনৈবপৃথকস্থিত অন্তর্যামিতয়েত্যর্থঃ ।

জীবোঽহংসুখী ইত্যাদিপ্রকারান্তঃকরণধর্ম্মাধ্যাসবান্ পর-মাত্মাও সাক্ষিতয়া সর্ব্বত্রবিদ্যমানোঽপি নতথেতিভাবঃ অতএব বুদ্ধ্যাঽপরিচ্ছিন্নপরঃ বুদ্ধিলক্ষণপরিচ্ছেদরহিতঃ অতএবপরঃ এবঞ্চজনেন প্রতিবিম্বাধারবিলয়ে প্রতিবিম্ব-স্যাবিলয়াৎসজীবঃ সএব পরমাত্মৈব হি প্রসিদ্ধং সইত্য স্যাচাবৃত্তি র্বোধ্যা ॥ ৪০ ॥

পুনর্ব্বার তৎত্বং পদার্থ যে পরমাত্মা আর জীব তাহার স্বরূপ কহিতেছেন অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে জ্ঞানেরপ্রকাশ তাহা-কেই জীবরূপে কহেন পরমাত্মা কিন্তু বুদ্ধির সাক্ষিরূপে অর্থাৎ বুদ্ধি ধর্ম্মে সঙ্গরহিত হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে পৃথক্ আছেন অহংসুখী অহং দুঃখী ইত্যাদি অন্তঃকরণ ধর্ম্মের অধ্যাসবিশিষ্ট যিনি তিনিই জীব হইয়াছেন পরমাত্মা সাক্ষিরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও তদ্রূপ নহেন অত-এব তিনি বুদ্ধির নিরূপণের যোগ্য নহেন এবং সর্ব্বোত্তম অতএব প্রতিবিম্বের আধার যে অবিদ্যা বুদ্ধি তাহার লয় হইলেই প্রতিবিম্বের লয়হয় তদনন্তর সেই জীব সেইপর মাত্মা জানিবে ॥ ৪০ ॥

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াংপ্রসঙ্গতস্ত্বেকত্রবাসাদনলা-ক্তলোহবৎ। অন্যোঽন্যমধ্যাসবশাৎপ্রতীয়তে জড়াজড়ত্বঞ্চচিদাত্মচেতসোঃ ॥ ৪১ ॥

অথবুদ্ধ্যাত্মনোঃপরস্পরাধ্যাসবশাৎ পরস্পরধর্ম্মভা-
নমিতি দার্ঢ্যায়পুনরাহ চিদ্বিম্বেতি। চিদাত্মচেতসোরন্যো-
হন্যাধ্যাসবশাৎ পরস্পরাত্মত্বারোপাজ্জড়াজডত্বংপ্রতী-
য়তে চেতসোবৃত্তীনাং জ্ঞাতৃত্বং জীবাত্মনোজডত্বং প্রতী-
য়তে অতএব জ্ঞানাশ্রয় আত্মেতি চিত্তএবতার্কিকব্যবহারো
জীবাত্মনি জডাত্মাকথ্যতে বুধৈরিতিস্মার্ত্তব্যবহারশ্চ অধ্যা-
সহেতুঃ চিদিত্যাদি চিদ্বিম্বংযস্য সচিদাভাসঃ অক্ষৈঃস-
হিতঃ সাক্ষঃ সেন্দ্রিয়ঃ সচাসৌআত্মাচ মনঃধীরন্তঃকরণং
তেষাংপ্রকৃষ্টসঙ্গাৎ অতিসন্নিকর্ষাদধ্যাস ইত্যর্থঃ। তত্র-
দৃষ্টান্তঃঅনলাক্তলোহবৎ অগ্নিতপ্তলোহপিণ্ডবৎ অগ্নিধর্ম্মো
দাহকত্বং লোহে লোহধর্ম্মশ্চ বর্ত্তুলত্বাদ্যনলে ভাসতে,
তত্রহেত্তরেকত্রবাসাৎ পরস্পরাবিভাগেনবৃত্তেরিত্যর্থঃতদ্ব-
দেতয়োরপি পরস্পরধর্ম্মাধ্যাসইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

চিৎ যে জ্ঞান তিনি বিম্ব যাহার চিদ্বিম্ব শব্দে আত্মা
আর সাক্ষী আত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েরসহিত মন আর
বুদ্ধি আর অন্তঃকরণ এই তিনের অতিশয় সন্নিকর্ষ
অর্থাৎ সহবাস হেতু অধ্যাস হইয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত
যেমন অগ্নিতপ্ত লোহপিণ্ড অগ্নিধর্ম্মদাহকত্ব লোহে
আরোপণ লৌহধর্ম্ম বর্ত্তুলত্ব অর্থাৎ গোলতা অগ্নিতে
ভাসমান হইতেছে ইহার হেত্ত কেবল একত্র বাস এস্থা-
নেও তদ্রূপ মন আর আত্মার একত্র বাসাধীন মনের

ধর্ম্ম জড়ত্ব আত্মাতে বোধ হইতেছে আত্মধর্ম্ম অজড়ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান তাহা মনেতে ভাসমান হইতেছে ইহারি নাম অধ্যাস বাস্তব আত্মাই জ্ঞানের আশ্রয় জানিবে ।। ৪১ ।।

গুরোঃসকাশাদপি বেদবাক্যতঃ সংজাতবিদ্যানুভবোনিরীক্ষ্যতং । স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং ত্যজেদশেষংজড়মাত্মগোচরং ।। ৪২ ।।

উক্তমেবার্থংদার্ঢ্যায়পুনরাহ গুরোরিতি। বেদবাক্যতঃ ইত্যনেন শ্রবণংগুরোঃসকাশাদপি ততশ্চানেনমননমুক্তং তাভ্যাংসংজাতো বিদ্যায়া জ্ঞানরূপস্যাত্মনোঽনুভবোযস্য অনেনক্বতনিদিধ্যাসন ইত্যর্থঃ । তংচিদানন্দস্বরূপং স্বাত্মানংউপাধিবর্জ্জিতং অননুসংহিতোপাধিধর্ম্মংআত্মস্থংহৃৎস্থং নিরীক্ষ্য অপরোক্ষীকৃত্য অশেষং জড়ং দৃশ্যং ত্যজেৎ তত্রউদাসীনোভবেদিতিভাবঃ ।। ৪২ ।।

গুরুর নিকট হইতে বেদ বাক্য শ্রবণ তদনন্তর মনন করিয়া সেই শ্রবণ মনন দ্বারা জ্ঞানরূপ আত্মার অনুভব করিয়া অর্থাৎ নিদিধ্যাসন করিয়া সেই জ্ঞানানন্দ স্বরূপ নামাদিরহিত স্বকীয়আত্মাকে হৃদয়স্থ দর্শন করিয়া অর্থাৎ অপরোক্ষ করিয়া পরে সমুদয় জড় পদার্থ এই যে দৃশ্যরূপ জগৎ ইহাকে ত্যাগ করিবে অর্থাৎ জগতের প্রতি উদাসীন হইবে ।। ৪২ ।।

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়োঽসকৃদ্বিভাতোঽহমতীবনির্ম্মলঃ। বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনোনিরাময়ঃ সংপূর্ণআনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞেয়ংনিরুপাধিকংস্বরূপংশ্লোকদ্বয়েনাহ প্রকাশেতি। অহংপ্রকাশরূপঃস্বপ্রকাশঃ পরপ্রকাশ্যোহিনপ্রকাশরূপো যথা ঘটাদিঃ অজোজন্মাদিবিকারহীনঃ অদ্বয়ঃ সজাতীয়দ্বিতীয়রহিতঃ] অসকৃদ্বিভাতঃ সকৃদপি পরেন ভাসকান্তারেণ প্রকাশিতঃ সকৃদ্বিভাতঃ নসকৃদ্বিভাতোঽসকৃদ্বিভাতঃ নতত্রসূর্য্যোভাতি নচন্দ্রতারকমিতিশ্রুতেঃ। নতদ্ভাসয়তেসূর্য্যইতিস্মৃতেঃ অতীবনির্ম্মলঃ মায়াকৃতাচরণবিক্ষেপরহিতঃ বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ বিশুদ্ধচিদেকরসঃ নিরাময়ঃ কর্তৃত্বাভিমানরহিতঃ সংপূর্ণঃ দেশকালপরিচ্ছেদহীনঃ আনন্দময়ঃ আনন্দরূপঃ স্বার্থেময়ট্ অক্রিয়ঃ পরিণামহীনঃ ॥ ৪৩ ॥

আপনাকে যেরূপ জানিতে হইবে তাহা দুই শ্লোকে কহিতেছেন আমি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় পরপ্রকাশ্য নহি এবং জন্মাদি বিকারহীন সজাতীয় দ্বিতীয় রহিত অথচ অসকৃদ্বিভাত অর্থাৎ একবারো অন্যভাসকান্তর দ্বারা যিনি প্রকাশিত হন তিনি সকৃদ্বিভাত আমি তাহা নহি সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি আমার নিকট দীপ্তি পান না আমি এতাদৃশ প্রকাশক এবং মায়াকার্য্য বিক্ষেপ রহিত

এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য একরস স্বরূপ এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত অথচ সংপূর্ণ অর্থাৎ দেশকালে সীমা রহিত এবং আনন্দ ময় পরিণাম হীন ॥ ৪৩ ॥

সদৈবমুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমানতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ। অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈর্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

সদৈবেতি। অহংসদৈব কালত্রয়েঽপি মুক্তঃ সর্বধর্ম্ম রহিতঃ অচিন্ত্যশক্তিমান্ যঃ পরমাত্মা অতীন্দ্রিয়জ্ঞানং ইন্দ্রিয়াতিরিক্তজ্ঞানরূপঃ যতোবাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসাসহ ইতিশ্রুতেঃ। অবিক্রিয়াত্মকোঽপরিণামী অনন্তপারঃ নাস্তি অন্তঃ কালতঃ পারঃ পরতীরংতাবচ্ছিদ্যমানোযস্য তেন দেশকালপরিচ্ছেদহীনঃ ঈদৃশোযঃ পরমাত্মা বুধৈ হৃদি অহর্নিশং বিভাবিতঃ সোঽহমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

আমি কালত্রয়ে অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান কালে মুক্ত সর্ব্বধর্ম্ম রহিতঃ এবং অচিন্ত্যশক্তি পরমাত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত জ্ঞানরূপী অর্থাৎ বাক্য মনের অগোচর অথচ অবিকারী এবং দেশ কালেতে সীমা রহিত বেদবাদি পণ্ডিতবর্গ দিবারাত্র হৃদয়ে ভাবনা করেন যে এই প্রকার পরমাত্মা আমি সেই পদার্থ ॥ ৪৪ ॥

এবংসদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা বিচারমাণস্যবিশুদ্ধ ভাবনা। হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈঃ রসায়নং যদ্বদুপাসিতংরুজঃ॥ ৪৫॥

এবং ভাবনায়াঃ ফলমাহ এবমিতি। উক্তরীত্যা সদা আত্মানং অখণ্ডিতাত্মনা বিষয়ানাকৃষ্টচিত্তেন বিচারমাণস্য ধ্যায়তঃ ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ চরমাণএবচারমাণঃ স্বার্থেহণ্ বিশুদ্ধভাবনা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তেরুদেতীতি-শেষঃ সাচোদিতা কারকৈর্দেহান্তরপ্রাপককর্ম্মভিঃ সহা-বিদ্যামচিরেণ শীঘ্রমেবহন্যাৎ যথোপাসিতংরসায়নং-রুজো হন্যাৎতদ্বৎ ॥ ৪৫।

এই প্রকার ভাবনার ফল কহিতেছেন বিষয়ভাবনা রহিত চিত্ত দ্বারা এই উক্ত রীতিক্রমে আত্মাকে এই প্রকার বিচার করিলে পরব্রহ্মস্বরূপ মনের বৃত্তি উৎপন্না হইয়া দেহান্তরের জনক কর্ম্মের সহিত অবিদ্যাকে শীঘ্র বিনাশ করে যেমন রসায়ন ঔষধ সেবন মাত্রে রোগ নষ্ট করে তাদৃশ ॥ ৪৫ ॥

বিবিক্তআসীনউপারতেন্দ্রিয়োবিনির্জ্জিতাত্মা-বিমলান্তরাশয়ঃ। বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো-বিজ্ঞানদৃক্‌কেবলআত্মসংস্থিতঃ॥ ৪৬॥

অত্রধ্যানেতিকর্ত্তব্যতামাহ বিবিক্ত ইতি। নির্জ্জনে ইত্যর্থঃ আসীনো যথোচিতপদ্মাসনাদ্যুপবিষ্টঃ উপা-

রতেন্দ্রিয়ঃ নিবৃত্তব্যাপারেন্দ্রিয়ঃ তেন শমদমাদিসম্পন্নঃ বিনির্জ্জিতাত্মা প্রাণায়ামাদিনানির্জ্জিতান্তঃকরণ অতএব বিমলান্তরাশয়োবিশুদ্ধচিত্তঃ বিজ্ঞানদৃক্ বিজ্ঞানেএবদৃক্ ভামংযস্যাসঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যভানরহিতঃ অনেননির্বিকল্পকস-মাধিরুক্তঃ অনন্যসাধনঃ তত্ত্বজ্ঞানাতিরিক্তমুক্তিসাধনা-স্তিত্বভ্রমরহিতঃ কেবলোঽসঙ্গ আত্মসংস্থিতঃ আত্মন্যেব সংস্থাসমাপ্তিঃ সংজাতা যস্যসঃ তেন নকদাপি বিষয়ান্তর সচঞ্চারবচ্চিত্তঃ বিভাবয়েৎ ধ্যায়েৎ ।। ৪৬ ।।

এই ধ্যানের অঙ্গ কহিতেছেন নির্জ্জনে যোগশাস্ত্রো-ক্ত পদ্মাসনাদি যে কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের ব্যাপাররহিত অর্থাৎ শমদমাদি সম্পন্ন হইয়া প্রাণামায়াদি দ্বারা অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়া নির্ম্মল মনে বিজ্ঞানমাত্রে দৃষ্টি রাখিয়া অন্য দ্রষ্টাকি দৃশ্যরূপ এই জগৎ এসমস্ত বিষয়ে ভানরহিত অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিযুক্ত হইয়া অনন্য সাধন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির সাধন অপর কিছু আছে এমত ভ্রম রহিত হইয়া সঙ্গ রহিত এবং আত্মাতেই সর্ব্বসমাপ্তি এরূপ জানিয়া অর্থাৎ কোন প্রকারে বিষয়ান্তরে মন নারাখিয়া ধ্যান করিবে ।। ৪৬ ।।

বিশ্বংযদেতৎপরমাত্মদর্শনং বিলাপয়েদাত্মনি

সর্ব্বকারণে। পূর্ণশ্চিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে নবেদবাহ্যং নচকিঞ্চিদান্তরং ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চযদেতৎ ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানং বিশ্বং পরমাত্মা দর্শনং ভাসকো য়স্য তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি-শ্রুতেঃ। তৎসর্ব্বকারণে মায়াসন্নিধানাৎ সর্ব্বোপাদানত্বে-নাভিমতে আত্মনি বিলাপয়েৎ উপাদানসত্তাব্যতিরেকেণ কার্য্যসত্তাং নপশ্যেৎ তাদৃশস্য লক্ষণমাহ সপূর্ণঃ অবাপ্ত সমস্তকামঃ তস্যকাম্যাভাবাৎ চিদানন্দময়ঃ তদ্রূপোঽব-তিষ্ঠতে বাহ্যমান্তরঞ্চদৃশ্যং ন জানাতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনা-দিতিভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

ধ্যানানন্তর কর্ত্তব্য কহিতেছেন পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানরূপ জগৎকে সর্ব্বজগতের উপাদান কারণ আত্মাতেই লয় করিবে যেমন ঘটাদির প্রতি উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের উপাদান কারণ সুবর্ণ তাদৃশ জগতের উপাদান আত্মা যেমন ঘটাদি ও কুণ্ডলাদি ক্ষণিকরূপ অসত্য মৃত্তিকা সুবর্ণই সত্য তাদৃশ জগতের উপাদান কারণ পরমাত্মা ব্যতিরেকে কার্য্যপদার্থ যে জগৎ তাহা অসত্য জানিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেনা, এতাদৃশ ব্যক্তির লক্ষণ কহিতেছেন, সেই পূর্ণ অর্থাৎসমস্তকামনাপ্রাপ্ত এবং

জ্ঞানানন্দময় হইয়া রহে অন্তর্বাহ্য কিছু জানিতে পারেনা সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করে মাত্র॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়েদোঙ্কারমাত্রং সচরাচরং জগৎ। তদেববাচ্যং প্রণবোহিবাচকো বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্নবোধতঃ॥ ৪৮॥

সমাধিসিদ্ধেঃ পূর্ব্বংযৎকর্ত্তব্যং তদাহ পূর্ব্বমিতি। সমাধেঃ সকলবিষয়ব্যাসঙ্গনিবৃত্তিপূর্ব্বকং ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ সমাধিস্তুতঃপূর্ব্বং অখিলং সচরাচরং জগৎ ওঁকার মাত্রং বিচিন্তয়েৎ ওঁকারোমীয়তেঽনয়েতি মাত্রাপ্রমাণং বোধকত্বেনপরিচ্ছেদকোযস্য তথা জানীয়াৎ তদেববিবৃণোতি জগদেবেত্যর্থঃ প্রণবোবাচকোবিভাব্যতে এতদ্ধিপ্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ইয়ং ভাবনাঽজ্ঞানবশাদেব ন বোধতঃ বোধো নির্বিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তদুত্তরং নেত্যর্থঃ তস্য সর্ব্ববৃত্ত্যুপমর্দকত্বাৎ॥ ৪৮॥

সমাধিসিদ্ধির পূর্ব্ব কর্ত্তব্য কহিতেছেন সকল বিষয় চিন্তানিবৃত্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ অন্তঃকরণের যে চিন্তা তাহার নাম সমাধি তাহার পূর্ব্বে সমুদায় চরাচর জগৎকে ওঁকার স্বরূপ চিন্তা করিবে এই জগতের প্রমাণ অর্থাৎ বোধক ওঁকার হইয়াছে এমত জানিবে, এই জগৎ বাচ্য প্রণব ইহার বাচক কিন্তু এই যে প্রসিদ্ধ ভাবনা জ্ঞানের পূর্ব্বে অজ্ঞানাধীন হয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম

সাক্ষাৎকার যে জ্ঞান তাহার পর এতাদৃশ বুদ্ধি হয় না, যেহেতু সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অন্য সকল জ্ঞান নষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

অকারসংজ্ঞঃপুরুষোহিবিশ্বকোহ্যুকারকস্তৈজস ঈর্য্যতেক্রমাৎ । প্রাজ্ঞোমকারঃপরিপঠ্যতেহখিলৈঃ সমাধিপূর্ব্বংনতুতত্ত্বতোভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

উক্তমর্থংবিবৃণোতি অকারেতি। অকারসংজ্ঞস্তদ্বাচ্যঃপুরুষোহিবিশ্বকোবিশ্বএব বিশ্বকঃ বিশ্বশব্দেন পরিভাষিতোহয়ংজাগ্রৎসাক্ষীবিরাট্ ততঃ স্বপ্নসাক্ষী তৈজসস্তেন পদেনপরিভাষিতো লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ উকারপ্রতিপাদ্য ঈর্য্যতে। ততঃসুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞপদবাচ্যোমায়োপাধিকমকারস্তদ্বাচ্যঃ পরিপঠ্যতেহখিলৈর্ব্বেদৈঃইয়ং ভাবনা সমাধেঃপূর্ব্বমেব নতুতত্ত্বতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকারেসতিনভবেৎ সর্ব্বস্য ব্রহ্মণি প্রবিলয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

প্রণবার্থ বিস্তার কহিতেছেন অকার প্রতিপাদ্য পুরুষের নাম বিশ্ব তিঁনি জাগ্রৎ সাক্ষী বিরাট্ উকারপ্রতিপাদ্য পুরুষের নাম তৈজস তিঁনি স্বপ্নসাক্ষী লিঙ্গদেহাভিমানীহিরণ্যগর্ভ জানিবে পরে মকারেরবাচ্য পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ তিঁনি সুষুপ্তিসাক্ষী. মায়োপাধিক সমুদায় বেদে এই প্রকার কহিয়াছেন কিন্তু এই ভাবনা

সমাধির পূর্ব্বে করিবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর সকলি ব্রহ্মময় দেখিবে ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়েদুকারমধ্যে বহুধা-ব্যবস্থিতং। ততোমকারে প্রবিলাপ্যতৈজসং দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্যচান্তিমং ॥ ৫০ ॥

অথবিলাপনপ্রকারমাহ দ্বাভ্যাং বিশ্বংত্বিতি। উকার-মধ্যে বহুধাব্যবস্থিতং স্থূলদেহানিবন্ধনস্থূলভোগাভিমানে-নস্থিতং বিশ্বংপুরুষংতদ্বাচকমকারঞ্চ বিলাপয়েৎতৎকার্থে বিলীনংভাবয়েৎ ততস্তৈজসংলিঙ্গদেহাভিমানিপুরুষং তদ্বাচকংপ্রণবদ্বিতীয়বর্ণংউকারংবিলীনবিশ্বকং মকারেবি-লীনংভাবয়িত্বা ॥ ৫০ ॥

লয়ের প্রকার দুইশ্লোকে কহিতেছেন বহুপ্রকার দৃষ্ট স্থূলদেহে ভোগাভিমানিরূপে স্থিত যে বিশ্বপুরুষ এবং তাহার বাচক অকারকে উকারমধ্যে লীন ভাবনা করিবে পরে লিঙ্গদেহাভিমানী তৈজসপুরুষ এবং তাহার বাচক যে উকার যাহাতে বিশ্ব লয় পাইয়াছে সেই প্রণবের দ্বিতীয় বর্ণ উকারকে মকারে লীন ভাবিয়া ৫০ ॥

মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহকারণং। সোহহংপরংব্রহ্মসদাবিমুক্তিমদ্বিজ্ঞানদৃঙ্মুক্তউপাধিতোহমলঃ ॥ ৫১ ॥

ততস্তাদৃশংমকারংতদ্বাচ্যংপ্রাজ্ঞঞ্চ কারণং কারণত্বা-ভিমানিনং পুরুষংইহাত্মনি চিদ্‌ঘনেপরে বিলাপয়েৎতথা ভাবয়েৎ ততঃসোহহংসর্ব্ববিলাপাধিষ্ঠানংপরংব্রহ্ম বিভাবয়েৎতদ্বিশিনষ্টি সদাবিমুক্তিমৎ নিত্যমুক্তং নম্বহংপদার্থস্য রাগদ্বেষাদিমলিনস্য কথংব্রহ্মত্বভাবনা ইত্যাশঙ্ক্যাহংপ-দার্থংবিশিনষ্টি উপাধিতোমুক্তঃ অতএবামলঃতথাভাবনে সাধনে বিজ্ঞানদৃক্‌নিদিধ্যাসনংব্রহ্মমাত্রপ্রত্যয়াবিচ্ছেদরূ-পংদৃক্‌ তৎসাক্ষাৎকারসাধনংযস্যসঃ ॥ ৫১ ॥

তদনন্তর তাদৃশ মকার এবং তদ্বাচ্য কারণত্বাভি-মানি প্রাজ্ঞ পুরুষকে নিবীড় জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে বিলীন ভাবিয়া সর্ব্ববিলাপের অধিষ্ঠান নিত্যমুক্ত পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে ভাবনা করিবে যদিবল রাগ দ্বেষাদি মলিন অহং পদার্থের ব্রহ্মত্বভাবনা কিপ্রকার সম্ভবে তাহাতেই কহিতেছেন আমি সর্ব্বউপাধি অর্থাৎ নামাদি হইতে মুক্ত এবং অতি নির্ম্মল এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করণে সাধনবিশিষ্ট ॥ ৫১ ॥

এবংসদাজ্ঞাতপরাত্মভাবনঃস্বানন্দতুষ্টঃপরিবিস্মৃ-তাখিলঃ। আস্তেসনিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ সাক্ষাদ্বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ॥ ৫২ ॥

এবং ভাবনাবতোলক্ষণমাহ এবমিতি। উক্তপ্রকারেণ সদাজ্ঞাতা পরাত্মনৈব ভাবনা যস্য সঃ পরিবিস্মৃতমখিলং

পুত্রদেহাদি যেন সঃ অতএব স্বরূপানন্দেনৈব তুষ্টঃনতু-
বিষয়ানন্দে তস্যপরিণামেদুঃখরূপত্বাৎততোবিরক্তইত্যর্থঃ
সাক্ষাৎ নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ সাক্ষাৎ ঔপাধিকনাম
রূপভেদরাহিত্যেন নিত্যং অখণ্ডিতং আত্মস্বরূপংযৎ সুখং
প্রকাশশ্চ তদ্রূপঃ এবং রূপোবিমুক্তোজীবন্মুক্তঃ অচলং
বারিযস্য তাদৃশসিন্ধুবদাস্তে বিষয়সম্বন্ধরূপলহরীরহিত-
শ্চাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

এই প্রকার ভাবনাবানের লক্ষণ কহিতেছেন উক্ত
প্রকারে সর্ব্বদা পরাত্মার ভাবনা জানিয়া পুত্র দার
দেহাদি সমুদায় বিস্মরণ পূর্ব্বক পরিনামে দুঃখদায়ক
বিষয়সুখে বিরক্ত হইয়া স্বরূপানন্দে তুষ্ট হয় এবং
নামরূপভেদ রহিত হইয়া অখণ্ডিত আত্মস্বরূপ যে সুখ
এবং যেপ্রকাশ তদ্রূপ জীবন্মুক্তো হইয়া তরঙ্গহীন সমু-
দ্রের ন্যায় থাকে অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধ রূপ লহরীরহিত
হয় ॥ ৫২ ॥

এবংসদাভ্যস্তসমাধিযোগিনোনিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়
গোচরস্যহি ! বিনির্জ্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যোভবেয়ং জিতষড়্গুণাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

ঈদৃশস্যমৎপ্রাপ্তির্ভবত্যেবেত্যাহ এবমিতি। উক্ত প্রকা-
রেণসদাভ্যস্তসমাধের্যোগিনঃ নিবৃত্তাঃসর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং
গোচরাবিষয়াঃশব্দাদয়োযতস্তস্য বিনির্জ্জিতাঅশেষরিপ

ঽংকামাদয়োযেনতস্য তজ্জয়েন বিষয়েষন্তঃকরণাপ্রবৃত্তিঃ সূচিতা অতএব সর্ব্বজ্ঞত্ব নিত্যতৃপ্তত্ব বোধরূপত্ব নিত্যত্বা লুপ্তত্বানন্তরূপত্বাদিকাঃ ষড়্গুণাযস্য তাদৃশ আত্মা জিতো-বশীকৃতোযেন তস্য সদা দৃশ্যোভবেয়ং এতেনমদ্ভক্তস্য যোগিনোঽহংদৃশ্যোভবেয়ং নত্ত ভক্তিবিমুক্তস্যেতিসূ-চিতং ॥ ৫৩ ॥

এইপ্রকার সর্ব্বদা সমাধি যোগাভ্যাসী অথচ সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের বিষয় যেরূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ তাহাতে নিবৃত্ত এবং কামক্রোধাদি জয়দ্বারা বিষয়ে অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি রহিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব নিত্যতৃপ্তত্ব বোধরূপত্ব নিত্যত্ব অলুপ্তত্ব অনন্তরূপত্ব এই ছয়গুণযুক্ত আত্মাকে অন্তঃকরণমধ্যে বশীভূত করিয়াছে অথচ আমার ভক্ত যে যোগী আমি তাহার সর্ব্বদা দৃশ্যহই অর্থাৎ সেব্যক্তি আমাকে সর্ব্বদা দর্শন করে আমাতে ভক্তিহীনের দৃশ্য নই ॥ ৫৩ ॥

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনিস্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্ত সমস্তবন্ধনঃ। প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জ্জিতো ময্যে-বসাক্ষাৎ প্রবিলীয়তেততঃ ॥ ৫৪ ॥

এবংবিধোজীবন্মুক্তঃপ্রারব্ধবশেনাভিমানহীনোভো-গানশ্নন্তিষ্ঠেৎ ততোময্যেব বিলীয়তে মদ্রূপোভবতী-ত্যাহ ধ্যাত্বৈবমিতি ॥ ৫৪ ॥

এইপ্রকার দিবারাত্র আত্মধ্যানদ্বারা সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অভিমানশূন্য হইয়া প্রারব্ধ বশতঃ যদিওবিষয় ভোগ করে তথাপি পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি আমাতে লয়পায় অর্থাৎ আমার স্বরূপ হয় ॥ ৫৪ ॥

আদৌচ মধ্যেচ তথৈবচান্ততোভবং বিদিত্বাভয় শোক কারণং। হিত্বাসমস্তং বিধিবাদচোদিতং ভজেৎস্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাং॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষয়াহয়মেবধর্ম্মোজ্যায়ানিত্যাহ আদৌচেতি। ভবং সংসারং আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বথা ভয়শোকযোঃ কারণং বিদিত্বা তৎকারণীভূতং বিধিবাদৈর্যজেতেত্যাদিভিশ্চোদিতং বোধিতং সমস্তং কর্ম্মমার্গং কাম্যং হিত্বা অখিলাত্মনাং জীবানাং স্বরূপভূতং আত্মানং পরমেশ্বরং ভজেৎ। যথা ধনস্যার্জ্জনেনাদৌদুঃখং মধ্যে পালনকৃতং তত্ররাজাদিকৃতং ভয়ং অন্তে নাশে শোকপর্য্যবসায়িদুঃখমেবংপদার্থমাত্রে দ্রষ্টব্যং। ৫৫ ॥

ধনোপার্জ্জনসময়ে প্রথমতঃ দুঃখ মধ্যে ধনের পালনরূপ দুঃখ এবং রাজচৌরাদি হইতে ভয় অন্তে ধননাশকালে শোক এইরূপ সকল জন্য পদার্থ ম্যাত্রেই দেখিবে অতএব ভব যে সংসার সে আদি মধ্য অন্তে ভয় শোকের কারণ জানিয়া বিধি বোধিত সমস্ত কাম্য কর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া সমুদায় জীবের স্বরূপ ভূত আত্মাকে

অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ভজনা করিবে এই ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে ॥ ৫৫ ॥

আত্মন্যভেদেনবিভাবয়ন্নিদং ভবত্যভেদেনময়াত্মনাতদা। যথাজলংবারিনিধৌযথাপয়ঃক্ষীরেবিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলেযথানিলঃ ॥ ৫৬ ॥

ময্যভেদভাবনয়ানামরূপাবিভাগেনমদ্রূপএবভবতীত্যমুমর্থংসদৃষ্টান্তমাহাত্মনীতি। আত্মনি সর্ব্বাধিষ্ঠানে ময়ি ইদংস্বস্বরূপংজীবং অভেদেন বিভাবয়ন্ যদাতিষ্ঠতীতিশেষঃ। তদাত্মনাপরমেশ্বরেণাভেদেনভবতি তত্র দৃষ্টান্তঃ যথাসমুদ্রেপ্রবিষ্টং নদ্যাদিজলং সমুদ্রএব যথাক্ষীরেগবাদিক্ষীরে প্রক্ষিপ্তংপয়ঃক্ষীরমেব যথা ব্যোম্নিমহাকাশে ঘটাবচ্ছিন্নাকাশোঘটাদিভঙ্গে যথা চর্ম্মভস্ত্রিকাদ্যবচ্ছিন্নোবায়ুরনিলে মহাবায়ৌ নামরূপাবিভাগেনৈকীভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৫৬॥

আমাতে অভেদ ভাবনা দ্বারা নামরূপ শূন্য হইয়া আমার স্বরূপ হয় এই অর্থ দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন। সকলের অধিষ্ঠান রূপ আত্মা যে আমি আমাতে আপনার স্বরূপ জীবকে অভেদে ভাবনা যখন করে তৎক্ষণাৎ আত্মার সহিত অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত অভেদ হয় যেমননদ্যাদির জল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্র হয় যেমন গবাদিদুগ্ধে দুগ্ধপ্রক্ষেপ করিলে দুগ্ধই হয় যেমন ঘটাদি

ভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে ঐক্য হয় যেমন কর্ম্ম-কারপ্রভৃতিদের চর্ম্মযন্ত্রের বায়ু মহাবায়ুতে মিলিত হইয়া নামরূপরহিত একমাত্র হয় তদ্রূপ জানিবে ॥ ৫৬॥

ইত্থংযদীক্ষেতহিলোকসংস্থিতোজগন্মৃষৈবেতি-বিভাবয়ন্মুনিঃ। নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো-যথেন্দুভেদোদিশিদিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ॥ ৫৭॥

এবমাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য জগৎসত্যত্বভ্রমঃস্বতএবাপৈতীত্যাহ ইত্থমিতি। হি অপ্যর্থে লোকসংস্থিতোঽপি জীবন্মুক্তি দশায়াং প্রারব্ধবশাল্লোকব্যবহারংকুর্ব্বন্নপি জগন্মৃষৈ বেতি বিভাবয়ন্ সন্ যদি যদা ইত্থমীক্ষেত ঐকাত্ম্যং জানীয়াৎ তদানিবৃত্তজগৎসত্যত্বভ্রমোভবতীতিশেষঃ। অত্রহেতুঃশ্রুতিযুক্তিমানতোনিরাকৃতত্বাৎ অতোঽন্যদা-র্ত্তমিত্যাদিশ্রুতিরূপাজ্জগন্মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ শুক্তিরজত-বদিতি তদ্রূপবৃংহিতানুমানরূপযুক্তিরূপাম্মানতঃ প্রমাণ-তোনিরাকৃতত্বাৎতত্রদৃষ্টান্তঃ যথেন্দুভেদঃ একচন্দ্রেদ্বিচ-ন্দ্রত্বভ্রমস্তদেকত্বজ্ঞানেন নিবর্ত্ততে যথাদিশিপ্রাচ্যাদৌঅ-ন্যদিগ্‌ভ্রমঃ সোঽপিতত্ত্বজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে এবংভ্রমতঃপুরু-ষস্যদিক্ষুভ্রমণে ভ্রমনিকটবর্ত্তিবৃক্ষাদৌচ ভ্রমণভ্রমস্তৎ-স্থৈর্য্যজ্ঞানেন নিবর্ত্ততে তদ্বৎ॥ ৫৭॥

এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ যে ব্যক্তি তাহার জগতের প্রতি সত্যত্বভ্রম স্বয়ং দূরীকৃত হয় তাহা কহিতেছেন জীব-

অ্ যুক্তিদর্শাতে লোক ব্যবহার কর্ম্ম করিলেও জগৎ মিথ্যা এই নিশ্চয় ভাবনা পূর্ব্বক জীব পরমাত্মার ঐক্য যেক্ষণে বোধ হয় তৎক্ষণাৎ জগতের সত্যত্বভ্রম রহিত হয় তাহাতে হেতু শ্রুতি এবং দৃশ্যত্বপ্রযুক্ত জগৎ মিথ্যা শুক্তিতে রজতভ্রমসদৃশবর্দ্ধিষ্ণুঅনুমানরূপ যুক্তিরূপ প্রমাণ এবিষয়ে দৃষ্টান্ত যাদৃশ একচন্দ্রে চন্দ্রদ্বয় ভ্রম কিন্তু একত্বজ্ঞান হইলে তাহা নিবৃত্ত হয় এবং পূর্ব্বাদি দিগ্‌কে অন্যদিগ্‌ভ্রম যথার্থজ্ঞানে তাহা নিবৃত্ত হয় এবং ভ্রমণ বিশিষ্ট পুরুষের দিগ্‌ভ্রমণকালে জ্ঞান হয় নিকটবর্ত্তি বৃক্ষাদি ভ্রমণ করিতেছে স্থৈর্য্য জ্ঞানহইলেই তাহার নিবৃত্তি হয় তদ্রূপ ॥ ৫৭ ॥

যাবন্নপশ্যেদখিলং মদাত্মকং তাবন্মদারাধন-তৎপরোভবেৎ । শ্রদ্ধালুরত্যূর্জ্জিতভক্তিলক্ষণোযস্ত-স্যদৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮ ॥

ঈদৃশজ্ঞানে মদারাধনমেবোপায় ইত্যাহযাবদিতি । অখিলং জগৎ মদাত্মকং মদধিষ্ঠানকং মদ্বিবর্ত্তভূতং যাবন্নপশ্যেৎ তাবত্তৎপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধালুঃভগবদারাধনমেবজ্ঞান-প্রাপকমিত্যত্রদৃঢবিশ্বাসবান্ অতিশয়েন উর্জ্জিতা বৃদ্ধি-মতী ভক্তির্ময়ি ভগবতি পূজ্যতাবুদ্ধিরূপা চিহ্নংলক্ষণং যস্যাসঃ তাবন্মদারাধননিষ্ঠোভবেৎ এবং হি তস্য হৃদি

অহর্নিশমহংদৃশ্যোভবামি যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈ-
বভজাম্যহমিতিস্মৃতেঃ ॥ ৫৮ ॥

এতাদৃশ জ্ঞানের উপায় কেবল আমার আরাধনা ইহাই কহিতেছেন সমুদায় জগতের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আধার আমি এই জগৎ আমার বিবর্ত্তভূত মৃত্তিকার বিবর্ত্ত ঘটাদি যাদৃশ তাদৃশদর্শন যেপর্য্যন্ত নাহয় সেই পর্য্যন্ত তৎপ্রাপ্তি নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অর্থাৎ ভগবদারাধন মাত্র জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু এতাদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এবং আমি যে ভগবান্ আমাতে পূজ্যতা বুদ্ধিরূপ ভক্তি অর্থাৎ অতিবর্দ্ধিষ্ণুভক্তিবিশিষ্ট হইয়া আমার আরাধন বিষয়ে তৎপর হইবে এতাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে দিবারাত্র আমি দৃশ্যহই অর্থাৎ সেব্যক্তি আমার দর্শন সর্ব্বদা করে এই ভাবার্থ ॥ ৫৮ ॥

রহস্যমেতচ্ছ্রুতিসারসংগ্রহং ময়াবিনিশ্চিত্যত-
বোদিতংপ্রিয়। যস্ত্বেতদালোচয়তীহবুদ্ধিমান্ সমু-
চ্যতে পাতকরাশিভিঃক্ষণাৎ॥ ৫৯ ॥

স্বোক্তবচনজাতস্যশ্রুতিসমত্বকথনেনতদালোচনমপি-
মদারাধনপ্রতিবিম্বক দুরিতধ্বংসোপায়ইত্যাহরহস্যমিতি।
শ্রুতিসারসংগ্রহত্বেনাতিগোপনীয়তা অপ্রমাণশঙ্কা কল-
ঙ্করাহিত্যঞ্চসূচিতং আলোচয়তি সম্যগ্বিচারয়তি ॥ ৫৯ ॥

ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি কহিতেছেন হে-প্রিয় তোমাকে নিশ্চয় পূর্ব্বক যে বচনসমূহ কহিলাম এইবচন সমুদায় বেদের সারসংগ্রহস্বরূপ এতদ্বিষয়ের আলোচন যে তাহাও আমার আরাধন প্রতিবিম্বরূপ হইয়া পাপধ্বংসের উপায় হয এবং বেদসংগ্রহকথন দ্বারা জানাইলেন যে অতি গোপনীয় এবং অপ্রমাণ শঙ্কারহিত যে ব্যক্তি এই উক্ত বাক্যের সুবিচার করে সে সুবুদ্ধিমান্ এবং রাশিরাশি পাপহইতে মুক্তহয় ॥ ৫৯ ॥

ভ্রাতর্যদীদংপরিদৃশ্যতেজগন্মায়ৈবসর্ব্বংপরিহৃত্যচেতসা। মদ্ভাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃসুখীভবানন্দময়োনিরাময়ঃ॥ ৬০ ॥

অথভগবানুক্তমেবার্থংসংক্ষেপেণদার্ঢ্যায় পুনরাহ ভ্রাতরিতি। যদীতি যদিত্যর্থে যদিদংজগৎপরিদৃশ্যতেতৎসর্ব্বংমায়ৈব জ্ঞাপ্যতে ইতিশেষঃ। চেতসাসর্ব্বংপরিহৃত্য তত্রৌদাসীন্যংকৃত্বা মদ্ভাবনয়াভাবিতং শুদ্ধংমানসংযস্য তদ্দৃশস্তিষ্ঠেত্যুপদিশ্যাশিষঃ প্রাহ নিরাময়ঃসন্সুখী ভব সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তোভবিভাবঃ ততোহন্তরঙ্গামন্যামাহ আনন্দময়োভব তদ্রূপোভবইত্যর্থঃ যদ্যপিপূর্ব্বমানন্দরূপত্বমস্ত্যেব তথাপি তৎপ্রাপ্তির্বিস্মৃতকণ্ঠভূষণপ্রাপ্তিবৎ॥ ৬০ ॥

ভগবান্ রামচন্দ্র উক্ত বাক্যের দৃঢতা নিমিত্ত পুনরায় সংক্ষেপে কহিতেছেন হে ভ্রাতঃ এই যে জগদ্ভৎকে

দর্শন করিতেছ এসমুদায় মায়ামাত্র জানিবে অতএব বুদ্ধিদ্বারা জগতে ঔদাসীন্য করিয়া অর্থাৎ হেয়োপাদেয় বুদ্ধি রহিত করিয়া আমার ভাবনা দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া বাস করহ এই উপদেশ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ কহিতেছেন নিরুপদ্রব হইয়া সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক সুখীহও ততোধিক আশীর্ব্বাদ আনন্দস্বরূপ হও যদ্যপি পূর্ব্বাবধি আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত আছ তথাপি বিস্মৃতকণ্ঠভূষণ প্রাপ্তির ন্যায় প্রাপ্ত হও ॥ ৬০ ॥

যঃসেবতে মামগুণংগুণাৎপরং হৃদাকদাবাযদিবাগুণাত্মকং। সোহহংস্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃস্পৃশন্পুনাতিলোকত্রিতয়ং যথারবিঃ॥ ৬১॥

এবং রীত্যাস্বোপাসকস্য লোকপাবনত্বমাহ যইতি। কদাবা যদাকদাচিদিত্যর্থঃ। হৃদানির্ম্মলেনান্তঃকরণেন যোমামগুণংপ্রাকৃতসত্বরজস্তমোরূপগুণরহিতং সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ অতএব গুণাৎপরং গুণাদব্যাকৃতাৎপরংমায়াতীতং যদিবা যদ্বেত্যর্থেগুণাত্মকংসর্ব্বজ্ঞত্বাদি লোকোত্তর লাবন্যাদিগুণবানাত্মামূর্ত্তির্যস্যতংদৃশ্যমানংরূপং সেবতে সতদ্বিধোপ্যুপাসকঃ অহংমৎস্বরূপংএব মামকইত্যর্থোবা প্রিয়োহিজ্ঞানিনোত্যর্থমহংসচমমপ্রিয়ইত্যুক্তেঃ। তাদৃশোভক্তঃস্বপাদলগ্নরেণুভিঃস্পৃশন্লোকত্রয়মপিপুনাতি-

অজ্ঞানধ্বান্তনিরসনেনপবিত্রীকরোতি যথা রবিঃস্বকরৈর্জ-
গদ্বিতিমিরীকরোতি তদ্বৎ ।। ৬১ ।।

এতাদৃশরীতিক্রমে স্বকীয় ভক্ত লোকপবিত্রকারক হয় তাহা কহিতেছেন সত্ত্বরজস্তমোরূপ প্রকৃতির এই গুণত্রয় রহিত সচ্চিদানন্দরূপ মায়াতীত যে আমি আমাকে যেকোন সময়ে নির্ম্মলান্তঃকরণ দ্বারা যদি সেবা করে অথবা গুণাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি এবং লোকাতীত সৌন্দর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান্ যে আমি এতাদৃশ দৃশ্যমান রূপকে সেবা করে তাদৃশ ভক্ত হইলেও সেব্যক্তি আমার স্বরূপ হয় কিম্বা আমার প্রিয়হয় সেভক্ত আত্মপাদরেণুদ্বারাস্পর্শ করিয়া অজ্ঞানরূপান্ধকার দূরী করণ পূর্ব্বক ত্রিলোক পবিত্র করে সূর্য্যদেব যাদৃশ স্বকীয় কিরণ দ্বারা জগতের অন্ধকার নাশ করেন তাদৃশ ।। ৬১

বিজ্ঞানমেতদখিলশ্রুতিসারমেকংবেদান্তবেদ্যর-
চনেন ময়ৈবগীতং। যঃশ্রদ্ধয়াপরিপঠেদ্গুরুভক্তি
যুক্তো মদ্রূপমেতিযদিমদ্বচনেষু ভক্তিঃ ।। ৬২ ।।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে উমামহেশ্বর সংবাদে পঞ্চমঃসর্গঃ ।।

ইদানীমেতদগ্রন্থালোচনাসমর্থস্যপাঠমাত্রতোঽপিম হৎফলমাহবিজ্ঞানমিতি। বিজ্ঞানংবিজ্ঞানজনকংকরণব্যুৎ পত্ত্যোতিবোধ্যং বেদান্তৈরুপনিষদ্বাক্যৈর্বেদ্যংরচনংজগ-

জ্জন্মাদি লক্ষণং কর্ম্ম যস্যাতেন ননুপাঠনমাত্রাদেতাদৃশম-হৎফলপ্রাপ্তিঃ কথমিত্যাশঙ্ক্য ভবত্যেবেতিসূচয়ংস্তত্রহেত্তু-মাহমদ্বচনেষু ভক্তির্বিশ্বাসোযদীত্যর্থঃ গুরুবাক্যবিশ্বা-সস্যৈবফলদায়কত্বাদিতিভাবঃ। ইতিশ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণ টীকায়াং পঞ্চমঃসর্গঃ ।। ৬২ ।।

সম্প্রতি এতদ্গ্রন্থার্থ বিচারাসমর্থ ব্যক্তির এই অধ্যায় পাঠ মাত্রেতেও মহৎ ফলপ্রাপ্তি হইবেক তাহা কহিতেছেন বেদান্তবাক্য অর্থাৎ উপনিষদ্বাক্য দ্বারা জ্ঞেয়জগতের সৃষ্টিস্থিত্যাদিরূপ কর্ম্মবিশিষ্ট যে আমি আমার কথিত বেদের সারভূত বিজ্ঞানজনক এই অধ্যায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যদি কেহ পাঠ করে সেব্যক্তিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেক যদি কহ যে পাঠমাত্র এতা-দৃশ মহৎ ফলপ্রাপ্তি কিপ্রকার সম্ভবে তাহাতে কহিতে-ছেন যদি আমার বচনে ভক্তি অর্থাৎ বিশ্বাস করে গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিলে অবশ্য ফলপ্রাপ্তি হয় এই ভাবার্থ ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণান্তর্গত উত্তরাকাণ্ডীয় শ্রীরাম গীতা সমাপ্তা ।। ওঁ তৎসৎ ।। ৬২ ।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো

জয়তি।

গোপীগীতা।
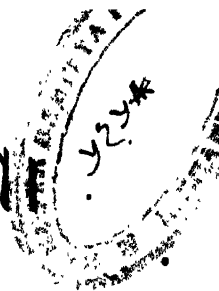
শারদীয় রাসে শ্রীনন্দনন্দন অদর্শনে গোপিনীগণের

গীতীচ্ছন্দে আক্ষেপোক্তি।

" শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমধুর স্বরতালাদি সৌরভা। „

" গোপীগীতাম্বুজশ্রেণী কৃষ্ণান্যাকর্ষিণী বভৌ।। „

সংস্কৃত

মূল শ্লোকাঃ স্বামী এবং চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

মূলশ্লোকার্থঃ

মনোহর বিবিধ ছন্দবন্ধে বিরচিত।

কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

আহীরীটোলা ৯ নং বাটী।

শকাব্দাঃ ১৭৮০।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ
জয়তি।

গোপীগীতা।

শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যগ্রচিত্তা গোবিন্দবল্লভাঃ।
ভগবন্তং প্রগায়ন্তী র্ভজে গোকুলনায়িকাঃ॥
কৃষ্ণৈক গম্যোবাগর্থো যাসাং লেখিতু মিষ্যতে।
ক্ষন্তাপরাধং দেব্যস্তা ভক্তিং তন্বন্তু মে নিজাং॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসরাজ। জয় রাসেশ্বর সহ গোপিকা সমাজ॥ সকল বৈষ্ণবগণে আমার প্রণাম। যাঁদের কৃপায় হয় পূর্ণ মনস্কাম॥ মনে অভিলাষ গোপীগীতি ব্যাখ্যা করি। কৃষ্ণভক্তকৃপা বিনা শক্তি নাহি ধরি॥ কৃষ্ণ মাত্র গম্য হয় গোপিকার বাণী। আমি মূঢ় ছারমতি কি বর্ণিতে জানি॥ ক্ষমা কর গোপীগণ করহ প্রসাদ। নিজ ভক্তি দিয়া মোর খণ্ড অপরাধ॥ ইচ্ছা হয় গীতীভাবে এই শ্লোকগণ। ব্যাখ্যা করি কিন্তু পাছে না হয় পূরণ॥ কেবল বৈষ্ণব কৃপা করিয়ে ভরসা। উঠিয়াছে লতা প্রায় মনে দীর্ঘ আশা॥ সাধু সব নিজ নিজ কৃপার বৈভবে। কহাইবে যেই রূপ সেমত হইবে॥ ইথে শ্রোতাগণ নাহি ভাবিবে বিরস। কব আমি হয়ে সাধু কৃপা পরবশ॥

শ্রীগোপিকা উচুঃ।

জয়তিতেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ, শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্ব-
দত্র হি। দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা, স্বয়িধৃতা
সবস্তাং বিচিন্বতে॥ ১॥

স্বামিকৃত টীকা।

একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ। কৃষ্ণমেবানুগায়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তে তদাগমং॥ জয়তীতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজঃ অধিকং যথাস্যাৎ তথা জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে যস্মাৎ ত্বমত্র জাতস্তস্মাদিন্দিরা লক্ষ্মীরত্র শ্রয়তে ব্রজমেবালঙ্কৃত্য বর্ত্ততে এবং ব্রজে সর্ব্বস্মিন্ মোদমানে তত্র তু তাবকা ত্বদীয়া গোপীজনা স্বয়ি ত্বদর্থমেব কথঞ্চিৎ ধৃতাসবঃ ধৃতা অসবো যৈস্তে ত্বাং বিচিন্বতে মৃগয়ন্তে অতস্ত্বয়া দৃশ্যতাং প্রত্যক্ষীভূয়তাং অস্মাভি র্ভবান্ দৃশ্যতামিতি বা যদ্বা এবং ত্বয়া দৃশ্যতাং এতে বিচিন্বত ইতি॥ ১॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

একত্রিংশে প্রেমমধুর স্বরতালাদি সৌরভা। গোপীগীতাম্বুজশ্রেণী কৃষ্ণান্যাকর্ষিণী বভৌ॥ সনাতনেভ্যঃ স্বামিভ্যঃ শ্রীগুরুভ্যোঃ নমো নমঃ। যদুচ্ছিষ্টৈক জীবাতু শ্চেষ্টে সংপ্রতি সংপ্রতি॥ পূর্ব্বং জগুরিত্যুক্তং তদেব কিমিত্যত আহ। গোপ্য উচুরিতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজো জয়তি সম্বন্ধিবিশেষানুক্ত্যা সর্ব্বেভ্যঃ এব লোকেভ্যঃ উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠলোকোঽপীদৃশ ইতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ অধিকং যথা স্যাত্তথা ইতি বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ এব ব্রজস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ইত্যর্থঃ। তল্লিঙ্গমপ্যাহুঃ। ইন্দিরা মহালক্ষ্মীঃ শশ্বৎ শ্রয়তে সেবতে শ্রিঞ্ সেবায়াং বৈকুণ্ঠে তু সা সেব্যত এবেত্যতো বৈকুণ্ঠাদপি ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধি সংপূর্ণ ইতিভাবঃ। এবং তদ্ধেতুক মহাসুখপরিপূর্ণেব্রজে ত্বৎপ্রেয়স্যোবয়মেব সর্ব্বলোকাদৃষ্ট শ্রুতচর পরমাসহ্যদুঃখং যদনুভবাম তস্মাত্ত্রাণং তাং ন প্রার্থয়ামাহ কিন্তে-কবারং দৃষ্ট্বা স্বনয়নে সফলয়েত্যাহুঃ। অত্র বৃন্দাবনে হি নিশ্চিতমেব দৃশ্যতাং কিং দ্রষ্টব্যং তাবকা জনা ত্বাং বিচিন্বতে ইতি।

কথমেতাবৎ সন্তাপকত্বোপেত্যান্ বিপদ্যত ইতি মাশংশঙ্কিষ্ঠা ইত্যাহুঃ ত্বয়িধৃতা অর্পিতা অসবো যৈস্ত্বয়ৈবোস্মাদিতৈ স্তে যদাস্মাকমসুনস্মা স্বেবাস্থাস্যন্ তদাতেষু বিরহানলদগ্ধেষু সৎসুবয়মেতাবৎ ক্ষণমৃত্বা সুখিস্থ এবা ভবিষ্যমেতি ত্বয়িতু স্বনাথে মহাসুখিনি তে সুখমেব বর্ত্তন্তু ইতি সুখমসুনাং সুখেসতিদেহা বিপদ্যন্তামিত্যত স্তবাস্মাদ্দুঃখদর্শনাত্মকং সুখং শাশ্বতিকমেবেতিভাবঃ। অত্র শ্লোকে প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরৈস্যেকং তথা প্রথমাক্ষর সপ্তাক্ষরয়োশ্চ এবমন্যেঽপি শ্লোকেষু প্রায়ঃকচিৎ কচিদস্তি তচ্চ মুক্তাফল টীকাকারৈর্বিবৃতং ॥ ১ ॥

শ্লোকার্থঃ। মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী।

শ্রীকৃষ্ণবিরহ বাড়ব আগুনে, দগ্ধমনা যত ব্রজাঙ্গনাগণে, দরদর ধারা বহিছে নয়নে, কহিছে কাতর ভাষেতে। মিলাইয়ে দিব্য রাগ তাল মান, গোপাঙ্গনাগণ করিতেছে গান, যাহা শুনি দ্রবে অয়স পাষাণ, কৃষ্ণ আগমন আশেতে॥ জয় জয় জয় জয় ব্রজরাজ, তব জন্মাবধি এব্রজসমাজ, মজিয়াছে মোদ সুধাসিন্ধু মাঝ, পশু পাখী আদি করিয়া। যে লাগিয়া রমা ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠ, তব দরশন আশে সমুৎকণ্ঠ, পরিহরি নিজ প্রিয়পতিকণ্ঠ, বেড়ায় ব্রজেতে ফিরিয়া॥ তাহে মোরা হয়ে তোমার কিঙ্করী, কেন অদর্শন হুতাশনে পুড়ি, ওহে প্রাণহরি নিঠুরতা ছাড়ি, দরশন দেহ সকলে। তব দেখামাত্র করি আকিঞ্চন, গোপিকার দেহে আছে হে জীবন, সেই নানা বন করি অন্বেষণ, দেখসিয়ে নেত্র যুগলে॥ ১॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎ, সরসিজোদর শ্রীমুষা
দৃশা। সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা, বরদ নিঘ্ন-
তোনেহ কিং বধঃ॥ ২॥

স্বামিকৃত টীকা।

অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহ্বীনাং বক্তৃত্বাদপরা আহারাত সর্ব্বশ্লোকেষ্ববতারণা। তথাপি সঙ্গতিরুচ্যতে তত্র ধিচিম্বস্তু নাম মম কিমিতিচেত্তত্রাহুঃ। শরদুদাশয় ইতি। শরদুদাশয়ে শরৎকালীন সরসি সাধুজাত সৎ সরসিজোদর শ্রীমুষা সাধুজাতং সম্যগ্জাতং যৎ সৎ সরসিজং

সুবিকসিতং পদ্মং তস্য উদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা-তয়া দৃশানেত্রেণ হে সুরতনাথ সম্ভোগপতে বরদ অভীষ্টপ্রদ অশুল্ক দাসিকা অমূল্যাদাসীর্নঃ নিঘ্নতোমারয়তস্তেতব তয়াক্রিয়মাণ ইহ-লোকেঽয়ং বধো ন ভবতি কিং শস্ত্রেণৈব বধোবধঃ। কিং দৃশা বধোবধো ন ভবতি। কিন্তু ভবত্যেব অতস্তব দৃশাপহৃতপ্রাণ প্রত্য-র্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি যথা সম্ভবং সর্ব্বত্র বাক্য শেষঃ ॥ ২ ॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

ননু কিমহং যুষ্মভ্যং দুঃখদিৎসামি যদেবং সূচয়থেতি তত্রত্ব-মস্মান্ খলুহংসোবেত্যাহুঃ। শরদিতি। দৃশৈব সুরতং নাথসি যা-চসে অথচ দৃশৈব বরদ মভীষ্ট সুখং দদাসি। অথচ তয়ৈব দৃশা প্রেমানলপুঞ্জ প্রক্ষেপিন্যাঃ নিঘ্নতোঽশুল্কদাসিকা অস্মান্মারয়ত স্তব-ইহ কিং ন বধঃ কিং শস্ত্রেণৈব বধোবধঃ দৃশাবধোবধ ন ভবতি অপিতু ভবত্যেব তস্মাৎ হে বরদ অভীষ্টং দদদেব অভীষ্টমৈহিকং পরত্রিকঞ্চ সুখং দাসি খাপয়সীত্যর্থঃ। কিঞ্চাস্মাসুতে স্বত্বঞ্চেদ্ভবতি তর্হি স্বধনং পালয় জ্বালয়বা ন দোষঃ। বয়ন্তু ত্বয়ান শুল্কেন ক্রীতা-নাপি পরিণয়েন গৃহীতাঃ কিন্তু শুল্কদাসিকাঃ বয়ং স্বয়মেব মৌ-ঙ্কোনা ভূমেত্যর্থঃ। তত্র তস্য মোহনোন্মাদন মহাচোর চক্রবর্ত্তী ত্বমেব হেতুং বদন্তোব দৃশং বিশিং সন্তি শরৎকালসম্বন্ধীয় উদাশয়ঃ গম্ভীর স্বচ্ছজলপূর্ন স্তড়াগ ইত্যর্থঃ। তত্র সাধুজাতং সাধুসময় প্রদেশ প্রকারতোজাতং সৎজাত্যাপ্যুত্তমং সৎ সরসিজং বিক-সিত পদ্মং তস্যোদরস্থাং শ্রিয়ং শোভা সম্পত্তিং মুষ্ণাতি চোরয়তীতি তয়েতি দৃশঃ সৌন্দর্য্য সৌরভ্য শৈত্যসৌকুমার্য্যান্যসাধারণান্যুক্তানি যা খলু তাদৃশং জলদুর্গমপ্যুল্লংঘ্য তাদৃশ সদভিজাতস্য সজ্জন স্যান্তঃপুরং প্রবিশ্য সম্পত্তিং চোরয়তি সাতবাদৃক্চৌরিকা কেনাপি মোহনোন্মাদনো ধূলিপ্রক্ষেপেণোন্মাদিতাভিরস্মাভিঃ স্বয়মেব দত্তং সুরতধনং নীত্বা তুভ্যং দদাবতএব পূর্ব্বমুক্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইত্যতো-বয়ং তয়া নির্দ্ধনীকৃত্য হতা এব ইতি পরস্সাহস্র স্ত্রীবধপাতকং ত্বয়া গৃহীত মেবেতি ধনিঃ অতঃ পাপান্ত্রীত্যাপি দর্শনং দেহীত্যনুধনিঃ ॥২॥

শ্লোকার্থঃ।——যদি বল ওহে কমলনয়ন, করে করুক গোপীগণে অন্বেষণ, তাহে প্রয়োজন মম কি এমন, দরশন দিতে সবারে।

তবে বলি শুন ওহে গুণাধার, গোপীজন মনো জীবন আধার, করি বার বার মিনতি অপার, মোরা সবে মেলি তোমারে ॥ শরদ উদিত স্বচ্ছ জলাশয়, তাহাতে সুজাত সরোজিনীচয়, সে শোভানিচয় নাশে সমুচ্চয়, যে তব নয়নকোণেতে। সে নয়নভঙ্গি করিয়া বিস্তার, হরিলে হে হরি প্রাণ গোপিকার, তবে কি প্রকার নিজ ব্যবহার, সাধু বলি মানো মনেতে ॥ যারা নাকি হয় সুখভাবে রত, তাহে উপতাপ দেওয়া কি সম্মত, মোরা গোপী যত অমূল্যেতে ক্রীত, দাসী তব হই সকলে। তবে বল দেখি ওহে বরপ্রদ, দাসীবধে কি হে নহে নারীবধ, ওহে গূঢ়মদ নিজ সুবিশদ, নাশ অপবাদ ভূতলে ॥ ২ ॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানল-
লাৎ। বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতোভয়া, দৃষভ তে বয়ং
রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ বহুভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃপয়া রক্ষিত্বা কিমিতীদানীং দৃশা মন্মথং প্রেন্যঘাতয়সীত্যাহুঃ। বিষেতি। হে ঋষভশ্রেষ্ঠ বিষময়াজ্জলাৎ যোঽপ্যয়ো বিনাশ স্তস্মাৎ তথা ব্যালরাক্ষসাৎ অঘাসুরাৎ বর্ষাৎ মারুতাচ্চ বৈদ্যুতানলাৎ অশনিপাতাৎ বৃষোঽরিষ্ট স্তস্মাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতোভয়াচ্চ কালিয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ কিমিদানীমুপেক্ষ স ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

কিঞ্চ জিঘাংসৈব চেৎ তব বর্ত্ততে তদা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদ্ভ্যঃ কিমিতি রক্ষিতাবধঃ খলুনুচিত এবেত্যাহুঃ। বিষময়াজ্জলাৎ যোঽপ্যয়ো নাশ স্তস্মাৎ। ব্যালরাক্ষসাদঘাসুরাৎ বর্ষাদিন্দ্রকৃত বৃষ্টেঃ। মারুতাৎ তৃণাবর্ত্তাৎ। বৈদ্যুতানলাৎ ইন্দ্রকর্ত্তৃক বজ্রক্ষেপাৎ। বৃষাদরিষ্টাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাৎ। বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতোভয়াৎ কালিয়দমনাদিনা হে বৃষভপুরুষশ্রেষ্ঠ স্বরক্ষণাদেব ত্বদেক প্রাণা বয়ং রক্ষিতাঃ বর্ষাদিভ্যস্তু সর্ব্বব্রজরক্ষণাদেব তদন্তঃপাতিত্বো বয়মপি রক্ষিতাঃ। অতএব রক্ষকে, ত্বয়ি বিশ্বস্য পঞ্চশর জ্বালো-

পশমার্থং বয়মাগতাঃ ত্বয়া তু ততোঽপি কোটিগুণিতয়া স্ববিরহানল-জ্বালয়া দংদহ্যাম ইতি বিশ্বস্তদ্ঘাতাদপি ত্বং ন বিভেষীতিভাবঃ। অত্র অরিষ্ট ব্যোমবধস্য ভাবিত্বেঽপি গর্গভাগুর্য্যাদি মুখতঃ কৃষ্ণজন্ম-পত্রাং শ্রবণস্য ভূতত্বেনৈব ভূতনির্দ্দেশঃ ॥ ৩॥

শ্লোকার্থঃ।——তুমি হও সর্ব্বপুরুষপ্রধান, নিরঙ্কুশকৃপা পীযূষ নিধান, মোসবার প্রাণ নানা মতে ত্রাণ, পূরবে করিলে আপনি। বিষময় বারি পিয়ে যে সময়, ব্রজশিশু সব পেয়েছিল ক্ষয়, অর্থ সুর-ভয় বৃষ্টি বায়ুচয়, নিবারিলে তেন অশনি॥ আর অতি দুষ্ট অরিষ্ট দানবে, ব্যোম আদি দৈত্য বিনাশিয়া সবে, আপন বৈভবে করি কৃপা লবে, রাখি নানা ভয় হইতে। এবে কেন এত নিদারুণ মনঃ, হয়ে দাসীজনে কর উপেক্ষণ, না জানি কারণ আশয় কেমন, নারী হয়ে নারি বুঝিতে॥ ৩॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্ত-রাত্মদৃক্। বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে, সখ উদে-য়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

অপিচ বিশ্বপালনায়াবতীর্ণস্য তব ভক্তোপেক্ষাঽত্যন্তমনুচিতেত্যাশ-য়েনাহুঃ। ন খলু ইতি। হে সখে ভবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদা-সুতো ন ভবতি কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী। নতু কিং দৃশ্যো ভবতি তত্রাহু· বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্ উদিত ইতি॥ ৪॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

অয়ি শশ্বদসমীক্ষ্যকারিণ্যো গোপাল্যস্ত্বিত্থং সর্ব্বানন্দকন্দোনন্দ-নন্দনোঽহং স্ত্রীবধপাতকী বিশ্বস্তঘাতী চ যুষ্মাভি নির্দ্ধারিতঃ। তদিতো নিঃসৃত্যরহসি কচিদেবং স্থাস্যামি যথা জন্মমধ্যে সকৃদপি মদ্দর্শনং ন প্রাপ্স্যসীতি তদীয় ভীষণোক্তি মাশঙ্ক্যানুতপ্তাস্তং প্রসাদয়িতুং স্তবন্তি। নেতি ভবান্ গোপিকানন্দনঃ খলু ন ভবতি কিন্ত্বখিল-

দেহিনামন্তরাত্মা অন্তঃকরণপ্রেরকঃ দৃগ্দ্রষ্টা চেত্যন্তর্যামী ভবতীতি ভাগুরী গার্গী পৌর্ণমাস্যাদি মুখাদশ্রৌষোত্ততো যথাস্মান্ প্রেরয়সি তথা ব্রূম ইত্যতো মাকুপ্য প্রসীদ। ত্বদাবির্ভাবকারণঞ্চ শ্রুতমিত্যাহুঃ বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং যদূনাং কুলে উদেয়িবান্ শ্রীযশোদাগর্ভোদয়শৈলাদাবির্ভূতঃ। নম্বেবং চেজ্জা-নীধ্বে তৎ কিমিতি রুক্ষং ব্রূধ্বে তত্রাহুঃ। হে সখ্যে ইতি ত্বয়ৈব সখ্যরসসিন্ধৌ বয়ং নিমজ্জিতা ইতি পক্ষামৃশ্যবিশ্বং পালয়ন্ বিশ্বমধ্যব-র্ত্তিনী রস্মানপি পালয় কৃপয়েবেতিভাবঃ। যদ্বা স্বপ্রেয়সীনামেবং দুঃখং দ্রষ্টুং নৃদেবতির্য্যগাদিষু মধ্যে কোপিনসমর্থঃ। যথা ত্বং দুঃখং পশ্যন্নপি সুখমাস্সে তস্মাদেবং বিতর্কয়াম ইত্যাহুঃ নেতি গো-পিকায়াঃ শ্রীযশোদায়াঃ পরদুঃখলবেপি পরিদ্রুতচিত্তায়া স্তস্যাঃ কুক্ষৌত্বং ন জাতোসি তৎ কুক্ষিজত্বে প্রতীতিস্তুতে মায়িক্যেব। তৎ কুক্ষেরেকস্যাপি লক্ষণস্য ত্বয্যনুপলম্ভাদিতিভাবঃ তর্হি কোহং ত্বং সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্যামীতি তর্ক্যতে স এব জীবানাং দুঃখং পশ্যন্নপি তদন্তঃ সুখং বসতি উদাসীনশিরোমণে স্তবাত্রাবির্ভাবেঽপি কারণং জানীম ইত্যাহুঃ বিখনসা ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টিবৃদ্ধি মভীপ্সুনা বিশ্বগুপ্তয়ো বিশ্বস্মিন্ জগত্যত্র গুপ্তয়েত্বং প্রার্থিতঃ ত্বদ্ভক্ত্যা জীবামুচ্যন্ত ইত্যত স্তথা ত্বং অবতীর্য্য গুপ্তস্তিষ্ঠ যথা কেঽপি ত্বাং ঈশ্বরং নমন্যন্তে তদাচ তবেশ্বরত্বমমন্যমানানামীশ্বরানুবর্ত্তিনামপি জরাসন্ধাদিবদসুরত্বমেব ভবিষ্যতি তত এব মে সৃষ্টিবৃদ্ধির্ভবিত্রীতি ব্রহ্মবাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং পর-দার পরদ্রব্যচৌর্য্য মাৎসর্য্যহিংসাদম্ভাদিকং স্বপ্রতিকূলং ধর্ম্মং স্ব-গোপনার্থ মঙ্গীকরিষ্যন্ দুস্ত্যজং স্বধর্ম্মমৌদাসীন্যং জহদেবসাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্ সখে ইতি পরদারগ্রহণাদেবাস্মাকং সখাপ্যভূরি-তিভাবঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থঃ।——তুমি গোপিসুত না হও কেবল, অন্তরাত্মা হেতু জান অবিকল, এ দাসী সকল যেমন বিকল, হয়েছে বিরহ বেদনে। পরমেষ্ঠি প্রতি করি বরদান, করিবারে বিশ্বজনের কল্যাণ, হয়ে দয়াবান করুণানিধান, জন্মেছ ভক্ত-ভবনে॥ কাতর হইয়ে সেই তোঁহে কই, আমরাও ওহে বিশ্বছাড়া নই, তাহে তোমা বই আমাদের কই, শরণীয় আছে জগতে। অতএব বারে বারে বলি সখা, উপযুক্ত

তব গোপিপ্রাণ রাধা, নহে মূলশাখা সহিতে বিশাখা, ললিতাদি মরে ক্লেশেতে ॥ ৪ ॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্যতে, চরণমীয়ুষাং সংসৃতে র্ভয়াৎ। করসরোরুহং কান্ত কামদং, শিরসিধেহিনঃ শ্রীকরগ্রহং ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তানা মস্মাকমেতৎ প্রার্থনা চতুষ্টয়ং সম্পাদয়েত্যাহুঃ। বিরচিতাভয় মিত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধুর্য্য সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং বিরচিতং দত্তমভয়ং যে নতত্তথা হে কান্ত কামদং বরদং তথা শ্রিয়করং গৃহ্নাতীতি তথা তৎ তব করসরোরুহং নঃ শিরসিধেহি ॥ ৫ ॥

চক্রবর্ত্তি কৃত টীকা।

নন্থ ভোঃ প্রিয়ভাষিণ্যঃ যুষ্মাকং প্রণয়কোপোক্তি পীযূষপানার্থমেবা-ন্তর্হিতং তদধুনা লব্ধাভীষ্টোঽস্মি যথেষ্টং বরং বৃণুতেতি তৎপ্রসা-দোক্তিং সম্ভাব্যস্বাশ্বাসং পৃথক্ পৃথগভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে বিরচিতে-ত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধুর্য্য নিজকুলকমল প্রভাকরঃ নঃ শিরসি কর-সরোরুহং ধেহি অর্পয় । কিমর্থং তত্রাহুঃ কামদং। যস্য শরপ্রহারভয়ত্তাং প্রপন্না স্তং কামং দ্যতিখণ্ডয়তীতি তৎ শ্লেষভঙ্গ্যা কামং দদদপি। নচাত্র তস্য শক্তিরিতি বাচ্যং যতঃ সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণং ঈয়ুষাং প্রপন্নানাং জনানাং বিরচিতং অভয়ং যেন তৎ। যেন সংসারভয়া-দপি রক্ষিতুং শক্যতে তস্য কামভয়াদ্রক্ষণেকঃ খল্বায়াস ইতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি বোবক্ষঃ সুদধামি তত্রৈব মমাপিধিৎসা বর্ত্ততে তত্রনেত্যাহুঃ। শ্রীকরগ্রহমিতি শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা করাভ্যাং গ্রহণং তদ্ধারণার্থং যস্য তৎ। বক্ষসিকচ ধিৎসায়াং যথা লক্ষ্ম্যাবার্য্যতে তথৈবাস্মাভিরপি তদ্ধারণীয়-মেবেতিভাবঃ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থঃ।——ওহে বৃষ্ণিধুর্য্য হও অনুকূল, তোমা লাগি গোপী ভেজেছে দুকুল, হয়ে প্রাণাকুল তব করমূল, চাহে নিজশিরে লইতে।

সংসার অরণ্য ভ্রমণেতে ভয়, পেয়ে যারা লভে তব পদাশ্রয়, সে সবার হয় সর্ব্ব কামোদয়, যে তব শ্রীকর হইতে॥ যে করেতে করি কমলার কর, কর পরিগ্রহ করিয়ে আদর, সে তোমার কর সরোরুহ-বর, যদি দেহ গোপী সকলে। তবে বাঁচে ব্রজগোপিকার প্রাণ, নহে দহে দেহ দহন সমান, ওকৃপানিধান হও কৃপাবান, সিঞ্চি কৃপাসুধা সলিলে॥ ৫॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং, নিজজন স্ময়ধ্বংসন স্মিত। ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্মনো, জলরুহাননং চারুদর্শয়॥ ৬॥

স্বামিকৃত টীকা।

হেব্রজজনার্ত্তিহন্ হেবীর নিজজনানাং যঃ স্ময়োগর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত হেসখে ভবৎ কিঙ্করীর্নঃ অস্মান্ ভজ আশ্রয়স্ব নিশ্চিতং প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয়॥ ৬॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

অপরা আহুঃ। যোষিতাং মধ্যে যে ব্রজজনা স্তেষামার্ত্তিং কন্দর্পশর প্রহারজনিতাং হন্তীতি তথা। তেন দেব্যাদীনা মন্যযোষিতাং তাং ন রহসি যদ্বক্ষ্যতেব্যোমযানবনিতাঃ কশ্মলং যযুঃ অপস্মৃতনীব্য ইতি। হেবীর দুর্ব্বার মারসংহার মহাজিষ্ণো কিঞ্চাস্মাকং সৌভাগ্যোত্থং গর্ব্বং তদুত্থং বাম্যলক্ষণং মানমপি ন সহসে ইত্যাহুঃ। নিজজনানাং স্ময়ধ্বংসনং মাননাশকং স্মিতমপি যস্য সঃ। ননু বরং শীঘ্রং বৃণুত তত্রাহুঃ ভবৎ কিঙ্করীরস্মান্ ভজপরিচর ননু যদি মৎ কিঙ্কর্য্যএব যূয়ং তদা মাং স্বপরিচরণে কিমিত্যাজ্ঞাপয়ধ্বে তত্রাহুঃ হে সখে ইতি। তর্হি ব্রত কিং বঃ পরিচরণং তত্রাহুঃ জলরুহেত্যাদি॥ ৬॥

শ্লোকার্থঃ।——মোরা হই তব স্বকিঙ্করী জন, চাহি তব মুখপঙ্কজ দর্শন, ওহে ব্রজজন আর্ত্তি বিনাশন, প্রকাশন হও এসবে। তুমি হও দানে বীর ব্রতধর, নিজজন মদ হর স্মিতাধর, ওহে বন্ধুবর স্বদাসী

নিকর, ভজ অতঃপর হে তবে ॥ মোরা মরি তব বিরহ অনলে, ওহে সখা দেখা চাহি হেনকালে, গোপিকা সকলে এলাগিয়া বলে, বিনয়েতে তব চরণে। নিজ মুখ পঙ্করুহ প্রকটন, করি পরিণামে দেহ দরশন, এ শ্রীনারায়ণ করিয়া শ্রবণ, আছে ভবসিন্ধু গমনে ॥ ৬ ॥

প্রণত দেহিনাং পাপকর্ষণং, তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং। ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং, কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাপহন্তৃ তৃণচরান্‌ পশূনপ্যনুগচ্ছতি কৃপয়েতি তথা সৌভাগ্যেন শ্রিয়োনিকেতনং বীর্য্যাতিরেকেণ ফণিনঃ ফণাস্বর্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুরু কিমর্থং হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধিছিন্ধি ॥ ৭ ॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

অপরা আহুঃ কুচেষু পাদাম্বুজং কৃণু অর্পয় কিমর্থং হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধিছিন্ধি। অত্রাভিঃ সমর্থ রতিমত্ত্বে মহাপ্রেমবতীভিঃ স্বীয় দুঃখাপায় সুখপ্রাপ্তি রহিতাভিঃ শ্রীকৃষ্ণসুখৈক প্রয়োজনক কায়িক মানসব্যাপারাদিভিঃ তস্যৈব সৌরতসুখোদ্দীপনার্থমেব স্বীয় রূপ যৌবন কামপীড়ং বিবৃণ্বতীভিঃ পরমবিদগ্ধাভিপ্রায়ঃ প্রেম্নোবাঞ্ছিতা লাঘবং ন ক্রিয়তে কিন্তু কামস্যৈব যথা ভোজনলম্পটং কিঞ্চিৎ স্বমিত্রং বুভুক্ষুমভিলক্ষ্য স্নেহেন তং ভোজয়িতু কামশ্চতুর্বিধমিষ্টান্ন সাধনে প্রযতমানোজন স্তেন পৃষ্টোঽপি স্বার্থমেবাহং প্রযস্যামিনত্ব-দর্থমিতি ব্রূতে তদেব প্রেমা গুরুর্ভবতি। যদিত্বেতাবন্মমায়াসস্ত্বৎসুখা-র্থমেব নতু স্বার্থং নিষ্কামত্বাদিতিব্রূতে তদা প্রেমা লঘুভবতি। যদুক্তং প্রেমসম্পূটে। প্রেমা দ্বয়ো রসিকয়ো স্থিরদীপএব হৃদ্ব্যোম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিষ্কৃতশ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্র মথবা লঘুতা মুপৈতীতি ॥ অত্রাসাং স্বসুখতাৎপর্য্যাভাবো ন পারয়েহ মিতি ভগবদ্বাক্যাদেব স্ববশীকার বাঞ্ছকাদ্দবসীয়তে তস্য প্রেমৈকবশ্য-

ত্বমেব সর্ব্ব শাস্ত্র দৃষ্টং নতু কামবশাত্ত্বমিতি জ্ঞেয়ং। নন্থু পাপাদ্বি-ভেমিতত্রাহুঃ। প্রণতানাং দেহিনাং পাপনাশকং তব কুতঃ পাপশঙ্কে-তিভাবঃ। নন্থুচ কঠোরেষু যুষ্মৎকুচেষু সুকুমারং মৎপাদাম্বুজং ব্যথিষ্যতে তত্রাহুঃ। তৃণচরাত্মগং তৃণচরা গাব স্তেষামপ্যনুগচ্ছতি গাবোহি কঠোরস্থলেহপি ঘাসং চরন্তি যদি তত্রাপিত্বচ্চরণস্য সহি-ষ্ণুতা তর্হি কিমুতাস্মৎ কুচেষু কুচকাঠিন্যং প্রত্যুত তস্য সুখদ মিতি ভাবঃ। নন্থু নানা রত্নালঙ্কার মণ্ডিতানাং যুষ্মৎ কুচানামুপরি পাদা-র্পণমনুচিতং তত্রাহুঃ। শ্রিয়ঃ শোভায়া নিকেতন মিতি কুচানামল-ঙ্কারবর্য্যমেবৈতস্তুবিষ্যতীতি ভাবঃ। নন্থু যুষ্মৎ পতিভ্যোবিভেমি তত্রাহুঃ। ফণিনঃ ফণেষু অর্পিতং ত্বং কালিয়নাগাদপি নবিভেমি কিমুতেভ্য ইতি ভাবঃ॥ ৭॥

ভৃঙ্গাবলি ছন্দ।

শ্লোকার্থঃ।——গোপীগণ কহে হরি। মো-সবার স্তনোপরি॥ শ্রীপদপঙ্কজ তব। দান কর হে মাধব॥ যে চরণ ধ্যান ভরে। প্রণ-তের পাপ হরে॥ যাহা তৃণ চর সনে। ভ্রমে সদা বনে বনে॥ যাহা করি অভিলাষ। কমলা করে নিবাস॥ যে পদ কালীয় ফণি। করে-ছিল শিরোমণি॥ সে চরণ স্তনে দিয়ে। শীতল কর হে হিয়ে॥ হৃদে মনোমথ জ্বলে। নাশ নিজ কৃপাবলে॥ এ শ্রীনারায়ণ ভণে। দয়া কর নিজ গুণে॥ ৭॥

মধুরয়াগিরাবল্গুবাক্যয়া,বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ। বিধিকরীরিমা বীরমুহ্যতি, রধরসীধুনাপ্যায়য়-স্বনঃ॥ ৮॥

স্বামিকৃত টীকা।

হে পুষ্করেক্ষণ তবৈব মধুরয়া গিরাবল্গুনি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং মনোজ্ঞয়া হৃদ্যয়া গম্ভীরয়েত্যর্থঃ মুহ্যতীরিমানোবিধিকরীঃ কিঙ্করীঃ অধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব সংজীবয়েত্যর্থঃ॥ ৮॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

ভোভোমৎ প্রাণৈকবল্লভাঃ রত্নবল্লভাঃ জীবাস্তু ভূতাসু ভবতীষু নাহমুদাসে ভদাসেময়ি সন্ততস্থেমপ্রেমক্ষেমশৃঙ্খলা নিবন্ধে কথমবিশ্বস্তা ভবত তাবৎ কঙ্কণ মিবহস্তাঙ্গ গতমেব মাং জানীতেতি স্ফুর্ত্তি প্রাপ্তং তদ্বাক্যমাকর্ণ্য পরা আহুঃ। মধুরয়া মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণঘটিতত্বাৎ সুশ্রবয়া বল্গুনিমঞ্জুলপদার্থ বৈচিত্রীকানি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং বিদগ্ধানাং মনোজ্ঞয়া মনোজ্ঞানত্যাগিরা বিধিকরীঃ কিঙ্করীনহ মামুহ্যন্তী স্তন্মাধুর্য্যাস্বাদ ভবদানন্দমোহং প্রাপ্নুবতীঃ পুনরধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব যদ্বামোহং প্রাপ্নুবতীর্ন অধরসীধুনা প্যায়য়স্ব পুনর্মোহং প্রাপয়স্বেত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

তোটকছন্দ।

শ্লোকার্থঃ।——বিনয়ে ব্রজ নারী সমূহ বলে।, মধুরাধরসীধু দেহ সকলে॥ সরসীরুহলোচন নাথ এবে। নিজ কিঙ্করী জানি জীয়াও সবে॥ মধুরামৃত বল্গুবিলাস বাণী। মুনি মানস মোহে যাহে অমনি॥ কহিয়ে বিরহা সব মুগ্ধজনে। পরিপালয় গোকুল নারী জনে॥ ৮ ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবিগৃণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ॥ ৯॥

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং কিন্তু ত্বৎ কথামৃতং পায়য়দ্ভিঃ সুকৃতিভির্ব্বঞ্চিতমিত্যাহুঃ। তবেতি। কথৈবামৃতং অত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং প্রসিদ্ধামৃতাত্তুৎকর্ষমাহুঃ কবিভি ব্রহ্মবিদ্ভিরপি ঈড়িতং স্তুতং দৈবভোগ্যন্ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতং কিঞ্চ কল্মষাপহং কামকর্ম্ম নিরসনং তত্ত্বমৃতং নৈবং ভূতং। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্ত্বনুষ্ঠানাপেক্ষং কিঞ্চ শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকং এবং ভূতং ত্বৎ কথামৃতং আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনা ভূরিদা ভূরিদাতার জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা এবং

ভুতং ত্বৎ কথামৃতং যে ভুবিগৃণন্তি তে ভুরিদাঃ পুর্ব্বজন্মসু বহুদত্তবন্তঃ সুকৃতি ন ইত্যর্থঃ এতদুক্তং ভবতি যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি তেহপি তাবদতি ধন্যাঃ কিং পুন র্যে ত্বাং পশ্যন্তি অত প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ॥ ৯ ॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

ত্বৎ কর্ত্তৃ কথয়া মাধুর্য্য মহিমা কৈর্বাচ্যঃ তৎ সম্বন্ধিকথা অন্যবক্তৃকাপ্যমৃতদ্বয়াৎ স্বাদ্বীশ্রেষ্ঠ্যাচেত্যাহুঃ। তব কথৈব অমৃতং কেন সাধর্ম্মোণ তপ্তান্ মহারোগাদি সন্তপ্তান্ ত্বদ্বিরহতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি। সংসারতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি স্বর্গীয়ান্মোক্ষরূপাচ্চামৃতাদাধিক্যঞ্চ। কবিভি-র্ধ্রুবপ্রহ্লাদাদিভি র্যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং স্তবকথাসু ইত্যাদি পদ্যৈরীড়িতং। অন্যদমৃতদ্বয়ন্তু সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ। কিম্বন্ত কাসিন্নুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ইত্যাদ্যুক্তিভির্নরোচিতং। কল্মষাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি পাপানি অপহন্তি স্বর্গীয়ামৃতন্তু তানি ন হন্তি কামাদি বর্দ্ধকত্বাৎ প্রত্যুততান্যুৎপাদয়ন্ত্যেব। মোক্ষামৃতমপি প্রারব্ধপাপং ন হন্তি। শ্রবণে নৈবাস্বাদ্যমানত্বাদভীষ্ট সাধকত্বাচ্চ মঙ্গলং তদ্বয়ন্তু নৈবং ভূতং। শ্রীমৎ প্রেমপর্য্যন্তসম্পত্তিপ্রদং আততং প্রতিক্ষণমেব বক্তৃভির্বিস্তৃতং তদ্ধয়ন্তু ন তথা। যে গৃহ্নন্তি কীর্ত্তয়ন্তি তে এবং ভুরি বহুতরং দদতিতেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎপরিশোধয়িতুং ন ক্ষমন্তে ইতিভাবঃ। যদ্বা। তবগীতস্তদেব মধুরা যদি ত্বদ্দর্শনস্যাৎ অন্যথা তু মহানর্থকরীত্যাহুঃ তব কথেহমৃতং মরণকারণমিত্যর্থঃ। কুতঃ তপ্তং জীবনং যতঃ তপ্ততৈলাদৌ জলমিবেতিশ্লেষঃ। নন্বু তর্হি কথং পুরাণাদিষু শ্লাঘ্যতে তত্রাহুঃ। কবিভির্ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্র স্বভাবেন তস্যাপি বর্ণনাদিতিভাবঃ। কল্মষাপহমিতি দুঃখভোগেন প্রাচীনং কল্মষং নশ্যত্যেবেতিভাবঃ। লোককর্ত্তৃক শ্রবণে নৈব মঙ্গলং স্বস্ত্যয়নং অবিনাশো যস্য তৎযদি জনাঃ সুধিয়ঃ তৎশ্রবণ পরিণামং দুঃখং বিচার্য্য ন তৎ। শ্রোষ্যন্তি তদা তদপি লংক্ষ্যত্যেবেতিভাবঃ। শ্রীমদৈর্শ্বনমদান্ধ দুর্জ্জনৈরেব লোকাম্রিয়ন্তামিত্যভিলষা ধনব্যয়েনাপি আততং দেশেদেশে গ্রামেগ্রামে পুরাণবাচকান্ সংস্থাপ্য-

বিস্তারিতং অতএব ভুবি যে গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ ভূরীন্ শ্রোতৃলোকা নঁদান্তি খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি তস্মাত্তে কথাজালং বিতত্যসৌম্যা ইবো-পবিষ্টামনুষ্যমারকা ব্যধাদপ্যধিকা দূরত এব সুধীভিরুপেক্ষ্যা এবেতি-ভাব। যদ্বক্ষ্যতে যদনুচরিতলীলেত্যাদি বস্তুতঃ কথায়াঃ কথকস্য সর্কোৎকর্ষব্যঞ্জিকেয়ং ব্যাজস্তুতি॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থঃ।——তব বাঞ্ছিত কেলি সমূহ কথা। অমৃতাধিক স্বাদু-ময়ি বিতথা॥ কবিবৃন্দ সুবন্দিত পাপহারী। শ্রবণেন্দ্রিয় মঙ্গলদায়ী হরি॥ অতিশান্ত একান্ত শুনে শ্রবণে। এখন দেহে প্রাণ রহে সে গুণে॥ নতুবা বিরহানল দগ্ধ হয়ে। গোপীজীবন না রহিতো হে দেহে॥ যাহারা কহে নিত্য ত্বদীয় কথা। জানি হে তাহারা অতি ভূরিদাতা॥ আমরা তব দর্শন চাহি এবে। দেখা দেহ সবে করুণা বিভবে॥ শ্রীনারায়ণ কৈতব তোট বাণী। শুন ভক্ত সবে কহিছে গো-পিনী॥ ৯॥

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং, বিহরণঞ্চ তে ধ্যান মঙ্গলং। রহসি সংবিদোযা হৃদিস্পৃশঃ, কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

নন্বু তর্হি মৎকথা শ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত কিং মদ্দর্শনেন ত্বদ্বি-লাস ক্ষুভিত চিত্তাবয়ং তত্রাপি শান্তিং ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ প্রহসিত মিত্যাদি। হে প্রিয় কুহককপট সংবিদঃ সঙ্কেতনর্ম্মাণি॥ ১০ ॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

অস্মাকং ত্বদ্দর্শনং বিনা ত্বৎ সম্বন্ধি বস্তুমাত্র মতিদুঃখদমিত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি বিহরণং সংপ্রয়োগঃ যাশ্চ সম্বিদঃ সঙ্কেতনর্ম্মাণি হৃদি-স্পৃহ ইতি দুঃখদত্বাদ্বিস্মর্ত্তুমিষ্টা অপি ন বিস্মর্ত্তুং শক্যন্ত ইতিভাবঃ। ধ্যানেনাপি মঙ্গলং পরমসুখদমিতি চতুর্ণামপি বিশেষণং মনঃক্ষোভ-য়ন্তি ব্যাকুলয়ন্তি। এতানি মনসি প্রবিশ্য সদ্যঃ সুখং দত্বা তদ্দ্বিতীয়

ক্ষণএব মহাদুঃখং দদত্যতঃ এবাহ কুহকদত্তবটকান্যপি সদ্যঃ পরম-স্বাদূন্যপ্যাস্বত্ত্বাং পরমদাহকানি প্রাণঘাতকানীত্যর্থঃ॥ ১০ ॥

ললিতচ্ছন্দ।

শ্লোকার্থঃ।——ওহে প্রিয়তম, গোপীমনোরম, তব দেখা আশা করি। তব কথামৃত, পিয়ে অবিরত, আর রহিতে না পারি॥ তব মুখ হাসি, কোটি সুধা রাশি, সহ প্রেম নিরীক্ষণ। ধ্যান সুমঙ্গল, তব অঞ্চল, অভিনব বিহরণ॥ রহ আলাপন, হৃদয়ে স্মরণ, করি মন ক্ষুব্ধ হয়। ও বিধুবদন, বিনা দরশন, এবে নিবারণ নয় ১০ ॥

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্নলিন সুন্দরং নাথ তে পদং। শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ, কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ ত্বদ্বিষয়মিতি প্রেমার্দ্র চিত্তাস্ত্বং পুনরস্মাসু কেন হেতুনা কপট-মাচরসীত্যাহুঃ শ্লোকদ্বয়েন। হে নাথ কান্ত যদ্যদা ব্রজাচ্চলসি পশূং-শ্চারয়ন্ তদা নলিনবৎ সুন্দরং কোমলন্তেপদং শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি নো মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ১১॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

কিঞ্চ ত্বং ন কেবলমধুনৈব দুঃখ দস্যাপি ত্বন্যদাপি স্বমপি দুঃখ-য়িত্বা অস্মভ্যং দুঃখং দাতুং যতসে ইত্যাহুঃ। চলসীতি যদ্যদা নলিনাদপি সুন্দরং সুকুমারং শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেৎ ইতি সংভাব্য মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং প্রাপ্নোতি। যদ্বা কলিং কলহং নাতিগৃহ্নাতীতি কলিলং তদ্ভাবঃ কলিলতা তাং অস্মা-ভিরেব সহাস্মন্মনঃ কলহং করোতীত্যর্থঃ। সচ কলির্যথা। অরে মনঃ স যদি বনে ভ্রমণাৎ খিদ্যতি তদা ব্রজাস্মিঃসৃত্য নিত্যমেব ত্বত্রৈব কিং বাত্তত ত্বং কিমিতি বৃথা খিদ্যসি। অয়ি নিবুদ্ধয়ো গোপা-

লিকাঃ তস্য চরণতলদ্বয়ং স্থলকমলাদপি সুকুমারং ভবত্যেব বনে চ শিলতৃণাঙ্কুরশর্করাঃ সন্ত্যেব কথং পীড়া নস্যাৎ। অরে মুগ্ধ স সুকোমলবালুকে পথিপথ্যেব কিং ন ভ্রমতি। অয়ি নির্ব্বিবেকাঃ গাবঃ কিং পথিপথ্যেব ঘাসং চরন্তি। অরে প্রেমান্ধস চক্ষুষ্মান্ শিলতৃণাদ্যুপরি কথং পাদাবর্পয়েৎ। অয়ি প্রেমগন্ধেনাপি রহিতাঃ। যদ্যাবেগবশাদ্ভ্রমাদ্বা তদুপরি পাদঃপতেৎ তদা কিং স্যাৎ ভো ভ্রাতশ্চেতঃ সত্যং ব্রূষে এতাবদ্দুঃখমনুভবিতুমেব জীবন্ত্যোবিধাত্রাবয়ং সৃষ্টাঃ ভোঃ দুঃখিন্যঃ খলুজীবিত যূয়ং। অহন্তু যুষ্মৎ প্রাণৈঃ সার্দ্ধং যুষ্মদ্দেহেভ্যো নিঃসৃত্যাধুনৈব যামীতি॥ ১১॥

শ্লোকার্থঃ।——ওহে ব্রজধীর, ব্রজের বাহির, হয়ে যবে গোচারণে। কর হে গমন, হেরি সে করণ, বেয়াকুল হই মনে॥ জিনি শতদল, অতি সুকোমল, শ্রীপদযুগল তব। শিল তৃণাঙ্কুরে, ব্যথা হবে কোরে, ভয় ভাবি অসম্ভব॥ অহে প্রাণকান্ত, আমরা একান্ত, তব প্রেম পরাধীন। আমাদের প্রতি, তবে হে সম্প্রতি, কেন হও সুকঠিন॥ ১১॥

দিন পরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ, র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং। ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু, র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২॥

স্বামিকৃত টীকা।

এবম্ভূতা ত্বদ্দুঃখশঙ্কিতচিত্তাবয়ং ত্বন্তু দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ধনরজস্বলং গোরজশ্ছুরিতং বনরুহাননং অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রত্তচ্চ মুহুর্দর্শয়ন্ নো মনসি কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপট ইতি ভাবঃ॥ ১২॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

কিঞ্চ ত্বং সংযোগেঽপি নৈবং সুখং দিৎসসীত্যাহুঃ দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুন্তলৈঃ কুটিলালকৈর্মন্দমারুতলোলৈরাবৃতং ধন-

রজস্বলং ধনং গোধনবিত্তয়োরিতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গোরজশ্ছুরিতং বনরুহাননং লোলানি মালাললিতপরাগভবশ্ছুরিত সরসিজ সদৃশমাননং বিভ্রত্তচ্চ মুহুর্দর্শয়ন্ গোসন্তাল ন প্রিয়সখান্বেষণচ্ছলেন ইতস্ততঃ পবিবৃত্ত্যাসন্নয়নগোচরীভবন্ স্বদর্শনস্য সর্ব্বজনানন্দকং স্বভাবং জ্ঞাত্বা এতাঃ কষ্টসিন্ধাবেব নিমজ্জয়ামীতি বিমৃশ্যনোঽস্মভ্যং স্মরং যচ্ছসি। য এব কুলধর্ম্মপদবীং বিবজ্জালামিবাকুভাব্যাস্মাস্বাস্বাদ্য বনেষ্বানীয়ৈবং রোদয়তীতিভাবঃ। হে বীর ব্রজস্ত্রীণাং ধর্ম্মধ্বংসনার্থমেব প্রবর্ত্তিত স্মারশরপ্রহার॥ ১২॥

শ্লোকার্থঃ।——দিন অবসানে, গো গোপাল সনে, যবে কর আগমন। ধূলিতে ধূসর, শ্রীমুখ সুন্দর, তবে করি নিরীক্ষণ॥ অলকে আবৃত, অলিকুলাঞ্চিত, পরাগরঞ্জিত প্রায়। নীলশতদল, নিন্দি নিরমল, ও মুখকমল ভায়॥ তাহে মো সবার, হৃদয়মাঝার, মনোরথ উদ্দীপন। কর নিরন্তর, নারীর অন্তর, তাহে হয় নিমগন॥ ১২॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং, ধরণীমণ্ডলং ধ্যেয়মাপদি। চরণপঙ্কজং সন্তমঞ্চতে, রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥ ১৪॥

স্বামিকৃত টীকা।

অতোঽধুনা কপটং বিহায় এবং কুরু ইতি প্রার্থয়ন্তে শ্লোকদ্বয়েন প্রণতকামদমিতি হে আধিহন্ হে রমণ পদ্মজেনার্চ্চিতং আপদিধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণ আপন্নিবর্ত্তকং সন্তমঞ্চ সেবাসময়েঽপি সুখতমং তবচরণপঙ্কজং কামতাপশান্তয়ে নঃ স্তনেষ্বর্পয়েতি॥ ১৩॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

নমু যদ্যহং সদাদুঃখযাস্যেবেতি নিশ্চিনুধ্বে তর্হ্যলং ময়া গুপ্তাকমিতি তং কোপমাশঙ্ক্য হন্ত হন্ত স্বকর্ম্মফলদুঃখান্ধাভিস্ত্বয্যপি দোষং আরোপিত ইত্যনুতপ্যতং প্রসাদয়িতুং সর্ব্বসুখদত্বেন স্তুবন্ত্যঃ ত্বয়ৈবাস্মাকং প্রয়োজনমিতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ দুঃখোপশমনং প্রার্থয়ন্তে।

প্রণতোভিন্নাভ্যাং প্রণতানামপরাধি ভূয়াপি নম্রাণাং কালীয়পত্ন্যাদীনাং কামদং পদ্মাজেন ব্রহ্মণাস্বাপরাধোপশমনার্থমর্চ্চিতমতোঽস্মাকমপরাধঃ ক্ষম্যতামিতিভাবঃ। ধরণিমণ্ডলমিত্যস্মাৎ কুচানপি তেষু চরণার্পণেন মণ্ডয়েতিভাবঃ। ধ্যেয়মাপদীতি। অনেন সর্ব্বদুর্গানি যুয়মস্তস্তরিষ্যথেতি। গর্গোক্তেরিত আপদোঽস্মাৎ ত্রায়স্বেতিভাবঃ। সর্ব্বত্রহেতুঃ শন্তমং সর্ব্বকল্যাণরূপং সর্ব্বসুখরূপঞ্চ। আধিহন্ আধিহন্ত মিত্যর্থঃ। নচ স্তনেষু চরণার্পণে তবকোপিশ্রমঃ প্রত্যুত সুখমেবেত্যাহুঃ। হে রমণরিরংসো স্তব তেনৈবাভীষ্ট সিদ্ধিভাবিনীতিভাবঃ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থঃ।——তুমি হে নাগর, সর্ব্ব পীড়া হর, হও এই ব্রজপুরে। তবে কি কারণ, নিজ অদর্শন, বাণে মার গোপিকারে॥ নিজাশ্রিত জন, বাঞ্ছিত পূরণ, যে চরণ ধ্যানে হয়। যাহা নিরবধি, যতনেতে বিধি, ভক্তিভাবে নিষেবয়॥ যে তোমার পদ, যুগকোকনদ, ভূষয়ে ধরণীতল। যাহার শরণ, করে নিবারণ, আপদ রাশি সকল॥ সে তব চরণ, কল্যাণ কারণ, রমণ মোদের স্তনে। করি সমর্পণ, বিচ্ছেদ বেদন, বিনাশহ নিজ গুণে॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং, স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং, বিতরবীর ন স্তেঽধরামৃতং॥ ১৪॥

স্বামিকৃত টীকা।

অপিচ হে বীর তেঽধরামৃতং নো বিতর দেহি স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং নাদামৃতবাসিতমিতিভাবঃ ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিষু সুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথা তৎ॥ ১৪ ॥

চক্রবর্ত্তি কৃত টীকা।

কিঞ্চ ভোঃ ধন্বন্তরি প্রতিমভিষকশিরোমণে কামরোগমূর্চ্ছিতাভ্যোঽস্মভ্যং কিমপ্যৌষধং দেহীত্যাহুঃ। সুরতবর্দ্ধনমিতি পুষ্টিকরত্বং

শোকনাশনমিতি পাড়াহরত্বং তস্যোক্তং। নচ তদতি মহার্ঘ্যং মূল্যং বিনৈব কথং দেয়মিতিবাচ্যং দানবীরেণ ত্বয়া তদতিনিকৃষ্টায় নিষ্প্রাণায়াপি সপ্রাণীকর্ত্তুং বিনৈবমূল্যং দীয়ত এবেত্যাহুঃ স্বরিতে-নাদিতেন বেণুনা কীচকেনাপি সুষ্ঠু সম্যক্ তয়োচুম্বিতং স্বাদিতং নন্থু ধনজন কুটুম্বাদ্যাশক্তিরেবাত্র কুপথ্যং তদ্বতেজনায়ৈ তন্নদী-য়তে তত্রাহুঃ ইতররাগবিস্মারণং ইতরবস্তুম্বেতদেব রাগমাসক্তিং বিস্মারয়তীত্যস্তু তমৌষধমিদং। যৎ কুপথ্যান্নিবর্ত্তয়তীত্যস্মাভিরনু-ভূয়ৈব দৃষ্টমিতিভাবঃ। নৃণাং মনুষ্যজাতি স্ত্রীণাং বিতরদেহি হে বীর দানবীর ইতি বা॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থঃ।——মধুর কূজিত, মুরলী চুম্বিত, নিজাধরামৃত সার। যাতে অবিরত, বাড়ায় সুরত, নাশে শোক অনিবার॥ যার আস্বা-দন, হইলে স্মরণ, পাসরায় অন্য রস। তাহা করি দান, অবলার প্রাণ, দিয়ে রাখ নিজ যশ॥ ১৪ ॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপ-
শ্যতাং। কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং
পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনেন দুঃখমতুলং ত্বদ্দর্শনেন তথা সুখং চ দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয়ইব বয়ং ত্বামুপাগতাঃ ত্বন্তু কথমস্মা-ত্যক্তুং মুৎসহ স ইতি স করুণমূচুঃ অটতীতিদ্বয়েন। যদ্যদা ভবানকা-ননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটি ক্ষণার্দ্ধমপি যুগায়তে যুগবস্তুবতি এবমদর্শনে দুঃখমুক্তং পুনঃ কথঞ্চিৎ দিনান্তে তব শ্রীমন্মুখং উৎ উচ্চৈবীক্ষামাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃদ্ব্রহ্মা জড়োমন্দএব। নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহ্যমিতি দর্শন সুখ মুক্তং॥ ১৫ ॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

কিঞ্চাস্মাকং দুরদৃষ্টমেব দুঃখপ্রদং তত্রত্বং কিং কুর্য্যা ইত্যাহুঃ।

যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং অটতি গচ্ছতি তদাত্বামপশ্যতামস্মাকং গোপীজনানাং ত্রুটিঃ ক্ষণস্য সপ্তবিংশতি শততমো ভাগঃ। সোপি যুগতুল্যো ভবতি ক্লীবত্বমার্ষং। দিবসে ত্রৈযামিকমেব ত্বদ্বিরহ দুঃখং সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং অস্মাকন্তু তয়েব ত্রয়োযামাঃ শতকোটি যুগপ্রমাণা যত্তবন্ত্যত্র দুরদৃষ্টিং বিনা কিমন্যৎ কারণং ভবেদিতিভাবঃ। পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে শ্রীমন্মুখং তব উদীক্ষতাং উৎকণ্ঠয়া ঈক্ষমানানাং তেষামেব গোপীজনানাং দৃশাং পক্ষকৃৎ অস্মৎ সুখাসহিষ্ণুতয়া পক্ষস্রষ্টা বিধাতাজড়োনির্ব্বিবেকো দুঃখা করোতীতি শেষঃ এবঞ্চ ত্বদদর্শনে দুষ্পার এব দুঃখসিন্ধুঃ দর্শনে তু পক্ষোদ্ভবো নিমেষ এবয়ো দর্শনবিরোধী সোঽপি নবশতত্রুটি প্রমাণো ভবন্নবশত যুগায়তে ইত্যুভয়থাপি দুঃখং দুরদৃষ্টবশাদেবেতিভাবঃ। ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতঃ। শতভাগস্তু বেধস্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। নিমেষ স্ত্রিলবোজ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃক্ষণঃ। ইতি মৈত্রেয়ঃ। যদ্বা। কৃতীচ্ছেদনে দৃশাং স্বচক্ষুষাং পক্ষকৃৎ পক্ষচ্ছেত্তা অজ্জড়শ্চতুরোজন স্তে শ্রীমুখ উদীক্ষতা মুৎকর্ষেণ পশ্যতু নতু বয় মচতুরা ইতিভাবঃ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থঃ।——তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে। তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥ ত্রুটি সম কাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান। তব সে বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥ কুটিল কুন্তল, বৃত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা। হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়েছে কেবা॥ যাহে সেইক্ষণ, তব দরশন, নিবারণ সেহ করে। ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥ ১৫ ॥

পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবা, নতি বিলঙ্ঘ্যতেঽন্ত্যচ্যুত'গতাঃ। গতিবিদ স্তবোদ্গীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ ক স্ত্যজেন্নিশি॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা।

তস্মাৎ হে অচ্যুত পতীন্সুতান্ অন্বয়ান্ 'তৎ সম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৄন্

বান্ধবাংশ্চ অতিবিলংঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ং কথম্ভূতস্য গতিবিদঃ অস্মদাগমনং জানতঃ গীতগতীর্ব্বা জানতঃ গতিবিদো বয়মিতি বা তবোদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মাহিতাঃ হে কিতব শঠ এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাঃ স্বয়মাহূতাবাত্মামৃতেকস্তেজেত ন কোপীত্যর্থঃ ॥ ১৬॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

যাশ্চ বেণুবাদনসময়ে পতিভিরন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসংস্তাঃ সের্ষ্যমাহুঃ পতীতি গতিমন্তি মাং স্বস্য দশমীং দশাং বিন্দতীতি তাবয়মন্তি ত্বদন্তিকমায়াতা। হে অচ্যুত অত্রাপি চ্যুতোঽভূস্ত্বং কিং বিপরীতলক্ষণয়ৈব ত্বমচ্যুতনামেতিভাবঃ। তর্হি কিমাগতা ইতি চেদুদ্গীতেন মোহিতাঃ। হতবিবেকীকৃতাঃ এবঞ্চেত্তর্হি রে মূঢ়াঃ সহধ্বং বেদনামিতি তত্রাচুঃ হে কিতব শঠঃ এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতা ভীরু স্ত্বাং নির্দ্দয় মৃতেক স্ত্যজেৎ ন কোপীত্যর্থঃ। যদ্বা কিতব হে মত্ত নিশি আয়াতাঃ যুবতীঃ কঃ খলু যুবা ত্যজেৎ অত স্ত্বং বঞ্চকোঽপি বঞ্চিত এবা ভূরিতিভাবঃ। কিতবস্তু পুমান্ মত্তে বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে ইতি মেদিনী॥ ১৬॥

শ্লোকার্থঃ।——পতি সুত জন, ভ্রাতৃবন্ধুগণ, উপেখিয়ে তব আশে। তুয়া বেণু গীত, শুনিয়া মোহিত, হয়ে আসিয়াছি পাশে॥ বনে তব গতি, আছুয়ে এমতি, জানি যত গোপনারী। ত্যজি গৃহবাসে, তব পদ আশে, প্রবেশি বন ভিতরি॥ তোমা হেন শঠ, করিয়া কপট, কাননে অবলাকুলে। করি আনয়ন, বল কোন জন, উপেখয়ে নিশিকালে॥ ১৬ ॥

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং, প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং। বৃহদুরশ্রিয়ো বৃক্ষধাম তে, মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১৭॥

স্বামিকৃত টীকা।

অত স্ত্বয়া ত্যক্তানামস্মাকং প্রাক্তন ত্বদ্দর্শন নিদান হৃদ্রোগস্য তৎ সঙ্গত্যৈব চিকিৎসাং কুর্ব্বিত্যাহুঃ দ্বয়েন রহসীতি শ্রিয়োধামতে

বৃহদ্বিশালং উরশ্চ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা ভবতি তয়া চ মুহুর্মুহু র্মনো-মুহ্যতি॥ ১৭ ॥

চক্রবর্ত্তি কৃত টীকা।

কিং কর্ত্তব্যং তবমোহনপঞ্চকং কামশরপঞ্চকমিবাস্মম্মেত্রর-ন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ং জ্বলয়তীত্যাহুঃ। রহসি সংবিদং বত প্রার্থন ব্যঞ্জকং সংভাষণং প্রথমং হৃচ্ছয়োদয়ং অস্মদবলোকন হেতুকং, কন্দর্পভাবোদয়ং দ্বিতীয়ং। প্রকৃষ্টং হসিতং যত্র তথাভূতং আননং তৃতীয়ং প্রেমযুক্তমীক্ষণং চতুর্থং। শ্রিয়োধামশোভাস্পদং বৃহদ্বিস্তীর্ণমুত্তুঙ্গ মুরোরক্ষঃ পঞ্চমং। বীক্ষ্যমুহুঃ পুনঃপুনর্বিশেষতো দৃষ্ট্বা অতিস্পৃষ্টয়া অতিস্পৃহাভাব কিবন্তঃ স্পৃহিঃ তয়া মনঃ মুহ্যতে মুহ্যতি। ঔৎকণ্ঠ্যজ্বালয়া মূর্চ্ছতীত্যর্থঃ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থঃ।——রহসি সম্বাদ, চিত্ত অবসাদ, নাশে যাহে সর্ব্বক্ষণ। প্রহসিতানন, প্রেম নিরীক্ষণ, করি সবে দরশন॥ অতি অভিরাম, লাবণ্যের ধাম, পরিসর বক্ষদেশ। হেরি বার বার, হৃদয় মাঝার, স্পৃহা হয় সুবিশেষ॥ তাহে মুগ্ধ মন, ব্রজাঙ্গনাগণ, ধৈরয ধরিতে নারে। তব সুললিত, মুরলীর গীত, শুনে এলো গৃহ ছেড়ে॥ তুমি যে কৈতব, জানিলে এ সব, তবে কেন গোপীগণ। রজনী সময়ে, গৃহ উপেখিয়ে, কেন হে আসিবে বন॥ ১৭ ॥

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গতে, বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্ব-মঙ্গলং। ত্যজমনাক্ চ ন স্তৎ স্পৃহাত্মনাং, স্বজন-হৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং॥ ১৮॥

স্বামিকৃত টীকা।

তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তির্ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষামবিশেষেণ বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসনী বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলরূপা চ অত স্তৎ স্পৃহাত্মনাং ত্বৎ স্পৃহাক্রমমনসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চকার্পণ্যমকুর্ব্বন্

দেহীত্যর্থঃ কিন্তুৎ স্বজনহৃদ্রোগাণাং যদতিগোপ্যং নিসূদনং নিবর্ত্তকমৌষধং তৎ ত্বমেব বেৎসীতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ॥ ১৮ ॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

কিঞ্চ কুলবধূনাং নিরপরাধানামস্মাকং ত্বয়ৈব সংমোহ্য রাত্রৌ বনমানীতানাং ঔৎকণ্ঠ্যাগ্নিনা কেবলং প্রাণদাহনমেব ন তবাভিপ্রেতং কিন্তু স্বাঙ্গ সঙ্গদানেন প্রাণপালনমপীত্যত্র হেতুমাহুঃ। তব ব্যক্তিরভিব্যক্তিব্র্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষামেব বিশেষেণ বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসিনী অতস্তৎ স্পৃহাত্মনাং ত্বৎ কর্ত্তৃকায়াস্পৃহা অস্মদ্দর্শনোত্থা তস্যামেবাত্মা তৎ সংপূরয়িতু কামং মনো যাসাং তাসাং তাসাং ন মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজমুঞ্চকার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। তদেব কিং তত্রাহুঃ স্বজনহৃদ্রুজাং যুস্মর্জ্জনকুচরোগাণাং যন্নিসূদনং উপশমকং ঔষধং কমলমিত্যর্থঃ। তদেব যদি অস্মাভিঃ কুচেষ্বর্পয়িতুং প্রাপ্যতে তদা তে নৈব ত্বৎস্পৃহাং পূরয়িত্বা স্বপ্রাণাঃ পাল্যন্ত ইতিভাবঃ॥ ১৮॥

• শ্লোকার্থঃ।——ব্রজবাসীজন, বৃজিনবারণ, করিবারে তুমি হরি। বিশ্বের মঙ্গল, মাত্র জন্মফল, দেখাইলে অবতরি॥ আমরা সকলে, তব পদমূলে, সেবা মাত্র অভিলাষী। পতি গুরুজন, করি বিসর্জ্জন, শ্রীচরণে হই দাসী॥ আমাদের মন, গত যে বেদন, জান তুমি তাহা সব। তবে কি কারণে, নিজ দাসীগণে, ন্যাহি কর কৃপালব॥ অতএব বলি, ওহে বনমালী, নাহি ত্যজ গোপীগণে। এ শ্রীনারায়ণ, করে নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে॥ ১৮॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ, কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥১৯॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপিকাগীতমেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

অতিপ্রেমধর্ষিতা রুদত্য আহুঃ যদিতি। হে প্রিয় যত্তে তব সুকুমারং পদাব্জং কঠিনেষু কুচেষু সংমর্দ্দনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈর্দধীমহি ধারয়েম বয়ং তেনাটবী মটসি গচ্ছসি নয়সীতি পাঠে পশূনবাকাং চিদস্যাং সা আত্মানাং বা নয়সি প্রাপয়সি তৎ ততঃ তৎপাদাম্বুজং বা কূর্পাদিভিঃ সুক্ষপাষাণাদিভিঃ কিংস্বিদ্ব্যথতে কিন্তু ব্যথত ইতিভবানেবায়ুর্জীবনং যাসাং তাসাং নো ধীর্ভ্রমতি মুহ্যতীতি॥ ১৯॥

ইতি দশেমে একত্রিংশ॥ ৩১॥

চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

নন্থু ভো রসিকাঃ যৎপ্রার্থয়ধ্বে তন্মেচরণকমলং সংপ্রতিবনভ্রমণ সুখে নিমজ্জতো যুষ্মৎকুচেষু স্থাতুং নাবকাশং লভতে তত্র সরোদনমাহুঃ। যত্তে ইতি তব সুজাতমতিসুকুমারং যৎচরণাম্বুরুহং স্তনেষু দধিমহী তেনাপি ভীতা এববয়ং তেন চরণাম্বুরুহেণ অটবীং অটসীতি কাকুক্ত্যা হন্তহন্ত কীদৃশমনর্থ মসমসাহসং করোসীতিভাবঃ। নন্থু কথং ভীতাঃ স্থঃ তত্রবিশিংসন্তি কর্কশেধিতি স্তনানাং কঠোর.ত্বমেব ভয়হেতুরিত্যর্থঃ কিমিতি তর্হি রুধে তত্রাহুঃ। হে প্রিয়েতি ত্বং ভেম্বেব স্বচরণার্পণে প্রীণাসি ইতি ত্বৎসুখমালক্ষ্যেবেতিভাবঃ। কিঞ্চ তদানীং চরণেন স্তনপীড়নে ত্বৎ সুখে সাক্ষাদ্দৃষ্টেঽপি চরণসৌকুমার্য্যাদৃষ্টৈ্যব ব্যথা। অবশ্যং সম্ভবেদেবেতি শঙ্কয়াস্মাকং খেদাজ্জায়তে এবেত্যাহুঃ। শনৈর্দ্দধিমহীতি তৎসৌখ্যোপ্যার্ত্তি শঙ্কয়াখিন্নত্বমিতি মহাভাবলক্ষণ মিদং তেন ত্বৎ সংযোগেঽপ্যস্মাকং দুঃখবিধাত্রা ললাটে লিখিত মেবেতি ধ্বনিঃ। কিং কর্ত্তব্যং তপোভির্ব্বিধিং প্রতিস্তনানাং কোমলত্বে প্রার্থমানে তব সুখং নস্যাৎ কর্কশত্বে তচ্চরণানাং ব্যথেত্যুভয়থৈব সঙ্কটমস্মাকং ইত্যন্থধ্বনিঃ। ভবত্যস্মাকমেবং সংযোগয়োঃ কষ্টং ত্বন্তু স্বৈরিত্যেপি কিং কষ্টং সহসে যত্তেনাটবী মটসি কিং চরণাম্বুরুহ মেতদটব্যটনযোগ্যমিত্যুপালম্ভো ব্যঞ্জিতঃ। নন্থু যদা যন্মে মনস্যায়াতি তদা তদহং করোম্যত্র ভবতীনাং কিমিত্যত আহুঃ। তচ্চরণং ন ব্যথয়তে কিং

স্বিদপিতু ব্যথতৈব কিন্তু ত্বমেবাস্মাস্বিবস্মাঙ্গেষ্বপি নির্দ্দয় এব। কিম্বা এতামদ্দুঃখেনাতিদুঃখিন্যো ভবন্তি তস্মাদেতা দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তেন ময়া স্বদুঃখমপি কর্ত্তব্যং বোঢ়ব্যং চেত্যাশয়েন তাং ব্যথামপি ন সহসে। কিম্বা অস্মদ্দুঃখদর্শন এব তব মহাসুখমত স্তাং ব্যথামপি ত্বং সুখমেব মন্যসে। কিম্বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি ইতি ন্যায়েন যৎ পূর্ব্বং তে হৃদয়ং সুকুমারং আসীত্তদেবাস্মৎ কঠোরস্তনসঙ্গেন সংপ্রতি কঠোরমভূৎ যথা তথা এব তচ্চরণমপি স্তনসঙ্গেনৈব কঠোর মভূদতঃ। কূর্পাদিভিরপি ন ব্যথতে কিম্বা তচ্চরণস্পর্শমাহাত্মাৎ কূর্পাদয়োঽপি কোমলা এব ভবন্তি। কিম্বা ধরণ্যৈবাতিকারুণ্যাত্তন্মাধুর্য্যাস্বাদলোভা ত্বচ্চরণবিন্যাসস্থলে স্বজিহ্বাৎ উত্থাপ্যতে কিম্বা ত্বমস্মত্তোঽপি প্রেমসিন্ধু র্দৈববশাদস্মদ্বিরহসন্তপ্তো ভ্রমন্নুন্মাদদশাং প্রাপ্তঃ স্বচরণকথামপি নানুসন্ধৎসে ইত্যেব নানাকারণানি পরামৃশন্তীনাং নোঽস্মাকং ধীর্ভ্রমতি নতু কাপিনিশ্চয়ং লভত ইতিভাবঃ। নন্বেতৎ কিয়ৎ স্বদুঃখং ব্যঞ্জয়থ। অহন্তু তদ্দুঃখং ন মন্যে যেন প্রাণাস্ত্যক্ষ্যন্তীতি চেদত আহু র্ভবদায়ুষামিতি। ভবতি ত্বয়ুবায়ূংষি ভবানেব বা আয়ূংষি যাসাং তাসাং। কল্যাণবতি ত্বয়ি স্থিতত্বাদেতাবস্তিরপি কষ্টৈরস্মদায়ুষাং ন নাশ ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। ভবানিবাস্মান্ দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তোবিধিরেতৎ বিচারয়তিস্ম যদ্যাসামায়ূংষি সংপ্রত্যাস্বেব স্থাপয়িষ্যামি তদামদ্দত্তৈরপি সন্তাপৈর্দগ্ধাশুব ইমাঃ সদ্যোমরিষ্যন্তি ততোঽহং পুনঃকাভ্যো দুঃখং দাস্যামি তস্মাদাশামায়ূংষি মৎ স্বধর্ম্মিণি মদ্বন্ধৌ কৃষ্ণে নিধায় যথেষ্টমিব অম্রিয়মাণাং অপারমেব দুঃখং ভোজয়ামীতি। অতএব বয়ং ন ম্রিয়ামহে। যদ্বা। এবং ধীরেব তদনিশ্চয়াদ্ভ্রমতি। প্রাণাস্ত্বস্মাকং নিশ্চয়েন দেহান্নির্গচ্ছন্ত্যেব ইতি ত্বং সম্প্রতি পশ্যেতিভাবঃ। নন্বায়ুষিস্থিতে কথং নাশ স্তত্রাহুঃ ভবদায়ুং ত্বৎ সমর্পিতায়ুষাং। স্বায়ুষিতুভ্যমস্মাভিঃ সম্প্রতি দত্তানি তৈশ্চিরং ত্বং ব্রজে খেলেতিভাবঃ॥ ১৯॥

ইতি সারার্থং দর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। একত্রিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থঃ।——এই রূপে গোপিকার নিজ অভিলাষ। কহিতে কহিতে প্রেম হইল প্রকাশ॥ তাহে স্বতাৎপর্য্য সবে করি উপেক্ষণ। কৃষ্ণ সুখ লাগি কহে ব্রজাঙ্গনাগণ॥ ওহে কৃষ্ণ তুমি প্রাণপ্রিয় সবাকার। পঙ্কজ হইতে পদ কোমল তোমার॥ অত্যন্ত কোমল যেই তব শ্রীচরণ। ভয় পাই নিজ স্তনে করিতে ধারণ॥ নবযৌবনের জ্বালা করিতে বিদিত। করি মোরা সবে নাথ তেমন চরিত॥ অতি সুকর্কশ মানি আপনার স্তনে। তাহে থুতে যে পদ সর্ব্বদা ভয় মনে॥ হেন পদে নিশিতে হে কাননে ভ্রমণ। করিতেছ যাহা দেখি দুঃখ পায় মন॥ বনেতে আছে হে কত তৃণাঙ্কুর চয়। তাহাতে বাজিবে বলি বড় ভয় হয়॥ তব অনুগত হয় গোপিকা জীবিত। হেন দুঃখ দেওয়া তাহে না হয় উচিত॥ অতএব তেজি নাথ এত নিঠুরালি। দরশন দেহ সবে ওহে বনমালি॥ বৃন্দাবন চন্দ্র যার একান্ত শরণ। গোপাগীতা ভাষা রচে সে শ্রীনারায়ণ॥

ইতি গোপীগীতা সমাপ্তোহয়ং।

আত্মবোধ।

অর্থাৎ

শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তদর্শনান্তর্গত

আত্মতত্ত্ব বোধোপযোগি গ্রন্থ, নানা যুক্তি

সহকারে গৌড়ীয় সাধু ভাষায়

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিকর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

মূলের সহিত

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে

শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১,৭৮০।

[মূল্য (।০) চারি আনা মাত্র।]

আত্মবোধাখ্যগ্রন্থঃ।

ভূমিকা।
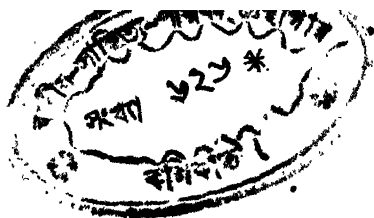
প্রণম্য ব্রজগোপালপাদাম্ভোরুহমন্বহং।
ব্যাখ্যান মাত্মবোধস্য ক্রিয়তে দেশভাষয়া ॥

পরমেশ্বরের অবিচিন্ত্য সামর্থ্য কৌশলদ্বারা উদ্ভূত এই সুবিশাল অবনীমণ্ডলমধ্যে পশু পক্ষি কীটপ্রভৃতি বহুতর ভিন্ন২ প্রাণিসমূহ অপেক্ষা মানবমণ্ডলীর জ্ঞান-জ্যোতির আতিশয্যহেতু তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে। জ্ঞান যে কি অমূল্য পদার্থ ও ইহার কীদৃক্ আনন্দ-সম্পাদকতা তাহা বাগাড়ম্বর দ্বারা অভিনয়ন করা সুসাধ্য হয় না। আমরা যৎকালে যে কোন অভিনব বস্তুর স্বরূপ কি সত্তাপ্রভৃতি জ্ঞান করিতে অগ্রসর হই, তৎকালে আমাদের চিত্তবৃত্তি অতুল আনন্দ-সন্দোহে নিমগ্না হইতে থাকে। এই কারণবশতঃ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই জ্ঞানামৃত আস্বাদ লালসায় সর্ব্বদা ব্যাকুল। বালকবৃন্দ স্বীয়২ জননীর ক্রোড়ে লালিত হইয়া উক্ত জ্ঞানামৃতের স্বাদু আস্বাদ মানসে তদীয় মুখনিঃসৃত বাক্যাবলি শ্রবণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করত স্বীয়২ মাতৃগণের স্নেহ সুধাশীকরে সিঞ্চিত হয়। যুবাগণ এই কারণবশতই নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শন-নিমিত্ত অনেকে কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও দেশ বি-

দেশ ভ্রমণে তৎপর হয়েন। এবং অনেকে পুরাণ ইতি-হাসাদির আশ্চর্য্য উপাখ্যানসমূহ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিত্য২ পণ্ডিতগণের উপাসনা করেন। কেহ২ বা স্বয়ং তদর্থাবধারণ নিমিত্ত অধ্যয়নশীল হইয়া ঘোরতর তিমি-রাবৃত রজনীতে পুস্তকোপরি নেত্র নিঃক্ষেপণ করত একাকী নিস্তব্ধ হইয়া দীপালোকের সহিত কালক্ষেপণ করেন। বৃদ্ধগণ এতদভিলাষেই আকুল হইয়া স্বীয়২ সমবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের সহিত একত্রাবস্থিতিপূর্ব্বক নিয়ত গল্পোপলক্ষে বিবিধকল্পনার জল্পনা করিয়া স্বস্ব চিত্তের পরম সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এবম্ভূত সাংসারিক অন্যান্য বস্তুর জ্ঞানামোদ অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান যে কি প্রকার আনন্দ বৃদ্ধিকর ও হিতকর হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া সীমা প্রাপ্ত হয় না। এই আত্মতত্ত্ব অনেকে অনেক রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ২ সাংসারিক সুখ দুঃখাদির সাধনভূত এতৎ স্থূলদেহকে পরম প্রেমাস্পদ বিবেচনায় আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করেন। কিন্তু জ্ঞানিগণ ক্ষণেং এতদ্দৈহিক অবস্থাসমূহের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিয়া তাহাকে অনিত্য বিবেচনা ও প্রকৃত আত্মতত্ত্বহইতে দেহকে ন্যূন প্রেমাস্পদ বোধ করিয়া তদ্রূপে স্বীকার করেন না। যদিও সামান্য দৃষ্টিতে অন্যান্যাপেক্ষা এতদ্দেহের প্রেমাস্পদতা অবধারিত আছে তথাপি ইহা রোগ শোক জরাপ্রভৃতির দ্বারা জীর্ণ হইলেও মনুষ্যাদির জীবিতাশা জীর্ণতা পায় না এইহেতু তাহাদিগের দেহকে পরম প্রেমাস্পদ বলা যায় না। এবং এতদ্দেহহইতে যৎকালে আত্মতত্ত্বের অবসৃতি হয় তৎকালে দেহের অখণ্ড অবয়বসমূহের সত্ত্বেও চৈতন্যানুভব থাকে না। এতন্নিমিত্ত কেহ২ প্রাণশ্রেণীকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন, যেহেতু প্রাণসমূহ

দেহহইতে নিঃসৃত হইলে দেহের সমুদায় চেষ্টা ও চৈতন্যের অভাব হয়। এবিষয়ে বিজ্ঞ-ব্যক্তিরা অনুমান করেন যে প্রস্তাবিত প্রাণসমূহ দেহাদির চেষ্টার নিমিত্ত বটে কিন্তু চৈতন্যের উদ্ভাবক নহে, যেহেতু তৎসমূহ বায়ুবিকার। যদ্যপি বায়ুনিচয়ের চৈতন্যাধারকতা সামর্থ্য থাকিত তবে ভস্ত্রাযন্ত্রপ্রভৃতিরও অবশ্যই চৈতন্য থাকা অনুভূত হইতে পারিত ও নিদ্রাকালেও মনুষ্যাদির জাগ্রৎতুল্য জ্ঞান ও চেষ্টাদি থাকিবার অসম্ভব হইত না। কারণ তৎকালেও প্রাণবায়ুর সত্তা থাকে, এতাবতা কেহ২ প্রাণবায়ুকে কেবল দৈহিক চেষ্টার কারণরূপে স্বীকারপূর্ব্বক মনস্তত্ত্বকে আত্মা বলিতে বাধিত হয়েন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিনিকর তাহাও মনোহর বোধ করেন না। কেননা মনস্তত্ত্ব কেবল সঙ্কল্পময় স্বভাববিশিষ্টতাহেতুক বিকারি, এজন্য অনিত্য অথচ অভিমানকারিণী বুদ্ধিবৃত্তির অধীন। অতএব অন্য কেহ২ উক্ত বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করেন, যদ্দ্বারা আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি অভিমান জন্মে। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাও স্বীকার করেন না। কারণ উক্ত বুদ্ধিবৃত্তি কেবল মায়ার কার্য্য এপ্রযুক্ত সুষুপ্তিকালে তাহা স্বীয় কারণভূত মায়াতে লীনা হইয়া থাকে। এতাবতা স্বভাবতঃ যে অজ্ঞানরূপ মায়ার কার্য্য সেও কি সমস্ত জ্ঞানের উদ্দীপক হইতে পারে? এইরূপ অজ্ঞানাত্মবাদপর্য্যন্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবৈদিক মতসমূহ স্বীকার করিলে যথার্থতত্ত্ব বোধ না হইয়া প্রত্যুত ভ্রমজালে পতিত হইতে হয়। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্ব অঙ্গীকার পুরঃসর বেদান্ত শাস্ত্রের অনুগত এই আত্মবোধাখ্য গ্রন্থ ভগবান শঙ্করাচার্য্যদ্বারা বিরচিত হইয়াছে। যে চৈতন্য পদার্থ পূর্ব্বোক্ত দেহ ও প্রাণ ও মন এবং বুদ্ধিপ্রভৃতি সমস্ত বস্তু

অবভাসনপূর্ব্বক স্বয়ং স্বপ্রকাশ স্বভাবে ঈশ্বরাদি কীট-পর্য্যন্ত সমুদায় জীবদ্দেহে আত্মারূপে ও অন্যান্য বস্তুর সত্তারূপে অবস্থান করিতেছে, সেই জ্ঞানরূপী চৈতন্য পদার্থ অনাদি ও অবিনাশী। ইহার নবীন উদ্ভব যে কোন ব্যক্তি স্বীকার করেন, তন্মতে ঈশ্বরপদার্থেরও অস্তিতা নির্দ্ধারিতা হয় না। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির স্বাভিমত ঈশ্বরপদার্থ কিরূপ তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরসৃষ্ট ভূত ভৌতিক কার্য্য ও বুদ্ধি ও মন ও ইন্দ্রিয় এসমুদায় বস্তুহইতে অতিরিক্ত শূন্য, অথবা শূন্যেরও অসাক্ষিক স্থিতির অনুপপত্তিহেতু মিথ্যা, অথচ চৈতন্যরূপ স্বপ্রকাশ সত্য পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত তাহাও মিথ্যা এইরূপ অলীক বাদাপত্তি হয়। বাস্তবিক যাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিতা অঙ্গীকার করেন তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাকে সচেতন কহেন। নতুবা অচেতন বস্তুর কর্ত্তৃত্বপ্রভৃতি কদাপি সম্ভাবিত হয় না। এতাবতা পরমেশ্বর যখন এতৎসমস্ত প্রপঞ্চপদার্থের পারিপাট্যক্রমে রচনা করিয়াছেন তখন তাহা স্বীয় জ্ঞানুসারে করিয়া থাকিবেন ইহাতে সংশয় কি? অতএব জ্ঞান পদার্থ অনাদি ও অবিনাশী ইহা বলিতেই হইবে। তবে যে তাঁহারা কেহ২ এমত কহিয়া থাকেন যে পরমেশ্বরীয় জ্ঞান নিত্য ও তাঁহাহইতে এই অনিত্য জ্ঞানসমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক কহেন কি না? যদি না কহেন তবে কি প্রকারে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধি হইবে। আর যদ্যপি তাহা কহেন তবে তিনি আত্ম চৈতন্যের সহকারে ব্যাপক কি তদ্ব্যতিরেকে ব্যাপক, কিন্তু তিনি তৎসহকারে ব্যাপক হইলে দ্বিতীয় চৈতন্যের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? তবে বরঞ্চ এমত বলা কর্ত্তব্য যে তাঁহার সেই

অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ আত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিত হইয়াও উপাধিবশতঃ বহুবিধ ভিন্ন২ রূপে প্রতীত হয়েন। যে-প্রকার আকাশপদার্থ বহুবিধ ঘট সরাবাদিতে উপহিত হইয়া ভিন্ন২ রূপে ভাসমান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরীয় চৈত-ন্যও নানা দেহেন্দ্রিয়েতে উপহিত হইয়া বহুবিধরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বর বস্তু যদ্যপি পূর্ণকাম হয়েন তবে তাহাতে তাঁহার এইসকল অনিত্য চিৎধর্ম্মী জীবকোটি সৃষ্টি করণের অপেক্ষা কি? বরঞ্চ এতৎ সৃষ্টি করণে তাঁহার অপূর্ণতা মাত্র প্রকাশ পায়। যেহেতু পূর্ণ-কাম ব্যক্তি স্বয়ং নিরপেক্ষ, এজন্য তাঁহার কোন বিষয়ক অভিলাষ উদয় হইতে পারে না। আর যদ্যপি তাঁহারা পরমে-শ্বরের পূর্ণকামতা স্বীকার না করেন তবে তাঁহাদিগের স্বাভিমত সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বসমর্থতাও অস্বীকৃতা হইবে। কেননা যে ব্যক্তি সর্ব্বসমর্থ সেই ব্যক্তিই পূর্ণ-কাম ইহা সর্ব্বসাধারণের বিবেচনাসিদ্ধ আছে। সে যাহা হউক আমাদিগের এতদ্দোষ পরিহারের উপায় আছে, কেননা আমরা তাঁহাদিগের মত নূতন আত্মচৈ-তন্য সৃষ্টি হওয়া স্বীকার করি না। কিন্তু যেপ্রকার বিশুদ্ধ চৈতন্যে পরমেশ্বরত্বোপাধি অনাদি কালাবধি কল্পিত আছে সেইরূপ উক্ত চৈতন্যের অনাদি কালাবধি কোটি২ জীবত্বোপাধিও কল্পিত রহিয়াছে। অতএব সেই অনাদি জীবসমূহের প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ পরমেশ্বরের শক্তি বিক্ষুব্ধা হইলে তৎসন্নিধিমাত্রে তাহাদিগের ভোগ্য ভোগাদির সৃষ্টি হয় ইহাতে দোষমাত্র সম্ভব হয় না। এতাবতা আমাদিগের সনাতন বেদশাস্ত্রের অভিপ্রা-য়ানুসারে বিরচিত তন্মত প্রকাশক প্রসিদ্ধ আত্মবো-ধাখ্য এই গ্রন্থ জ্ঞানান্বেষি যুবগণের পরিতোষনি-

মিত্ত গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক মূলের সহিত প্রকটিত করিতেছি বুধগণ সমবলোকন করিয়া অস্মদীয় অর্ব্বাচীনতার দোষ ক্ষমাপণপূর্ব্বক করুণাবিতরণে ক্ষমা করিবেন না। কিমলম্পল্লবিতেনেতি।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধোবিধীয়তে॥ ১।

[গ্রন্থকার প্রথমতঃ স্বাভিলষিত গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রসর হইয়া তদধিকারি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আদিম শ্লোক অবতরণ করিতেছেন]। তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ অথচ দ্বেষভাব ও বিষয়াভিলাষরহিত মুমুক্ষুগণের অপেক্ষণীয় এতদাত্ম-বোধনামক গ্রন্থ বিহিত হইতেছে। [গ্রন্থকারের এইরূপ বাক্যে ইহাই প্রতীত হয় যে, যে সমস্ত ব্যক্তিগণ পাপ-শূন্য অর্থাৎ বিহিতাকরণ ও প্রতিষিদ্ধ সেবন জন্য প্রত্য-বায়হইতে মুক্ত তাহারাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানাধিকারী।] যদিও এতৎ শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের স্পষ্টাভিধান নাই তথাচ তাহা তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ এই শব্দের তাৎ-পর্য্যাধীন অববোধ করিতে হইবে। কেননা, বিহিত কর্ম্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবন এতদ্ভিন্ন পাপ-জনক অন্য কিছু মাত্র নাই। কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের এব-ম্বিধ পাপ কদাপি জ্ঞানকৃত হয় না এবিধায় তত্তৎ সমুদায় শব্দতঃ উল্লেখ না করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞানকৃত পাপ সম্ভাবনায় চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যাদ্বারা তাহা ক্ষয় হওয়া অবধারণপূর্ব্বক ঈদৃশাভিধান অর্থাৎ "তপস্যাদ্বারা ক্ষীণ-পাপ," এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ এস্থলে ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য যে কেবল পাপশূন্যতাই যে তত্ত্ব-জ্ঞানাধিকারের কারণ এমত নহে। কিন্তু যাহারা রাগ দ্বেষশূন্য, তাহারাই আত্মজ্ঞানাধিকারী। যেহেতু দৃষ্ট

ও শ্রুত ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়সমূহে রাগ দ্বেষ সত্ত্বে কদাপি তত্ত্ব জ্ঞানাধিকার হইতে পারে না। অতএব মূলে শান্ত ও বীতরাগী বলিয়া তদুভয় দোষরহিতকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শান্ত শব্দে দ্বেষশূন্য ও বীতরাগী শব্দে রাগরহিত ব্যক্তিকে বুঝায়। যদিচ গ্রন্থান্তরে শান্ত শব্দে অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহশীলকে কহিয়াছেন তথাপি এস্থলে দ্বেষশূন্যকেই বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ এতৎ শ্লোকীয় শান্ত শব্দের অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহশীল অর্থ হইলে তাহাতেই রাগ শূন্যতার সুতরাং প্রাপ্তি ছিল তবে পুনরায় বীতরাগী শব্দ প্রয়োগ করায় মদুক্ত অর্থই স্থির হইল। এবঞ্চ যাহাদিগের অনুকূল বিষয়ভোগে রাগ ও তৎ প্রতিকূলে দ্বেষ নাই তাহারা অবশ্যই মোক্ষা-ভিলাষী। এতাবতা তাদৃশ ব্যক্তির অপেক্ষণীয় এই আত্মবোধনামক গ্রন্থ কথিত হইতেছে। অপিচ এতদ্রূপ আত্মবোধাধিকারি বিষয়ে অনেকে উক্ত করেন যে ব্রাহ্মণ সকল জাতমাত্রে ঋণত্রয়দ্বারা আবৃত হয়েন, তাহা ঋষিঋণ, দেবঋণ, ও পিতৃঋণ এইরূপ কথিত আছে। অতএব সেই ঋণত্রয় দূরীকৃত না করিয়া মোক্ষাভিলাষী হইলে অধঃপতন হয় ইহা ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যথা "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ। অন-পাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ" ॥ অর্থাৎ ঋণ-ত্রয় দূরীকরণপূর্ব্বক মনকে মোক্ষ বিষয়ে নিবিষ্ট করিবে তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি মোক্ষ সেবা করে তাহার অধঃ-পাত হয়। এনিমিত্ত কেবল বিষয়বৈরাগ্য জাত হইলেই মোক্ষানুসন্ধান করিবে না কিন্তু বেদাধ্যয়ন ও দেবতা যজন ও পুত্রোৎপাদন এতদ্দ্বারা ঋণত্রয় দূর করিয়া মোক্ষ বিষয়ে যত্ন করিবে। ফলতঃ তাঁহাদিগের এতাদৃশাভিধান বহির্জাতবৈরাগ্যের প্রতি সম্ভব হয় না। কেননা বেদেতে

কহিয়াছেন যে "যদহরেব বিরজেত্তদহরেবপ্রব্রজেৎ" অর্থাৎ যখন বিরাগ জাত হইবে তখনি সন্ন্যাস করিবে। এইহেতু শুকদেব বামদেবপ্রভৃতি অনেকে ব্রহ্মচর্য্যপর্য্যন্ত করেন নাই তবে কি তাঁহাদিগের অধঃপতন হইয়াছে? বাস্তবিক, বেদেতে ত্রিবিধ প্রকারে মোক্ষের উপায়ভূত যোগসকল বিহিত হয় ইহা শ্রীভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে উদিত হইয়াছে যথা " যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাংশ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানংকর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ নির্ব্বিন্নানাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিন্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃপুমান্। ননির্ব্বিন্নো নাতি-সক্তোভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে মনুষ্যসমূহের শ্রেয়োবিধান অভিলাষে বেদেতে মৎকর্ত্তৃক জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই প্রকার যোগত্রয় কথিত হইয়াছে যাহা ভিন্ন শ্রেয়ঃসাধনবিষয়ে কোন প্রকার উপায়ান্তর নাই। তন্মধ্যে যাহারা দুঃখদায়ক বিবেচনায় ইহপারলৌকিক বিষয়ভোগরূপ কর্ম্মফলে বিরক্ত আছে এবং তাদৃশ ফলজনক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগের জ্ঞানযোগে অধিকার, ও যাহারা কর্ম্মফলভূত বিষয় ভোগাদিতে দুঃখ বুদ্ধি রহিত প্রত্যুত তত্তৎ কামনা বিশিষ্ট, তাহাদিগের কর্ম্মযোগে অধিকার। অপর যাহারা বিষয়ভোগাদিতে অত্যাসক্ত নহে ও সম্যক্ বিরক্তও নহে, এবম্বিধব্যক্তিদিগের ভাগ্যবশতঃযদ্যপি মৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে তবেই তাহারা ভক্তিযোগাধিকারী। এইরূপ শ্রীভাগবতপুরাণীয় অধিকারি ভেদ নির্ণয়দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে যাহাদিগের সম্যক্ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে তাহারা ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থই হউক তথাপি জ্ঞানানুসন্ধান করিতে পারে। কিন্তু

যাহাদিগের বৈরাগ্যের ন্যূনতা আছে তাহারাই উক্তরূপ ঋণত্রয় দূরীকরণ করত শুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা মন্দবৈরাগ্যাবস্থায় কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানানুসন্ধান করিলে সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির অভাব-হেতু সুতরাং অধঃপতিত হইবে। কেননা বেদাধ্যয়না-দিরূপ যে ব্রাহ্মণাদির স্বকীয় ধর্ম্ম তাহা উল্লঙ্ঘনপুরঃসর জ্ঞানপথে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিলে বিহিতানুষ্ঠান ত্যাগজন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় এবিধায় তাহাদিগের পাপ ক্ষয় না হইবায় তত্ত্ব জ্ঞানাধিকার হয় না ইহাই গ্রন্থকারকর্ত্তৃক ক্ষীণপাপ শব্দে উক্ত হইয়াছে। তবে যাহাদিগের বেদাধ্যয়নাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সম্যক্ বৈরাগ্য দৃষ্ট হয় তাহাদিগের পূর্ব্বং জন্মে স্বধ-র্ম্মাদি অনুষ্ঠান সিদ্ধ হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে, যে-হেতু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির কারণরূপে বর্ণিত আছে। ১।

বোধোঽন্যসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনং।
পাকস্য বহ্নিবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিদ্ধ্যতি ॥ ২।

[যদি বল বেদেতে যে প্রকার আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকে মোক্ষ সাধন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন সেইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানু-ষ্ঠানকেও তৎসাধনরূপে কহিয়াছেন তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মি মানবগণ স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান বিষয়ে কি হেতু প্রবৃত্ত হইবে।] অতএব কহিতেছেন মোক্ষ সাধনের যে কোন অন্যরূপ উপায় আছে সে সমস্তাপেক্ষা আত্মবো-ধই এক সাক্ষাৎ উপায় (সাধন) হইয়াছে। কেননা যে প্রকার ওদনাদি পাকের প্রতি যদিও স্থালী কাষ্ঠ জলাদি-রূপ বহুবিধ কারণ আছে তথাপি বহ্নি ব্যতিরেকে পাক সিদ্ধ হয় না যেহেতু বহ্নিই তাহার সাক্ষাৎ সাধনভূত হই-

য়াছে সেইপ্রকার মোক্ষসিদ্ধির প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভৃতি অন্যান্য কারণ উক্ত হইলেও আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার সিদ্ধি হয় না। [এতদ্দ্বারা ইহাই অবধারিত হইতেছে যে পাকসিদ্ধির প্রতি স্থালীকাষ্ঠাদিরূপ যে সমস্ত কারণ আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের অভাবে পাক সিদ্ধ না হওয়ার অবশ্য সম্ভব বটে কিন্তু তাহারা ওদনাদির স্বীয়াবয়ব শৈথিল্য করণে কেহই সমর্থ নহে কেবল অগ্নিহইতেই তাহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইহেতু যে প্রকার অগ্নিকে তাহার সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন সেই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানাদি কারণ সমূহের মধ্যে একের অভাবে মোক্ষ সিদ্ধ না হইলেও তাহা সাক্ষাৎ সাধনরূপে গণ্য হয় না। যেহেতু পাকনিষ্পত্তির প্রতি বহ্নিবৎ মোক্ষের আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ কারণ হইয়াছে]। ২।

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ॥ ৩।

[তাহার প্রতি হেতু কহিতেছেন] কর্ম্ম এবং অবিদ্যা ইহাদিগের পরস্পর বিরোধিতা না থাকাহেতু কর্ম্ম কদাপি অবিদ্যাকে নিবৃত্তি করিতে পারে না! কিন্তু আলোক যেরূপ অন্ধকারের বিরোধিপ্রযুক্ত তাহাকে বিনাশ করে সেই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার নিত্য বিরোধিতা থাকাহেতু বিদ্যাই অবিদ্যাকে বিনষ্টা করে। [বেদান্ত শাস্ত্রমতে ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুই অবিদ্যাকল্পিত, অতএব কর্ম্মও অবিদ্যাকার্য্য, এনিমিত্ত তাহা অবিদ্যার বিরোধি হইতে পারে না; কিন্তু অবিদ্যা ভ্রমাত্মিকা মায়াবৃত্তি ও বিদ্যা প্রমাত্মিকা মায়াবৃত্তি এইহেতু তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ থাকাপ্রযুক্ত বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে সমর্থা হয়। যদিও বিদ্যাও

মায়াকার্য্যই বটে তথাপি তাহা প্রমাত্মিকাহেতু আত্মতত্ত্ব মাত্রাবগাহিনী এবং অবিদ্যা ভ্রমাত্মিকা নিমিত্ত নানাবিধ দ্বৈতসৃষ্টিপ্রকাশিনী, এতাবতা বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার নাশ বিষয়ে আশঙ্কা কর্ত্তব্যা নহে]। ৩।

পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েহংশুমানিব॥ ৪।

[অবিদ্যা বিনাশ হইলে কি হয় তাহা কহিতেছেন] নিত্য অখণ্ড যে আত্মতত্ত্ব তাহা অবিদ্যাহেতু খণ্ড খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায় অতএব তাহাতে অবিদ্যা উপাধিক সুখ দুঃখাদি আরোপিত হইলে আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি মিথ্যাভিমান জাত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যার দ্বারা সেই অবিদ্যার বিনাশ হইলে উপাধি শূন্য স্বয়ং আত্মা স্বরূপতঃ প্রকাশিত হয়েন। তাহাতে দৃষ্টান্ত, যেরূপ অচঞ্চল সূর্য্যমণ্ডল সচল মেঘসমূহের দ্বারা আবৃত হইলে স্বপ্রকাশ হইয়াও মলিন ও চঞ্চলরূপে দৃষ্ট হয় পশ্চাৎ মেঘাবলি অপগত হইলে যে সূর্য্য সেই সূর্য্যই থাকেন অথচ তিনি নির্ম্মলরূপে লোকনিবহের অক্ষি-গোচরে প্রকাশ পান, ঐরূপ অবিদ্যোপাধি মুক্ত হইলে স্বাভাবিক মুক্ত আত্মাও মুক্ত বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়েন। ৪।

অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥ ৫।

[যদি বল, অজ্ঞানসংজ্ঞিতা যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে বিদ্যা ও অবিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে অবিদ্যা এতদুভয়রূপে পরিণতা আছে। তবে বিদ্যা-দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া বিদ্যাসত্ত্বে কি প্রকারে আত্মার কৈবল্য হইতে পারে? কেননা কেবল শব্দের

অর্থ, ভিন্ন বস্তুদ্বারা অসংস্পৃষ্ট বিশুদ্ধ, তাহার ভাব, কৈবল্য, এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আত্মার অবিদ্যা নাশ হইয়াও মায়া কার্য্য বিদ্যার সংসর্গ থাকিলে অজ্ঞানই থাকিল এবিধায় আত্মার পূর্ব্বোক্ত কৈবল্য সিদ্ধ হইল না।] অতএব কহিতেছেন যে প্রকার কতকরেণু মলিন জলের মালিন্য সমুদায় বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনষ্ট হয় সেইরূপ অজ্ঞানদ্বারা মলিন আত্মতত্ত্বকে জ্ঞানাভ্যাসহেতুক বিশেষরূপে নির্ম্মল করিয়া জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্টা হয়। [মায়া ইহা সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণ পদার্থের সাম্যাবস্থা, যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাতা আছে, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, ও রজোগুণ বিবিধ রাগাত্মক, এবং তমোগুণ মলিন ও মোহাত্মক, এবম্বিধ এই গুণসকলের পরস্পর সংসর্গাধীন এই সমস্ত সংসার বিরচিত হইয়াছে, অতএব সাংসারিক বস্তুসমূহে উক্ত গুণত্রয়াংশ প্রতীত হয়।] সত্ত্ব গুণের কার্য্য শম ও দম ও ক্ষান্তি ও বিবেক ও স্বধর্ম্ম-বর্ত্তিত্ব ও সত্য ও দয়া ও স্মৃতি ও তুষ্টি ও ব্যয়শীলতা ও বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা ও লজ্জা ও ঋজুতা ও বিনয়িতা ও আত্ম-রতিপ্রভৃতি। রজো গুণের কার্য্য কামনা, চেষ্টা, দর্প, তৃষ্ণা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ, মদোৎসাহ, স্তুতিপ্রিয়তা, হাস্য, বীর্য্য, অন্যায় উদ্যমপ্রভৃতি। তমোগুণের কার্য্য ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভ, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, পীড়া, অলস, অনুদ্যমপ্রভৃতি। অপর এই তিন গুণে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। সুখ, দুঃখ, মোহ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। বাত, পিত্ত, কফ। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, ইত্যাদিক্রমপ্রাপ্ত অখিল কার্য্য আছে। বাস্তবিক প্রকৃতি এই জগৎসমূহের ভ্রমজনক চিত্রপট তুল্যা হইয়াছে। যাহার প্রসারণে বহুবৈচিত্রময়

সংসারকার্য্যসমূহ প্রকাশিত হয় ও সঙ্কোচনে বিনাশ হয় ইহা স্বকীয় মনের অবস্থা বিবেচনা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। যখন আমাদিগের মনস্তত্ত্ব প্রসারিত থাকে তৎকালে কতপ্রকার অদ্ভুত আলোচনা ও কল্পনার সম্ভাবনা করা যায় তাহা বর্ণনেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য, বরঞ্চ জাগ্রৎ সময়ে যে সমস্ত মানসিক ঘটনা হইয়া থাকে যদ্যপি তাহার কেহ পরিমাণ করিতে পারেন তথাপি স্বপ্নকালে যে সমস্ত আন্দোলন হয় তাহা তৎকালে প্রত্যক্ষতুল্য প্রতীয়মান হইলেও নিরূপণ করা যোগ্য হইতে পারে না। প্রাণিসমূহের অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিতে যে যে শক্তিসকল বিদ্যমান থাকে বোধ হয় তাহা সমস্তই মনের শক্তি, কারণ, মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্য্য করণক্ষম হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি ব্যতিরেকেও মনঃ স্বপ্নাবস্থায় একাকিই তাবৎ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম করে। যদ্যপি সেই বিশ্বব্যাপিকা মায়ার পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্রাংশ এই মনঃ এতাদৃশ বিচিত্র-জগৎ-কল্পনার কারণ হইল তবে স্বয়ং যে মায়া কীদৃশ প্রভাববতী তাহা কি বাক্যে নিরূপণ করা যাইতে পারে? প্রস্তাবিত: পারমেশ্বরী শক্তি সেই মায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় প্রকার রূপের মধ্যে বিদ্যা বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশতাপ্রযুক্ত স্বচ্ছা এতন্নিমিত্ত তাহা চৈতন্যের মালিন্যকারিকা না হইয়া প্রভূত দীপান্বিত কাচকুডোর ন্যায় চৈতন্যাভাসদ্বারা প্রকাশিতা থাকিয়া বিশ্বস্রষ্টার অন্তরঙ্গোপাধিরূপে অভিহিতা হয়। এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বরূপা যে অবিদ্যা তাহা স্বকীয় গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যহেতু বিচিত্ররূপা ও মালিন্যাংশ প্রধানা, এতন্নিমিত্ত স্বাবৃত চৈতন্যাভাস সমূহকে আবরণ করত জীবসমুদায়ের অন্তরঙ্গোপাধিরূপে ও পরমেশ্বরের বহিরঙ্গোপাধিরূপে নিশ্চিতা হয়।

ফলতঃ অবিদ্যার বৃত্তিরূপ অন্তঃকরণ যে প্রকার অস্মদাদির অন্তঃরঙ্গোপাধি ও দেহেন্দ্রিয়াদি বহিরঙ্গোপাধি সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এতদুভয়ই তাঁহার উভয় উপাধি হইয়াছে। অতএব শ্রীভাগবতে উক্ত উভয়কে পরমেশ্বরের অবয়ব বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। তথাচ একাদশস্কন্ধে "বিদ্যা হবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে"॥ অর্থাৎ হে উদ্ধব আমার মায়াদ্বারা বিনির্ম্মিত বিদ্যা ও অবিদ্যা এ উভয়ই আমার অবয়ব, তদুভয়দ্বারা শরীরিসমূহের ব্যতিক্রমে বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। আমরা যেপ্রকার স্বীয় অন্তরঙ্গোপাধিরূপ অন্তঃকরণদ্বারা বহিরঙ্গোপাধিরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্কোচন প্রসারণাদি করত নানাবিধ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি সেই প্রকার বিশ্বস্রষ্টাও বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার সঙ্কোচন প্রসারণাদি করত বিশ্বকার্য্য সম্পন্ন করেন, ইহাই ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব কল্পনার নিদান হইয়াছে। জীবসমূহের যেপ্রকার স্ব২ দেহে অভিমান আছে, জগন্নির্ম্মাতা পরমেশ্বরেরও সেইপ্রকার সমস্ত দেহ ও ভূত ভৌতিক কার্য্যে অভিমান রহিয়াছে। এই নিমিত্তই ঈশ্বর ও জীব সমষ্টি ও ব্যষ্টি শব্দে উক্ত হয়। সমষ্টি, যেপ্রকার নানা তরঙ্গায়িত জলসমূহের প্রত্যেক২ তরঙ্গ পৃথক২রূপে কথিত না হইলে মহাসমুদ্র নামে উক্ত হয়, সেইপ্রকার নানাজীবাকর বিশ্বনির্ম্মাতা সামস্ত্যরূপে অভিহিত হইলে পরমেশ্বর বলিয়া খ্যাত হয়েন। এবং ব্যষ্টি যেরূপ উক্ত সামুদ্রিক তরঙ্গসমুহ প্রত্যেকে স্থূলতরঙ্গ ও সূক্ষ্মতরঙ্গ ইত্যাদিক্রমে ব্যপদিষ্ট হয়, সেইরূপ সমস্ত জীবাদির পৃথক২ কথনেচ্ছায় মনুষ্য জীব এবং পশু জীব ইত্যাদি প্রকারে উল্লেখিত হয়। এইরূপ সমস্ত বৃক্ষের একত্রা-

ভিধানে বন ও তাহার পৃথক২ অভিধানে আম্রবৃক্ষ ও জম্বুবৃক্ষ ইত্যাদিরূপে উক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড যে পরমেশ্বরের শরীর, তাহার প্রামাণ্য বিষয়ে অন্তর্যামি ব্রাহ্মণ ও পুরুষসূক্তপ্রভৃতি ভূরি২ বেদ ও নানাপ্রকার স্মৃতি বিদ্যমানা আছে। এস্থলে তাহার সঙ্কলনে প্রয়োজন নাই। ৫।

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্‌ভবেৎ॥ ৬।

[অধুনা জ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষকারণতা অবধারণের নিমিত্ত সংসারকে অজ্ঞান কার্য্য বলিয়া দর্শাইতেছেন]ঃ যেহেতু রাগদ্বেষাদিযুক্ত এই সংসার স্বপ্ন তুল্য অর্থাৎ স্বপ্ন যে প্রকার অন্তঃকরণের ভ্রান্তিদ্বারা আত্মাধিষ্ঠানে বিবিধরূপে কল্পিত হয় সেই প্রকার এই সংসারও ব্রহ্মাধিষ্ঠানে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অতএব স্বাপ্নিক কল্পনা যেরূপ স্বপ্নকালেই সত্য ও জাগ্রৎ কালে অসত্য, সেইরূপ সংসারসমস্তও অজ্ঞানাবস্থায় সত্য ও জ্ঞানাবস্থায় অসত্য ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। এতাবতা এক মাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানমূলক সংসার রূপ বন্ধ নিবারণের প্রত্যক্ষ উপায়রূপে নিশ্চিত হইতেছে। স্বপ্ন পদার্থ মনেরই কল্পনা, যেহেতু মনঃ স্বভাবতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থায় থাকিয়াই নানাবিধ চিন্তায় নিযুক্ত হয়, কিন্তু জাগরণকালে তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশ থাকায় চিন্তিত বিষয়সকল স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষ তুল্য প্রতীত হয় না। স্বপ্নাবস্থায় তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশের শৈথিল্য হওয়ায় তৎকালে সে যে সকল চিন্তা করে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় ভাসমান হয়। আহা! উক্ত স্বপ্ন কি অদ্ভুত পদার্থ! উহাকে

নিরূপণ করিতে উপস্থিত হইলে বিশ্বনির্ম্মাতার অবিদ্যা শক্তির অঘটঘটনাকারিত্বই অনুভূত হইয়া থাকে। কেনন্ না অবিদ্যা শক্তির এক অতি ক্ষুদ্রাংশমাত্র মনই উক্ত অবস্থায় কার্য্যোৎপত্তির সমুচিত কারণ ব্যতিরেকেও অকস্মাৎ প্রাসাদ, অট্টালিকা, গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নদ, নদী, গ্রহ, নক্ষত্রপ্রভৃতি সৃষ্টি করে। স্বপ্নদর্শি ব্যক্তি যৎকালে প্রস্তাবিত ঐ সকল অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করে তৎকালে সে একাকী এক ক্ষুদ্রতম গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাকে অথচ জাগ্রৎপ্রায় কত২ বৃহদ্বস্তু ও কত শত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব মধ্যস্থ শত্রুপ্রভৃতিকে সন্দর্শন এবং তাহাদিগের সহিত আলাপন করে, তাহার সীমা নাই। ইহাতেই বোধ হয় যে মনই তৎকালে স্বয়ং নানাবিধরূপে পরিণত হয়। সে আপনিই ব্যাঘ্র হইয়া আপনাকে ভয় দেখায় ও আপনিই মহিলা হইয়া আপনাকে আলিঙ্গন করে এইরূপ সমস্ত ঘটনাই মনঃহইতে উদ্ভূতা হয়। বস্তুতঃ যদিও উক্ত কল্পনাজাল অসত্য তথাপি তাহা তৎকালে সত্যবৎ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে আর তাহা কিছুই থাকে না। প্রস্তাবিত স্বপ্নাবস্থা যে প্রকার মনের দ্বারা কল্পিত সেই প্রকার জাগ্রৎ অবস্থায়ও তদ্দ্বারা কল্পিত, ইহা অনুমানের অবিরুদ্ধ ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধও বটে। তথাচ শাস্ত্রং "জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণোজীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ"॥ অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এতৎ সমুদায় অবিদ্যাগুণহেতুক বুদ্ধির পরিণতি এবং আত্মতত্ত্ব উক্ত জাগ্রদাদি অবস্থার বিপরীত অথচ ঐ সকলের সাক্ষিস্বরূপ হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্থূলদেহের নিবৃত্তি ও উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীভাগবত পুরাণে এই রূপ উক্তি রহিয়াছে যে "স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥" অর্থাৎ যেরূপ জীব স্বপ্নকালে সকল দৃষ্ট রাজাদি ও শ্রুত ইন্দ্রাদির আধিপত্য স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত সংস্কারবশতঃ উক্ত অবস্থায় স্বয়ং রাজা বা ইন্দ্র হইয়া তত্তদুপাধিনিষ্ঠ সুখ দুঃখাদি ভোগ করে এবং উক্ত ভোগকালীন স্বকীয় পূর্ব্বদেহ ও পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়, সেইরূপ মুমূর্ষু কালে তাহাদিগের কর্ম্ম প্রেরিত মন যেং দেহে অভিনিবিষ্ট হয় তত্তৎ দেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন সুতরাং পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হয়। ইহাকেই মরণ কহি। যেহেতু উক্ত পুরাণের একাদশ স্কন্ধে কহিয়াছেন যে "জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতি"। অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ জন্তুদিগের পূর্ব্বদেহবিষয়ক যে অত্যন্ত বিস্মৃতি, তাহাই মৃত্যু বলিয়া খ্যাত হয়। এবং সেই প্রকারে পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হইয়া যে দেহে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হয় তদ্দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাকেই জন্ম বলিয়া প্রস্তাবিত পুরাণে উক্ত করেন যথা "জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ। বিষয়স্বীকৃতং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ"॥ অর্থাৎ হে ভূরিদ উদ্ধব, পুরুষের স্বপ্ন এবং মনোরাজ্যকালিক দেহান্তর প্রাপ্তিবৎ অন্য দেহে তদপেক্ষায় সর্ব্বতোভাবে যে আত্মীয়তা স্বীকরণ (অভেদ ভাবনায় অভিমান প্রকাশন) তাহার নাম জন্ম, ইহা পণ্ডিতগণ কহেন। অতএব আত্মার দেহ বা গুণ অথবা কর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায়ই অবিদ্যার বৃত্তিরূপ মনোদ্বারা স্বপ্নবৎ কল্পিত হয় ইহাও সেই পুরাণের দ্বাদশস্কন্ধে কথিত আছে যথা "মনঃ সৃজতি-বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততোজীবস্য সংসৃতিঃ"॥ অর্থাৎ আত্মার দেহ ও গুণ ও কর্ম্ম এই সকল মনই সৃষ্টি করে এবং এই

মন মায়াহইতে সৃষ্ট হয় তন্নিমিত্তই জীবের সংসারাপত্তি হইয়া থাকে। যদি বল এতৎ বিশ্বকার্য্য সমুদায় মনঃ কল্পিত হইলে যাহার যাহা মনঃ কল্পিত তাহা সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারে অন্যে তাহা কিরূপে পারিবে? কেননা এক ব্যক্তির স্বপ্ন অন্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না! উত্তর, তাহা সত্য বটে, ফলতঃ যদ্যপি এতৎ সমস্ত জগৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা কল্পিত হইত তবে তাহা অন্যের প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাহা সমস্ত জীবাভিমানি পরমেশ্বরের অবিদ্যা শক্তি, যাহা ব্যস্ত (বিভক্ত) অসীম জীবের অন্তঃকরণোপাধির আকর হইয়াছে তদ্দ্বারা কল্পিত হইলে কিহেতু সকল জীবের প্রত্যক্ষ না হইবে? অতএব একের অসত্তায় অন্যের অসত্তা বা একের সত্তায় অন্যের সত্তা ইহা সম্ভাবিত নহে। কারণ ব্যবহারাবস্থায় অর্থাৎ যাবৎ কৈবল্য না হয় তাবৎ এই সমস্ত জগৎ অসত্য হইয়াও সত্য, পশ্চাৎ তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা কৈবল্য লাভ হইলে নিদ্রাচ্যুত ব্যক্তির স্বপ্ন নাশবৎ সংসার নাশ হইয়া থাকে ইহাই এতৎ শ্লোকের অভিপ্রায়। ৬।

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ং।। ৭।

[ভ্রমাত্মক বস্তুর অধিষ্ঠান তত্ত্বের জ্ঞানব্যতিরেকে ভ্রম নিবৃত্তি হয় না কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভ্রান্তি কল্পনার বিনাশ হয় ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন]। যেরূপ শুক্তিতত্ত্বের অজ্ঞানহেতু তদধিষ্ঠানে রজত ভ্রম হইলে যাবৎ শুক্তি জ্ঞান না জন্মে তাবৎ শুক্তিকে রজত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, পশ্চাৎ শুক্তিজ্ঞান হইলে রজতের অসত্যতা প্রতীতি হয়, সেইরূপ যাবৎ সমস্ত

বিশ্বভ্রান্তির অধিষ্ঠান (আশ্রয়) ভূত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগতি না হয় তাবৎ জগৎকার্য্যসকল সত্যরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। [রজত যেপ্রকার শুক্তিকাধিষ্ঠানে ভ্রান্তিকল্পিত ও স্বপ্ন যেরূপ আত্মাধিষ্ঠানে মনঃকল্পিত, জাগ্রদবস্থাও সেইরূপ ব্রহ্মাধিষ্ঠানে অবিদ্যাকল্পিত অতএব অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে তাহার বিনাশ হয়। স্বপ্ন পদার্থকে কেহ২ স্মৃতি বলিয়া অঙ্গীকার করেন কিন্তু তাহা স্মৃতি হইলে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবভাসমান কেন হইবে, বিশেষতঃ স্বপ্নেও এক প্রকার স্মৃতি হইয়া থাকে তদবস্থায় বহুকাল দূরদেশে স্থিতি করিয়া স্বদেশীয় কোন প্রণয়ির প্রণয় স্মরণেও ব্যাকুল হইতে হয়। এতাবতা স্বপ্ন কদাপি স্মৃতি নহে কেবল মনের স্বকীয় ভ্রামক সামর্থ্যদ্বারা আত্মাধিষ্ঠানে কল্পিত ইহা যথাবস্থিত আত্মার জ্ঞান হইলে যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ জগৎকার্য্যও তত্ত্বজ্ঞানে বিলীন হইয়া থাকে। এই রূপ এতৎ শ্লোকে বিশ্বভ্রান্তি বিষয়ে আত্মতত্ত্বের বিবর্ত্তকারণতা উল্লেখ হইল। বিবর্ত্ত শব্দে তাহাকেই কহি যাহা পরিণাম কারণ অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি হইয়া কার্য্য মাত্রে অনুগত হয়, যেপ্রকার অন্তঃকরণের পরিণামদ্বারা উৎপন্ন ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যের প্রতি শুক্তি। কেননা শুক্তিতত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা রজত কার্য্যের পরিণাম কারণভূত ভ্রান্তির বিনাশ হইলেও বিবর্ত্ত কারণ রূপ শুক্তি খণ্ডের বিনাশ হয় না। সেইরূপ জগৎ কার্য্যের বিনাশে তাহার বিবর্ত্ত কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব যাহা সত্তা-সামান্যরূপে কার্য্যমাত্রে অনুগত আছে তাহার বিনাশ হয় না।]। ৭।

উপাদানেঽখিলাধারে জগন্তি পরমেশ্বরে।
সর্গস্থিতিলয়ান্ যান্তি বুদ্বুদানীব বারিণি॥ ৮॥

[অধুনা বিশ্বের প্রতি পরমাত্মার পরিণাম কারণতা দর্শাইয়া অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন]। যেপ্রকার সুবর্ণপিণ্ডে কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারসমূহ কল্পিত হয় সেইপ্রকার জীবাজীব সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থিত, নিত্য অথচ ব্যাপক স্বরূপ সপ্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি শক্তির সহিত উল্লেখিত ব্রহ্মেতে বিবিধপ্রকারে ভাসমান এই জগৎ সমুদায় বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছে। [কার্য্যমাত্রের উৎপত্তিবিষয়ে সর্ব্বত্রই কারণত্রয়ের অর্থাৎ বিবর্ত্তকারণ ও পরিণাম কারণ এবং নিমিত্তকারণ এই সকলের অপেক্ষা আছে, তন্মধ্যে যাহা স্বরূপবিক্রিয়া না পাইয়াও কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে তাহাকে বিবর্ত্তকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যে ঘটত্ব ও শুক্তিতে ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যে শুক্তি। এবং যাহা বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে প্রবিষ্ট থাকে তাহাকে পরিণামকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যে মৃত্তিকা ও শুক্তিতে ভ্রমাত্মক রজতকার্য্যে অন্তঃকরণের ভ্রান্তি, অপর যাহার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিণাম কারণের রূপান্তর হইতে পারে না, তাহাকে নিমিত্তকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যের প্রতি চক্র, দণ্ড, কুলালপ্রভৃতি ও শুক্তি রজত কার্য্যে চক্ষুঃপীড়ক কাচ কামলাদি। পূর্ব্ব শ্লোকে বিশ্ব কল্পনা বিষয়ে পরমাত্মাকে ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যের বিবর্ত্তকারণ শুক্তির ন্যায় বিশ্বের বিবর্ত্তকারণ বলা হইয়াছে এক্ষণে কেহ যদ্যপি তাহার পরিণামকারণ অন্য কিছু থাকা বিবেচনা করেন তৎপরিহারার্থ সপ্রকৃতিক পরমাত্মাকেই বিশ্বের পরিণামকারণ বলিয়া উল্লেখ করিলেন]। ৮।

যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতোবিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্‌ভিন্নবদ্ ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ। ৯।

[সংপ্রতি এক বস্তুর ভিন্ন২ রূপে প্রতীতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত

দর্শাইতেছেন]। আকাশ যেপ্রকার এক বৃহৎ বস্তু হইয়াও ঘটশরাবাদি বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উপাধির ভিন্নতাহেতু শরাবাকাশ ঘটাকাশ এরূপ ভিন্ন২ প্রতীতির বিষয় হয় ও সেই উপাধির নাশ হইলেও পূর্ব্বসিদ্ধ একরূপেই থাকে সেইপ্রকার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা দেবতামনুষ্যাদি উপাধিতে গত হইয়া ভিন্ন২ রূপে প্রকাশিত প্রায় বোধ হয়েন ও সেই উপাধিসমূহের নাশে যে এক, সেই একই থাকেন। ৯।

নানোপাধিবশাদেবং জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদিভেদবং॥ ১০।

[যদি বল উপহিত বস্তুতে উপাধির ধর্ম্ম কি প্রকারে দৃষ্ট হয় ইহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন]। যেপ্রকার বিশেষ২ বস্তু সংযোগে জলেতে রসবর্ণপ্রভৃতি আরোপিত হইয়া থাকে সেইপ্রকার নানা উপাধিবশতঃ জাতি নাম আশ্রয়প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হয়। ১০।

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥ ১১।

[অধুনা আত্মার দেহাদি উপাধি নিরূপণ করত প্রথমতঃ স্থূল দেহ বিবেচনা করিতেছেন]। পঞ্চীকৃত অর্থাৎ এক২ ভূত প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত এবম্ভূত মহাভূতহইতে প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ সম্ভূত এতৎ স্থূল শরীর সুখ দুঃখের ভোগায়তনরূপে উক্ত হয়। [ইদানীন্তন কোন২ বিজ্ঞমানি ব্যক্তিগণ জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম স্বীকার করেন না বোধ করি তবে তাঁহারা যে জগৎকারণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন তাহাও মৌখিক হইবে। কেননা যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁহারা অবশ্যই জীবের পূর্ব্ব২ অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাদি-

গের জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার না করাতেই ঈশ্বর স্বীকার না করা প্রতীতি হইতেছে, যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বসামর্থ্যমত্তাহেতু পূর্ণ, এনিমিত্ত সর্ব্ব নিরপেক্ষরূপে পরম সুখবিশিষ্ট, কারণ যাহার কোন বিষয়ে অপেক্ষা না থাকে তাহাকেই পূর্ণ ও পরমসুখী বলা যায়, অপেক্ষা সত্ত্বে তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না। তবে তাঁহারা যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন তিনি পূর্ণ হইয়া কি অপেক্ষায় নূতন জীবসমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং কেনইবা সর্ব্বত্র সম হইয়া তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে সুখী কাহাকে দুঃখী এই রূপ বিষম কর্ম্ম করিলেন। অপর প্রস্তাবিত ব্যক্তিরা যদ্যপি পরমেশ্বরের পূর্ণতাতেও অস্বীকৃত হয়েন তবে তাঁহার সর্ব্বসমর্থতার অভাবহেতু সুতরাং ঈশ্বরত্বেরও অভাব হইবে। অপিচ ঈশিতা শক্তিমান্‌কে ঈশ্বর বলি যদ্যপি সৃষ্টির পূর্ব্বে কেহই ঈশিতব্য ছিল না তবে তাঁহার ঈশ্বরত্বও ছিল না ইহা কেন না বলা যাইবে। অতএব ঈশ্বর পদার্থ যেরূপ নিত্য সেইরূপ জীবসমূহও নিত্য ইহা না বলিলে নবীন রাজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তির রাজত্বের পূর্ব্বে তাহাকে লাভের রাজা বলা অযোগ্যের ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে তৎকর্ত্তাকে ঈশ্বর বলাও যোগ্য হয় না। আমরা ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদিগের অনাদি শুভাশুভ কর্ম্মাধীন উচ্চ নীচ ভাব প্রাপ্তি অভিধান করি। ইহা হইলে ঈশ্বরের অপূর্ণতা বা বিষমতা কিছুমাত্র সম্ভব হয় না। স্বতঃ পূর্ণব্যক্তি পরানুরোধে কার্য্য করিলে তাহাকে কখনই অপূর্ণ বলা যায় না। অতএব হে পাঠকগণ আপনারা তাদৃশ ছদ্ম নাস্তিকের মতে নিষ্ঠীবন পূর্ব্বক স্বজাতীয় সনাতন শাস্ত্রে সমাদর প্রকাশ করুন।] ১১।

পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং ॥ ১২।

[ইদানীং সূক্ষ্মশরীর বিবেচনা করিতেছেন]। পঞ্চ প্রাণ ও মন এবং বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্ত দশাবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চী ক্রিয়া অপ্রাপ্ত তন্মাত্রনামক ভূত নির্ম্মিত সূক্ষ্ম দেহ জীবসমূহের সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন হয়। [গ্রন্থা-ন্তরে এতদ্দেহকেই লিঙ্গদেহ বলিয়াছেন ইহা জাগ্রদ্দেহের উপলব্ধি-বিরামে স্বপ্নকালে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এত-দ্দেহের বিশেষ কোন আকার নাই কিন্তু অন্তঃকরণই প্রস্তাবিত দেহ বলিয়া কথিত হয় যেহেতুক তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিপ্রভৃতির উদ্ভাবক হইয়াছে, প্রাণও অন্তঃ-করণের অধীন অতএব তাহার ইচ্ছা ও জ্ঞান এবং ক্রিয়া শক্তিমত্ত্ব উল্লেখিত আছে। প্রাণের অন্তঃকরণাধীনত্ব বিষয়ে জীবের স্বেচ্ছাধীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনাদি-কর্তৃ-ত্বই প্রবল প্রমাণ, তবে যে অঙ্গ অবশীভূত হইয়া অন্তঃ-করণের দ্বারা চালিত না হয় তাহাতে প্রাণের সম্যক্-গতিও থাকে না ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। বিশে-ষতঃ মনের অনুগামি জীবসমুহের জন্ম মরণাদি পূর্ব্বেই নিরূপণ করা গিয়াছে]। ১২।

অনাদ্যবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ১৩।

[সংপ্রতিকারণশরীর নির্দ্দেশপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বকে উক্তো-পাধিত্রয়ের বিপরীত বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন]। অনা-দি অথচ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ নির্ব্বচন করণাশক্যা যে অবি-দ্যা তাহা কারণোপাধিরূপে উক্ত হয়। কিন্তু আত্মত-ত্ত্বকে উক্তোপাধিত্রয়হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হইবে।

[যেহেতু অবিদ্যাহইতে জাগ্রৎ স্বপ্নাদিময় সংসারসকল উদ্ভূত হয় এবং সুষুপ্তি সময়ে তাহাতে লীন হইয়া থাকে অতএব তাহা কারণশরীর বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে]। ১৩।

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময়ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকোযথা ॥ ১৪।

[এইরূপ আত্মার উপাধিত্রয়হইতে ভিন্নতা প্রতিপাদন পুরঃসর অধুনা তাঁহার পঞ্চকোষ-বিলক্ষণতা অভিধান করিতেছেন]। যেপ্রকার শুদ্ধ স্বভাব স্ফটিক নীল বস্ত্রাদি যোগহেতুক তত্তদ্বস্ত্রের নীলতাদি বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ অন্নময়প্রভৃতি পঞ্চ কোষাদি যোগদ্বারা আত্মা তত্তন্ময় তুল্য হইয়া থাকেন। [পঞ্চকোষের নাম অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। তন্মধ্যে পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন বিকার হইতে জাত স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলি কেননা কোষ যে প্রকার খড়গাদিকে আচ্ছাদন করে দেহও সেই প্রকার আত্মাকে আচ্ছাদন করে, অতএব তাহা কোষ পদে অভিহিত হয়। এতৎ কোষধর্ম্মাধ্যাসে আমি স্থূল ও আমি কৃশ ইত্যাদি দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ হইয়া থাকে। প্রাণময় কোষ, দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টা সাধন প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক। তদ্দ্বারা আমি ক্রিয়াবান আমি ক্ষুৎপিপাসাবান এবম্প্রকার প্রাণধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। মনোময় কোষ মনোমাত্র, যদ্দ্বারা অসন্দিগ্ধ আত্মার সংশয়বিশিষ্টতা অধ্যাস হয়। বিজ্ঞানময় কোষ বুদ্ধি, তদ্দ্বারা আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। আনন্দময় কোষ কারণোপাধি, তদ্দ্বারা সামান্য প্রিয়মোদ রহিত আত্মার প্রিয়মোদবিশিষ্টতা অধ্যস্তা হইয়া থাকে]। ১৪।

বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ।
আত্মানমান্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা ॥ ১৫।

[অধুনা পঞ্চকোষহইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে বিবেচনা করিবার প্রকার কহিতেছেন]। যেপ্রকার অবঘাতদ্বারা ধান্যপ্রভৃতির তুষাদি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ তণ্ডুল গ্রহণ করা যায়, সেইপ্রকার যুক্তিরূপ অবঘাতদ্বারা আত্মার দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে দূর করিয়া বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বকে বিবেচনা করিবে। [সে যুক্তি এইরূপ, এতদ্দেহ আত্মা নহে যেহেতু জড়, এবং এতৎ প্রাণসমূহও আত্মা নহে যেহেতু বায়ু, কেননা বাহ্য বায়ু অচেতন তাহাও সেইরূপ অচেতন, অপর এতৎ মনও আত্মা নহে কারণ তাহা বিকারি। এবং বুদ্ধিও আত্মা নহে কারণ তাহার স্বকীয় কারণীভূত অবিদ্যাতে লয় থাকাপ্রযুক্তই তাহাকেও জড় বলা যায় এইরূপ কারণোপাধিও আত্মা নহে যেহেতু তাহা সমাধিতে লীন হয়, অতএব এতৎ পঞ্চকোষহইতে ভিন্ন ও তদ্বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত আত্মতত্ত্ব ইহাই বিবে-চনীয়]। ১৫।

সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১৬।

[এইরূপে আত্মার পঞ্চকোষ বিলক্ষণতা উক্ত করিয়া ইদানীং তাঁহার সর্ব্বগতত্ত্ববিষয়ক আশঙ্কা পরিহার করি-তেছেন]। আত্মতত্ত্ব যদিও সর্ব্বগত, তথাপি তাহার সর্ব্বত্র প্রকাশ নাই, কারণ অবিদ্যাকল্পিত অন্যান্য সর্ব্ব পদার্থই মলিন অতএব তাহা কেবল বুদ্ধিতেই প্রতিভাস-মান হয়। এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত, যেপ্রকার সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্তুতে প্রকাশিত না হইয়া জলাদি স্বচ্ছ বস্তুতেই প্রকাশিত হয় সেইরূপ। ১৬।

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণং।
তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা॥ ১৭।

অতএব আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমস্তহইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ও উক্ত সমস্ত বিষয়ের সাক্ষি স্বরূপ জ্ঞান করিবে। যেপ্রকার রাজার ক্ষমতাদ্বারা ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষেরা যেসকল কর্ম্ম করে, তাহাতে একমাত্র রাজারই প্রভুত্ব থাকে সেইপ্রকার দেহেন্দ্রিয়াদিগণ যে সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করে তাহাতে মাত্র আত্মারই এক প্রভুত্ব আছে। আত্মা না থাকিলে তাহারা কেহই স্ব স্ব ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন হইতে পারে না। ১৭।

ব্যাপৃতেস্বিন্দ্রিয়েস্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনাং।
দৃশ্যতেহভ্রেষু ধাবৎস্থ ধাবন্নিব যথা শশী॥ ১৮।

জীবের ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, কিন্তু অবিবেকিগণ আত্মতত্ত্বকেই ব্যাপারশালিরূপে বিবেচনা করে মেঘসমূহ ধাবমান হইলে অজ্ঞেরা চন্দ্রকে ধাবমান বিবেচনা করে। ১৮।

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ॥ ১৯।

যেপ্রকার লোকসমূহ সূর্য্যের আলোককে আশ্রয়পূর্ব্বক স্বীয়২ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্ম চৈতন্যকে আশ্রয় পুরঃসর দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ইহারা স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। [আধুনিক যুবগণ যাঁহারা কেবল বিজাতীয় শাস্ত্রাধ্যয়নেই প্রাপ্তসংস্কার হইয়াছেন তাঁহারা মনঃ পদার্থকে জড় না বলিয়া চৈতন্য স্বরূপ বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই বিবেচনা সদ্বিবেচনার বহির্ভূত। কেননা যে মনস্তত্ত্ব শরীরের সহিত

ভূয়োভূয়ঃ বিকারপ্রাপ্ত হয়, সেই সবিক্রিয় বস্তুকে কি প্রকারে চৈতন্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে। দেখ বাল্যকালে আমাদিগের মনঃ যে প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত ছিল পৌগণ্ডাদিক্রমে তাহার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইহা বিবেচনা করিলে এক ব্যক্তির মনের দ্বারা যে পূর্ব্বাপর সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে তাহা কখনই বোধ হয় না। যখন প্রত্যেক২ অবস্থায় মনের এতাদৃশ অবস্থার প্রভেদ হয় তখন যে তাহা চৈতন্যস্বভাব হইবে ইহার সম্ভব কি? চৈতন্যপদার্থ স্বয়ং অবিক্রিয় এনিমিত্ত সর্ব্বকাল সমভাবস্থায়ী, ইহা না বলিলে বিশ্বাধার পরমাত্মাকেও সবিকার বলিতে হয় অথচ তিনি নির্ব্বিকার চিন্মাত্র স্বরূপ বলিয়া সর্ব্ববাদিমতে প্রসিদ্ধ আছেন। দেহের সহিত মনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা কি কহিব, কাম ক্রোধ শোক বিষাদ দৈন্য ইত্যাদিদ্বারা তাহার ক্ষণে২ বিকার প্রাপ্ত হওয়া কোন্ ব্যক্তির অপ্রত্যক্ষ, বিশেষতঃ মাদকাদি দ্রব্য আহারজন্য মনঃ যে কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। অতএব মনস্তত্ত্বকে কদাপি চৈতন্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে না]। ১৯।

দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যস্যন্তেঽবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ॥ ২০।

[যদি বল দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মা না হইলে আমি স্থূল আমি কৃশ আমি করি আমি যাই এরূপ ভান কেন হয়, অতএব কহিতেছেন]। যেপ্রকার অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মেঘাদি শূন্য নির্ম্মল আকাশে নীলত্বাদির আরোপ করে, সেই প্রকার শুদ্ধ সজ্জ্ঞান স্বরূপ আত্মাতেও অবিবেকদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির গুণ ও কর্ম্ম সকল আরোপিত হইয়া থাকে। ২০।

অজ্ঞ নান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যন্তেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদি যথাম্ভসঃ ॥ ২১।

যেপ্রকার জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমণ্ডলে জলীয় চলনাদি কল্পিত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানহেতু অন্তঃকরণোপাধির কর্ত্তৃত্বাদি আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে। ২১।

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদিবুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥ ২২।

[অধুনা অন্তঃকরণধর্ম্ম রাগেচ্ছাদির অনাত্ম ধর্ম্মতা প্রতিপাদন করিতেছেন]। যেহেতু মনুষ্যাদির জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদুভয়াবস্থায় বুদ্ধির সদ্ভাব নিমিত্ত রাগ ও ইচ্ছা ও সুখ ও দুঃখপ্রভৃতি প্রবৃত্ত হয়, সুষুপ্তি সময়ে উক্ত বুদ্ধির স্বীয় কারণে লয় হইলে প্রস্তাবিত রাগাদি থাকে না, সেইহেতু তৎসমস্ত বুদ্ধির গুণ নচেৎ আত্মার গুণ নহে। [তর্কশাস্ত্রে রাগেচ্ছাপ্রভৃতিকে আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণন করেন কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্ত মতকে উত্তমরূপে বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ আত্মপদার্থকে বেদে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া অভিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাগ ইচ্ছা সুখ দুঃখপ্রভৃতি আত্মার গুণ হইলে ঐ সকল গুণ তাহার স্বাভাবিক হইতে পারে, তাহা হইলে মুক্ত ব্যক্তিরও উক্ত সকল গুণ থাকার সম্ভব অথচ দৃষ্ট হয় না, কেননা বদ্ধের ন্যায় মুক্ত ব্যক্তিরও যদ্যপি রাগেচ্ছাদি গুণ থাকে তবে বদ্ধ ও মুক্ত এতদুভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না। যদি বল রাগেচ্ছাদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ঐ সকল গুণ তাহার নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ জন্মে, সুতরাং আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই তৎসমস্ত প্রকাশ পায়। অতএব মুক্তব্যক্তির মনের সমাধি হইলে তদবস্থায় রাগাদির উদয় না হওয়া ও

বদ্ধ ব্যক্তির মন থাকাপ্রযুক্ত তাহা হওয়া ইহাই বদ্ধ ও মুক্তের প্রভেদক। উত্তর, ইহাও অযোগ্য, কেননা যদ্যপি আত্মার রাগেচ্ছা সুখ দুঃখপ্রভৃতি আত্মাতে মনঃ-সংযোগ ব্যতিরেকে উদয় না হয় তবে মুক্তব্যক্তির মনঃ সমাহিত হইলে তাহার সুখেরও উদয় হইতে পারে না, সুতরাং বেদে মুক্তব্যক্তিকে যে পরমসুখী বলিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ মুক্তিতে যদ্যপি সুখ সম্বন্ধ না থাকে তবে মনুষ্যগণ কি হেতু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। অপর যদি বল, মুক্তদিগের তাৎকালিক সুখ দুঃখাভাবই সুখ তাহা হইলে অচেতন লোষ্ট্র খণ্ডকেও সুখী বলা যাইতে পারে। অতএব রাগেচ্ছাদি কদাপি আত্মার গুণ নহে।] ২২।

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ॥ ২৩।

[আত্মার স্বভাব নির্ব্বচনদ্বারা প্রতিপাদিতার্থকেই স্থির করিতেছেন]। যেপ্রকার সূর্য্যের স্বভাব প্রকাশ, জলের স্বভাব শীতলতা, অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, সেইরূপ আত্মার স্বভাব, সত্তা, জ্ঞান আনন্দ ও নিত্যনির্ম্মলতা। [যথার্থতঃ যেরূপ সূর্য্যাদির স্বীয়২ স্বভাব কদাপি পরিবর্ত্তিত হয় না সেইরূপ আত্মারও স্বকীয় স্বভাবের কখনই পরিবর্ত্তন নাই। এনিমিত্ত তাহাতে রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখাদি নানা-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্ভাবিত হইতে পারে না]। ২৩।

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।। ২৪।

[যদি বল আত্মার সত্তাজ্ঞানাদি ভিন্ন অন্য স্বভাব না থাকিলে, আমি জানি এই বাক্যে জ্ঞানের "জানি" এই-রূপ অভিমানাবগাহিতা কি হেতু প্রতীতি হইয়া থাকে

তাহাতে কহিতেছেন]। জীব, আত্মার সচ্চিদংশ অর্থাৎ সত্তাত্মক জ্ঞানাংশ এবং বুদ্ধির বৃত্তিরূপ অভিমান এই দুই পদার্থকে অবিবেকহেতুক একত্র সংযোগ করত আমি জানি এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়। ২৪।

আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলংজ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি॥ ২৫।

অপিচ আত্মার বিক্রিয়া নাই ও বুদ্ধির জ্ঞান নাই কিন্তু জীব ঐ উভয়কে মিলিত জানিয়া আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ভাবিয়া মুগ্ধ হয়। ২৫।

রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবোজ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানঞ্চেন্নির্ভয়োভবেৎ॥ ২৬।

[যদি বল জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদায় অবিদ্যা-কল্পিত হইলে সংসারাদির ভয় কি, অতএব কহিতে-ছেন]। যেপ্রকার অনিবিড় অন্ধকারস্থিত রজ্জুখণ্ডে পুরুষ বিশেষের হঠাৎ সর্প ভ্রম হইলে বিবেচনাদ্বারা যাবৎ তাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগম না হয় তাবৎ মানসিক ভয়োদয় হইয়া থাকে। সেই প্রকার অভয়স্বরূপ আত্মাতে জীবত্ব আরোপিত হইলে সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ সে যখন আমি জীব নহি কিন্তু পরমাত্মা এই-রূপ জ্ঞান করে তখন সেই পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানহেতুক তাহার কল্পিত জীবত্বের বিনাশ হইলে সুতরাং ভয় থাকে না। [এবিষয়ে কেহ২ বিতর্ক করেন যে রজ্জুখণ্ডে যে সর্পভ্রান্তি হইয়া থাকে সেই সর্প অবাস্তবিক বটে, ফলতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের বাস্তবিকতা না হইলে তাহা রজ্জুখণ্ডে আরোপিত হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি বাস্তবিক সর্প কখনই দর্শন করে নাই তাহার কি তাদৃশ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে, কেমনা দধিতে

আকাশপুষ্পের ভ্রম হওয়া কাহারো দৃষ্টও সম্ভাবিত হয় নাই। অতএব যদিও তোমাদিগের মতে এতৎ সংসার ভ্রমকল্পিত হউক তথাপি এবম্বিধ বাস্তবিক কোন সংসার অবশ্যই থাকিবে নচেৎ ভ্রমসিদ্ধি কিরূপে হয়। অতএব যদ্যপি ভ্রমসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য সংসারের সত্যতার অপেক্ষা হইল তবে এতৎ সংসারকেই সত্য বলিলে হানি কি। যদ্যপি ইহাতে কোন দোষ হয় তবে তাহাতেও সেই দোষ হইতে পারে। উত্তর, আমরা ভ্রমসিদ্ধির নিমিত্ত আরোপ্য পদার্থের স্থানান্তরীয় সত্যতা স্বীকার করি না কেবল তদ্বিষয়ক মানসিক পূর্ব্বসংস্কারকে ভ্রমসিদ্ধির কারণ বলি। অতএব অনাদি প্রবাহপতিত পূর্ব্ব২ সংসারের সংস্কার উত্তরোত্তর সংসার ভ্রমের কারণ হয়, উক্ত সংস্কারও মায়িক এনিমিত্ত আমাদিগের অদ্বৈত হানিও হয় না]। ২৬।

আত্মাবভাসয়ত্যেকোবুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি হি।
দীপোঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে।। ২৭।

[যদি বল আত্মার বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি অবভাসকত্ব স্বীকার না করিয়া বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির আত্মাবভাসকতা স্বীকার কেন না করি, তাহাতে কহিতেছেন]। যেপ্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপ ঘটাদি সমুদায়কে প্রকাশ করে ও উক্ত সমুদায় বস্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেই প্রকার আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলকে প্রকাশ করেন কিন্তু জড়স্বভাব উক্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিদ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন না। ২৭।

স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
নদীপস্যান্যদীপেচ্ছা যথা স্বাত্মপ্রকাশনে।। ২৮।

অপিচ যে প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপের স্বাত্ময়র প্রকাশের নিমিত্ত অন্য দীপের অপেক্ষা করে না, সেই প্রকার

আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা নাই। যেহেতু আত্মাই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হন। ২৮।

নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥ ২৯।

[অধুনা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রকার কহিতেছেন।] "ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে" এইপ্রকারে আত্মার পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত উপাধিকে নিষেধ করিয়া তত্ত্বমসি অর্থাৎ সেই পরমাত্মা "তুমি" এই মহাবাক্যদ্বারা সমস্ত নিষেধের অবধিভূত জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যকে জ্ঞাত হইবে। ২৯।

আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরং।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলং॥ ৩০।

অবিদ্যা নির্ম্মিত শরীরাদি দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকল জল বুদ্বুদ তুল্য নশ্বর, ইহাহইতে বিরুদ্ধ লক্ষণা-ক্রান্ত নির্ম্মল ব্রহ্মপদার্থ স্বরূপ "আমি" এইরূপ জ্ঞান করিবে। ৩০।

দেহান্যত্বান্নমে জন্ম জরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ॥ ৩১।

যেহেতু আমি দেহহইতে ভিন্ন অতএব আমার জরা বা কৃশতা কিম্বা লয়প্রভৃতি নাই এবং আমার ইন্দ্রিয়-শূন্যতা-হেতুক শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধও নাই। ৩১।

অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥ ৩২।

আমার মনঃশূন্যতাপ্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষ ও ভয়প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই যেহেতু শ্রুতিতে আত্মা অপ্রাণ ও অমনা ও স্বচ্ছ এই প্রকার শাসন দৃষ্ট হয়। ৩২।

নির্গুণোনিষ্ক্রিয়োনিত্যোনির্বিকল্পোনিরঞ্জনঃ।
নির্বিকারোনিরাকারোনিত্যমুক্তোহস্মি নির্ম্মলঃ॥ ৩৩।

আমি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্পরহিত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যামালিন্য বর্জ্জিত ও বিকারহীন ও আকারশূন্য এবং নিত্যমুক্ত ও নির্ম্মলস্বরূপ হইয়াছি। ৩৩।

অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোহচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধোনিঃসঙ্গোনির্ম্মলোহচলঃ॥ ৩৪।

এবং আমি আকাশের ন্যায় সকল বস্তুর বাহ্য ও অন্তর্গত এবং চ্যুতিরহিত ও সর্ব্বকালে সর্ব্ব বস্তুতে সম অথচ শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ অতএব মালিন্যরহিত ও অচল অর্থাৎ স্বরূপ বা স্বভাবহইতে চলিত নহি। ৩৪।

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ॥ ৩৫।

অপর বেদে এক নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ও অদ্বিতীয় অখণ্ডানন্দ স্বরূপ অথচ সত্য ও জ্ঞান অনন্তরূপি যে পরব্রহ্ম উক্ত আছেন তাহাও আমি। ৩৫।

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নং॥ ৩৬।

[আত্মজ্ঞান প্রকারকে উপসংহরণ করিতেছেন]। এইরূপ নিরন্তর চিন্তা করিলে আমি ব্রহ্ম এই প্রকার সংস্কার জাত হইয়া যেরূপ রসায়ণনামক ঔষধি রোগনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে সেইরূপ অবিদ্যাবিক্ষেপরূপ সংসার কার্য্যসমূহকে হরণ করে। ৩৬।

বিবিক্তদেশআসীনোবিরাগোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ॥ ৩৭।

[অধুনা তদ্বিষয়ক উপযোগ কহিতেছেন]। নির্জ্জন

স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক বিরাগ অর্থাৎ বিষয় ভোগাদিতে রাগশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্য বুদ্ধি পরিত্যাগ পুরঃসর সেই অন্তররহিত এক আত্মাকে ভাবনা করিবে। [বিষয় ভোগাদিতে অভিলাষ সত্ত্বে জিতেন্দ্রিয় বা তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী হইতে পারে না যেহেতু তদভিলাষবশতঃ চিত্তবৃত্তির ইতস্ততঃ বিক্ষেপ হইয়া থাকে এনিমিত্ত কদাপি অনন্যবুদ্ধি হয় না অতএব আপনাকে সম্যক বিষয়ভোগে বিরক্ত জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করা আবশ্যক, নতুবা উভয় পথহইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এতজ্জন্যই নচিকেতার প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কথনের পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ তাঁহার অধিকারিত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত নানা বিষয়ভোগের প্রলোভ দর্শাইলে তিনি তদভিলাষশূন্যতাহেতু যখন তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন যম তাঁহাকে প্রাপ্তাধিকার জানিয়া তত্ত্বোপদেশ করেন, ইহা কঠোপনিষদের প্রথমেই অধিকারি নির্দ্দিষ্ট করণনিমিত্ত আখ্যায়িকারূপে উক্ত হইয়াছে]। ৩৭।

আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা॥ ৩৮।

সুধী ব্যক্তি স্বকীয় বুদ্ধির দ্বারা দৃশ্যমান অর্থাৎ জ্ঞায়মান সমস্ত বস্তুকে লয় করিয়া নির্ম্মল আকাশের ন্যায় একমাত্র আত্মাকে সর্ব্বদা ভাবনা করিবে। [উক্তরূপ লয় করণের প্রকার মানবশাস্ত্রে উক্ত আছে।] যথা "খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেহনিলং। পংক্তিদৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেহপোগাং চ মূর্ত্তিষু॥ মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং"॥ অর্থাৎ বাহ্যস্থিত মহাকাশকে শরীরাকাশে লয় করিবে এবং বাহ্য বায়ুকে দৈহিক

বায়ুতে লয় করিবে এই প্রকার সূর্য্য ও অগ্নির তেজকে চক্ষুতে ও জঠরাগ্নিতে এবং জলকে দৈহিক জলে ও পৃথিবীকে শারীরিক পার্থিবাংশে ও চন্দ্রকে মনেতে দিক-সকলকে শ্রোত্রেতে ও বিষ্ণুকে গতিশক্তিতে হরকে বলেতে অগ্নিকে বাগিন্দ্রিয়েতে মিত্রকে পায়িন্দ্রিয়েতে প্রজাপতিকে উপস্থে লয় করিবে। ৩৮।

রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ।। ৩৯।

[অধুনা নির্ব্বিকল্প সমাধি কহিতেছেন]। পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তি রূপবর্ণাদি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থান করিবে। ৩৯।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ।। ৪০।

পরমাত্মাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এতদ্রূপ প্রভেদ নাই কিন্তু তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপহেতু আপনি প্রকাশমান হয়েন। ৪০।

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতির্জ্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ।। ৪১।

[উপসংহরণ করিতেছেন]। এই প্রকার আত্মরূপ অরণিতে সতত ধ্যানরূপ মথনকৃত হইলে জ্ঞানরূপ জ্বালা উদিতা হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। ৪১।

অরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বন্তং তিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ।। ৪২।

সূর্য্য যেপ্রকার উদয়ের পূর্ব্বে স্বকীয় রশ্মির অরুণ-ভাদ্বারা তমোনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদয় হয়েন সেই

প্রকার জ্ঞানচ্ছটাদ্বারা অজ্ঞান তিমির বিনাশনপূর্ব্বক তদনন্তর স্বয়ং আত্মা আবির্ভূত হয়েন। ৪২

আত্মা তু সততং প্রাপ্তোপ্য প্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা ॥ ৪৩।

[প্রাপ্ত আত্মার পুনঃ প্রাপ্তি কি প্রকারে সঙ্গতা হয় তাহা কহিতেছেন]। আত্মতত্ত্ব সদাপ্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যাহেতু অপ্রাপ্তের ন্যায় হয়েন, অবিদ্যার নাশ হইলে তিনি পুনঃ প্রাপ্তবৎ ভাসমান হইয়া থাকেন। তাহাতে দৃষ্টান্ত, যে প্রকার কোন ব্যক্তির স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ বিস্মৃতি হইলে তাহা তৎসম্বন্ধে অপ্রাপ্তবৎ বোধ হয় পশ্চাৎ ভ্রমান্তে স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত বস্তুয় পুনঃ প্রাপ্তি বিবেচনা করে সেইরূপ। ৪৩।

স্থাণৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন দৃষ্টে নিবর্ত্ততে॥ ৪৪।

যেপ্রকার সামান্য ব্যক্তি ভ্রান্তিদ্বারা স্থাণতে পুরুষ বুদ্ধি করে সেইপ্রকার অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মেতে জীবত্বকৃত হয়, কিন্তু জীবের যাথার্থিকস্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে উক্ত জীবত্বভ্রান্তি নিবৃত্তা হইয়া থাকে। ৪৪।

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগভ্রমাদিবৎ ॥ ৪৫।

তত্ত্বস্বরূপ অনুভবজন্য যে জ্ঞান তাহা অচিরাৎ "আমি ও আমার" এইরূপ অজ্ঞানকে বিনাশ করে যেপ্রকার দিক্তত্ত্বাদি জ্ঞানহইবামাত্র দিগ্ভ্রমাদি বিনষ্ট হয় সেইরূপ। ৪৫।

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা। ৪৬।

[অধুনা সবিকল্প সমাধি কহিতেছেন]। সম্যক্ অনুভববিশিষ্ট যে য়োগী তিনি স্বকীয় আত্মাতে অখিল সংসারকে এবং সমস্ত সংসারে এক আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন। ৪৬।

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
মৃদোযদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে ॥ ৪৭।

আত্মাই এতৎ সমস্ত জগৎ আত্মাহইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই, যেরূপ মৃত্তিকাই ঘটাদিসমূহ বস্তু সেইরূপ স্বকীয় আত্মাই সমস্ত বস্তুস্বরূপ হইয়াছেন এইরূপ সর্ব্বদৃষ্টি করেন। ৪৭।

জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেৎভ্রমরকীটবৎ ॥ ৪৮।

[অধুনা জীবন্মুক্তলক্ষণ কহিতেছেন]। জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি পূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির গুণসমূহ ত্যাগ করেন এবং তৈলপায়ী যেপ্রকার প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা ভ্রমরকীটত্ব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার তিনি সর্ব্বদা অনুশীলন বশতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। ৪৮।

তীর্ত্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী সর্ব্বসমাযুক্তআত্মারামোবিরাজতে ॥ ৪৯।

ভগবান শ্রীরাম যেপ্রকার সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাক্ষসসমূহকে বিনাশ করত সুহৃদ অমাত্য সমাযুক্ত হইয় বিরাজমান ছিলেন সেইপ্রকার যোগিব্যক্তি মোহসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বেষাদি রাক্ষসনিবহকে সংহরণ পুরঃসর জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমাযুক্ত আত্মারাম হইয়া বিরাজিত হয়েন। ৪৯।

বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদন্তরেব প্রকাশতে ॥ ৫০।

বাহ্য অনিত্য-সুখ-বিষয়ে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-সুখে নিবৃত হইয়া ঘটস্থ দীপপ্রভার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশমান থাকেন। ৫০।

উপাধিস্থোপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তোব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তোবায়ুবচ্চরেৎ ॥ ৫১।

মননশীল ব্যক্তি উপাধিস্থিত হইয়াও উপাধি ধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হইবে না এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূঢ়বৎ থাকিবে ও বায়ুবৎ অসঙ্গরূপে বিচরণ করিবে। ৫১।

উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা ॥ ৫২।

যে প্রকার জলে জল আকাশে আকাশ তেজে তেজ প্রবিষ্ট হয় সেই প্রকার মননশীল ব্যক্তি পরমেশ্বরে উপাধি বিলয় হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ৫২।

যল্লাভান্নাপরোলাভো যৎসুখান্নাপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৩।

[যদি বল ব্রহ্মেতে তাদৃশ লয় হইতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন, কারণ যাহাতে কোন লাভ বা কোন সুখ থাকে তাহাতেই লোক সকল প্রবৃত্ত হয়, এবিষয়ে কহিতেছেন]। যে লাভহইতে অপর কোন লাভ নাই ও যে সুখহইতে অপর কোন সুখই নাই এবং যে জ্ঞান হইতে অপর কোন জ্ঞানই নাই তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভহইতে অপর কোন লাভাদিই গরিষ্ঠ নহে, এতাবতা তাহাতে অবশ্যই লোকের প্রবৃত্তি হইবে। [বস্তুতঃ সাংসারিক লাভাদিজন্য মনু-

ষ্যের যে কোন প্রকার সুখ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই আত্মস্বরূপের প্রতিচ্ছবি, কারণ আত্মাভিন্ন অপর কোন বস্তুই সুখ পদার্থ নহে যে তাহা বিষয়োপভোগকালে চন্দনাদিবৎ শরীরে আগত হইয়া লিপ্ত হয়।] কিন্তু এই আত্মাই পরম সুখস্বরূপ, ইনি অবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃ জীবোপাধি প্রাপ্ত হইলে ইহার উপাধিভূত অন্তঃকরণ আবহমান কালাবধি নানা কামনাকলুষদ্বারা আবৃত থাকে সুতরাং তাহার সমস্ত কামনা পূরণের অভাবে সর্ব্বদাই তাহাকে দুঃখান্বিত প্রায় বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন২ সময়ে তাঁহার উক্ত কামনাসমূহের কোন অংশ পূরণ হইলে সন্তোষানুরূপ কিঞ্চিৎ সুখানুভব হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত, যেপ্রকার মহা প্রভাবিশিষ্ট আদিত্যমণ্ডল নিবিড় মেঘাবলিদ্বারা আবৃত হইলে তাহার আলোকময় জ্যোতিঃসমূহ সম্যক্‌রূপে প্রাণিনিচয়ের দৃষ্টিগোচর হয় না পরে মন্দ২ বায়ুর দ্বারা যৎপরিমাণে সেই মেঘবৃন্দ চালিত হয় তৎ পরিমাণেই তাহার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে সেইপ্রকার বিবিধ বাসনাবাসিত অন্তঃকরণদ্বারা আবৃত আত্মতত্ত্ব স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও প্রাণিসমূহকে সম্যক্ সুখী করিতে পারেন না, কিন্তু যখন তাহাদিগের অন্তঃকরণস্থা কোন২ বাসনা পূর্ণা হইয়া যে পরিমিত সন্তোষ জন্মে সেই পরিমাণেই কামনামালিন্যের কিঞ্চিৎ স্বচ্ছতা উদয় হইলে তাহাতে পরম সুখরূপ আত্মার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়, এইহেতু তৎকালে আমি সুখী বলিয়া জীবসকল অভিমান করে। যদ্যপি সুখস্বরূপ আত্মপদার্থ অন্তঃকরণের সন্তোষ বৃত্তিতে এতদ্রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন তবে সমস্ত কামনাত্যাগরূপ মহাসন্তোষে যে মহাসুখের উদয় হয় ইহাতে সংশয় কি। ৫৩।

যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৪।

অপিচ যাহাকে দর্শন করিলে অপর কিছু দ্রষ্টব্য থাকে না ও যাহা হইলে পুনর্ব্বার হইতে হয় না এবং যাহাকে জানিলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্যক নাই তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৪।

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৫।

এবং যিনি তির্য্যক ও ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্র সত্তা ও জ্ঞান এবং আনন্দদ্বারা পূর্ণ অথচ অদ্বিতীয় (অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অপর পদার্থ নাই) ও অনন্ত এবং নিত্য ও এক (অর্থাৎ সজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু বর্জ্জিত) তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৫।

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ং।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৬।

কিঞ্চ যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ এতন্নহ এইরূপে সমগ্র প্রপঞ্চ পদার্থ নিষেধ করিয়া স্বয়ং যাহা নিষিদ্ধ না হয় তদ্রূপে লক্ষিত হয়েন এবং যাহাহইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ এবং এক অর্থাৎ সজাতীয় ভেদশূন্য তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৬।

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনোভবাঃ ॥ ৫৭।

সেই অখণ্ডানন্দরূপ পরব্রহ্মের আনন্দলেশকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি দেহিগণ স্ব স্ব উপাধি তারতম্যহেতু তরতমরূপে আনন্দিত হয়েন। ৫৭।

ভেদযুক্তিমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে ॥ ৫৮।

যেহেতু সেই ব্রহ্মের সহিত অখিল বস্তুগণ যুক্ত আছে এবং যাবতীয় ব্যবহার তদ্দ্বারাই অন্বিত হইয়াছে সেই-হেতু যেপ্রকার দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ঘৃত ব্যাপ্ত হয় সেইপ্রকার ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বগত হইয়াছেন। ৫৮।

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘ মজমব্যয়ং।
অরূপগুণ বর্ণাখ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৯।

যে বস্তু সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং হ্রস্ব ও জন্য ও বিনাশি নহে এবং রূপগুণ বর্ণ অভিধানবিশিষ্টও নহে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৯।

যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাসৈর্যস্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৬০।

যাঁহার প্রভাহেতু সূর্য্যাদি জ্যোতির্গণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি স্বীয় প্রকাশ্য সূর্য্যাদিদ্বারা প্রকাশিত নহেন ও যাঁহার প্রকাশহেতু সমস্ত বস্তু প্রকাশ পায় তাঁ-হাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৬০।

স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নিখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥ ৬১।

ব্রহ্মবস্তু সমস্ত পদার্থের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে প্রকাশনপূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন। যেপ্রকার অগ্নিপ্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্য ব্যাপ্তিক্রমে তাহাকে প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয় সেই-রূপ। ৬১।

জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা ॥ ৬২।

জগৎহইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মপদার্থ, তদ্ভিন্ন অপর কিছুমাত্র বস্তু নাই, তবে সেই ব্রহ্মহইতে ভিন্ন যে কিছু প্রকাশ পায় তাহা জলশূন্য স্থানে মরীচিকায় জল ভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা। ৬২।

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ॥ ৬৩।

যে কোন বিষয় দর্শন করিতেছি বা শ্রবণ করিতেছি তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। কেননা তত্ত্বজ্ঞানহেতু সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অদ্বয়রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। ৬৩।

সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষ্যতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ ॥ ৬৪।

জ্ঞানচক্ষুঃ ব্যক্তি সত্তা ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে সর্ব্বগতরূপে দর্শন করেন অজ্ঞানচক্ষুঃ তাহা দর্শন করে না, যেপ্রকার অন্ধব্যক্তি ভাস্বৎ কিরণকে দেখিতে পায় না সেই রূপ। ৬৪।

শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তোজ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ং ॥ ৬৫।

শ্রবণাদিদ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানরূপ অগ্নিকর্ত্তৃক পরিতাপিত হওত জীবপদার্থ সমস্ত মলহইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং দ্যোতমান হয় যেপ্রকার বহ্নিতপ্ত সুবর্ণ অখিল মালিন্যহইতে মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল কান্তিধারণ করে সেইরূপ। ৬৫।

হৃদাকাশোদিতোহ্যাত্মবোধভানুস্তমোঽপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে ॥ ৬৬।

অজ্ঞানরূপ তমোঽপহারি আত্মবোধরূপ সূর্য্য হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বধারীরূপে প্রকাশ পায়েন ও সর্ব্ব বস্তুকে প্রকাশ করেন। ৬৬।

দিগেদশকালাদ্যনপেক্ষসর্ব্বগং শীতাদিহৃন্নিত্য সুখং নিরঞ্জনং।
যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিক্রিয়ঃ সসর্ব্ববিৎ সর্ব্বগতোঽমৃতো-
ভবেৎ ॥ ৬৭।

যে ব্যক্তি দিক্ দেশ ও কালাদি অপেক্ষা রহিত ও সর্ব্বগত এবং শীতাদি দুঃখ অপহারক অথচ নিত্য সুখ-স্বরূপ মায়াতীত স্বকীয় আত্মরূপ তীর্থকে বিশেষ নিক্রিয় হইয়া ভজন করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগত হইয়া অমৃত হয়। ৬৭।

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ।
শঙ্করাচার্য্যবিরচিতমাত্মবোধ প্রকরণং সংপূর্ণং ॥ ৬৮।

পরমহংস ও পরিব্রাজক সকলের আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক বিরচিত এতদন্ত আত্মবোধ প্রকরণ সংপূর্ণ হইল। ৬৮।

শাকেমন্মথশায়কাদ্রিজলধিজ্যোৎস্নাধিনাথে মিতে
শ্রীনারায়ণচট্টরাজকৃতিনা নেত্রেন্দুমে ফাল্গুনে।
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলং স্বাত্মাববোধোময়া
প্রোক্তঃ প্রীতিমভীপ্সতা স্বসুহৃদাং যত্নাদসৌ ভাষয়া ॥ ৬৯।

শকাব্দাঃ ১৭৭৫ পরিমিত ফাল্গুণের ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীগুরুচরণারবিন্দে নমস্কারপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ-নামক মৎকর্ত্তৃক নিজ সুহৃদগণের প্রীতির নিমিত্ত দেশ-ভাষায় আত্মবোধ গ্রন্থ প্রকর্ষিত উক্ত হইল। ৬৯।

সমাপ্তঃ।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স্ সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।

ওঁ তৎসৎ।

জ্ঞানসঙ্কলিনী

তন্ত্র।

পরাৎপরারাধনীয় পরংব্রহ্মের তত্ত্বনির্ণয়ং

বক্তা শ্রীমদ্ভগবন্মহাদেব শ্রোতা ঈশ্বরী ভগবতী।

সুবিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী সাহায্যে

শ্রীকানাইলাল শীল কৃতানুবাদিতঃ।
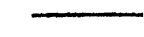
কলিকাতা।

শীল এণ্ড ব্রাদশ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

ওঁ তৎসৎ।

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
পৃচ্ছতি স্ম মহাদেবী ব্রূহিজ্ঞানং মহেশ্বর ॥ ১ ॥
ভগবতী কৈলাসশিখরে উপবিষ্ট দেবের দেব এবং জগতের গুরু মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে হে মহেশ্বর! জ্ঞান কি তাহা আমাকে কহুন? ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কুতঃ সৃষ্টির্ভবেদ্দেব কথং সৃষ্টি র্বিনশ্যতি।
ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিতং ॥ ২ ॥
হে দেব! কিরূপে সৃষ্টি হয় এবং কি রূপে তাহা বিনাশ পায় এবং সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিত যে ব্রহ্ম তাহাইবা কি রূপে কহুন? ॥ ২॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তঞ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণোজ্ঞানং সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিতং ॥ ৩ ॥
যাহা অব্যক্ত (ব্যক্ত নহে) তাহা হইতে সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতেই নষ্ট হয় এবং সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাও অব্যক্ত ॥ ৩ ॥

ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাস্তেতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ।
মন্ত্র পূজা তপোধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈবচ ॥ ৪ ॥

প্রণব (ওঁকার অ উ ম ইতি) হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা হয়, এবং মন্ত্র ও পূজা ও তপস্যা ও ধ্যান ও কর্ম্ম ও অকর্ম্ম সমস্তই তাহা হইতে হয় ॥ ৪ ॥

ষড়ঙ্গং বেদ চত্বারি মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্ম শাস্ত্র পুরাণাদি এতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥ ৫ ॥

অপিচ চতুর্ব্বেদের ষড়ঙ্গ এবং মীমাংসা ও ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

তাবদ্বিজ্ঞা ভবেৎ সর্ব্বা যাবদ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদংজ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যা স্থিরা ভবেৎ ॥ ৬ ॥

কিন্তু যাবৎকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে তাবৎকাল-পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিদ্যাতে বিজ্ঞা (জ্ঞান জন্মিবার অধি-কার) হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের পদলাভ হইলে সকল বিদ্যা স্থিরা হয়েন ॥ ৬ ॥

বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৭ ॥

বেদশাস্ত্র ও পুরাণ সকল সামান্য গণিকার ন্যায় (কিন্তু) যাহা শাম্ভবী বিদ্যা তাহা কুলবধূর ন্যায় গোপ-নীয়া ॥ ৭ ॥

দেহস্থাঃ সর্ব্ব বিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরু বাক্যেন লভ্যতে ॥ ৮ ॥

কিন্তু সকল বিদ্যা এবং সকল দেবতা এবং সকল তী-র্থই দেহস্থা (দেহেতে স্থিতি করেন) এবং সেই সকল কেবল গুরুর বাক্যের দ্বারা লাভ হয় ॥ ৮ ॥

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্য মোক্ষ্যকরী ভবেৎ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম তথা জপ্যমেতৎ সর্ব্বং নিবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

এবঞ্চ মনুষ্য সকলের যে অধ্যাত্ম (আত্মবিষয়ক) বিদ্যা তাহা সৌখ্য ও মোক্ষকরী এবং তাহা হইতে ধর্ম্ম কর্ম্ম জপাদি সকল নিবর্ত্ত হয় ॥ ৯ ॥

কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োমৃতং।
দেহ মধ্যে তথা দেবঃ পুণ্য পাপ বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০ ॥
যে রূপ কাষ্ঠের মধ্যে বহ্নি এবং পুষ্পের মধ্যে গন্ধ এবং জলের মধ্যে অমৃত থাকে তদ্রূপ দেহের মধ্যে দেবতা আছেন কিন্তু তিনি পুণ্য পাপ বিবর্জ্জিত ॥ ১০ ॥

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়া পিঙ্গলয়ো র্মধ্যে সুষুম্নাচ সরস্বতী ॥ ১১ ॥
হে ভগবতি! ইড়া নাড়ী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী এবং ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী ॥ ১১।

ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১২ ॥
যে স্থানে এই ত্রিবেণীর (ইড়া সুষুম্না পিঙ্গলার) সঙ্গম সেই স্থানের নাম তীর্থরাজ তাহাতে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১২ ॥

দেব্যুবাচ।

দেবী কহিয়াছিলেন।

কীদৃশী খেচরী মুদ্রা বিদ্যাচ শাম্ভবী পুনঃ।
কীদৃশ্যধ্যাত্ম বিদ্যা চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥ ১৩ ॥
হে মহেশ্বর! খেচরী মুদ্রা এবং শাম্ভবী বিদ্যা এবং অধ্যাত্ম বিদ্যা কি রূপ তাহা আমাকে কহুন ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং,
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনং,
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং,
সা এব মুদ্রা বিচরন্তি খেচরী ॥ ১৪ ॥
যাহার অবলম্বন ব্যতিরেকে মনঃ স্থির হয় এবং নিরোধ ব্যতিরেকে বায়ু স্থির হয় এবং অবলোকন ব্যতিরেকে দৃষ্টি স্থির হয় সেই মুদ্রা খেচরী ॥ ১৪ ॥

বালস্য মূর্খস্য যথৈব চেতঃ,
স্বপ্নেন হীনোঽপি করোতি নিদ্রাং।
ততো গতঃ পথো নিরাবলম্বঃ,
সাএব বিদ্যা বিচরন্তি শাম্ভবী ॥ ১৫ ॥

যে রূপ বালকের এবং মূর্খের মনঃ শয়ন বিহীন হই-লেও নিদ্রাভিভূত হয় সেইরূপ যাহার অবলম্বন ব্যতি-রেকে পথে গমন হয় সেই বিদ্যাশাম্ভবী ॥ ১৫ ॥

দেব্যুবাচ।

ভগবতী কহিয়াছিলেন।

দেব দেব জগন্নাথ ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দর্শনানি কথং দেব ভবন্তি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬॥

হে দেবের দেব জগন্নাথ হে পরমেশর! কিরূপে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন হয় তাহা আমাকে কহুন? ॥ ১৬॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহেশ্বর কহিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডী চ ভবেদ্ভক্তো বেদাভ্যাস রতঃ সদা।
প্রকৃতি বাদরতা শক্তো বৌদ্ধাঃ শূন্যাতিবাদিনঃ ॥১৭॥

সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসে রত যে ত্রিদণ্ডী নামক ভক্ত সে প্রকৃতি বাদরত (বাদী) এবং বৌদ্ধ সকল শূন্যবাদী ॥১৭॥

অতোর্দ্ধং গামিনো যে বা তত্ত্বজ্ঞা অপি তাদৃশাঃ।
সর্ব্বং নাস্তীতি চার্ব্বাকা জল্পন্তি বিষয়াশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥

এবং বিষয়াশক্ত যে চার্ব্বাক্ তাহারা নাস্তীতি বাদী ॥১৮॥

উমা পৃচ্ছতি হে দেব পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণং।
পঞ্চভুতং কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৯ ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেব! পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষণ এবং পঞ্চভূত এবং পঞ্চবিংশতি গুণ কি রূপে হই-য়াছে তাহা কহুন? ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন

অস্থি মাংসং নখশ্চৈব ত্বগ্লোমানি চ পঞ্চমং।
পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২০॥
অস্থি এবং মাংস ও নখ ও ত্বক্ ও লোম সকল এই পঞ্চ পৃথিবীর গুণ॥ ২০॥

শুক্র শোণিত মজ্জা চ মল মূত্রঞ্চ পঞ্চমং।
অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২১॥
শুক্র শোণিত মজ্জা মল মূত্র এই পঞ্চ জলের গুণ ইহা উক্ত হইয়াছে॥ ২১॥

নিদ্রা ক্ষুধা তৃষা চৈব ক্লান্তিরালস্য পঞ্চমং।
তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২২॥
নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি এবং আলস্য এই পঞ্চ তেজের গুণ॥ ২২॥

ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥২৩॥
ধারণ চালন ক্ষেপণ সঙ্কোচ এবং প্রসারণ এই পঞ্চ বায়ুর গুণ ইহা উক্ত হইয়াছে॥ ২৩॥

কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমং।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২৪॥
কাম ক্রোধ মোহ ও লজ্জা এবং লোভ এই পঞ্চ আকাশের গুণ ইহা উক্ত হইয়াছে॥ ২৪॥

আকাশাৎ জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥ ২৫॥
আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম হয় এবং বায়ু হইতে রবি (সূর্য্য) রবি হইতে তোয় (জল) এবং তোয় হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে॥ ২৫॥

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে॥ ২৬॥
অপিচ মহী জলেতে লয় হয়, জল রবিতে লয় হয়, রবি বায়ুতে লয় হয় এবং বায়ু আকাশে লয় হয়॥ ২৬॥

পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং ॥২৭॥

এই পঞ্চ তত্ত্ব (সারাংশ) হইতে সৃষ্টি হয় এবং তত্ত্ব হইতে তত্ত্ব লয় হয়। এবঞ্চ এতৎ পঞ্চ তত্ত্বের পরে যে তত্ত্ব তিনি তত্ত্বাতীত এবং নিরঞ্জন॥ ২৭ ॥

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রকং।
পঞ্চেন্দ্রিয় মিদং তত্ত্বং মনঃ সাধন্য মিন্দ্রিয়ং ॥ ২৮ ॥

স্পর্শন (স্পর্শনেন্দ্রিয়) ও রসন ও ঘ্রাণ ও চক্ষু এবং শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ তত্ত্ব। এই সকল ইন্দ্রিয়ের কারণ মনঃ হয়েন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণং সর্ব্বং দেহ মধ্যে ব্যবস্থিতং।
সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি ॥ ২৯ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেহের মধ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের নাশ হয় নিরাকারের নাশ হয় না॥ ২৯ ॥

নিরাকারং মনো যস্য নিরাকার সমোভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সাকারন্তু পরিত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥

যাহার মনঃ নিরাকার সেই ব্যক্তিও নিরাকারের তুল্য হয় তদ্ধেতু যত্নের দ্বারা সাকার ত্যাগ করিবে॥ ৩০ ॥

দেব্যুবাচ।

ভগবতী কহিয়াছিলেন।

আদিনাথ ময়ি ব্রূহি সপ্ত ধাতুঃ কথং ভবেৎ।
আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

হে আদিনাথ! সপ্ত ধাতু কিরূপ এবং আত্মা ও অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা কি প্রকার তাহা আমাকে কহুন? ॥৩১॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

শুক্র শোণিত মজ্জাচ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমং।
অস্থিত্বক্‌চৈব সপ্তৈতে শরীরেষ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥

শুক্র ১। শোণিত ২। মজ্জা ৩। মেদ ৪। মাংস ৫। অস্থি ৬। ত্বক্ ৭। এই সপ্ত ধাতু শরীরের মধ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

শরীরঞ্চৈব মাত্মান মন্তরাত্মা মনো ভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেৎ শূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৩৩ ॥

শরীরকে আত্মা এবং অন্তরাত্মাকে মনঃ বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং পরমাত্মা শূন্য যাহাতে মনের লয় হয় ॥৩৩।

রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

রক্ত ধাতু মাতা এবং শুক্র ধাতু পিতা এবং শূন্য ধাতু প্রাণ হয়েন পরে গর্ভপিণ্ড জন্মে ॥ ৩৪ ॥

দেব্যুবাচ।

ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কথমুৎপদ্যতে বাচা কথং বাচা বিলীয়তে।
বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রূহি পশ্যজ্ঞানং মুদাহর ॥ ৩৫ ॥

হে দেব! কি হেতু বাক্য উৎপন্ন হয় এবং কি রূপ বাক্যের দ্বারা লয় হয় এবং বাক্যের নির্ণয় আমাকে কহুন? ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচা মনো বাচা বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মনঃ উৎপন্ন হয় এবং মনের দ্বারা বাক্য উৎপন্ন হয়, সেই বাক্যের দ্বারা মনঃ লয় হয় ॥ ৩৬ ॥

দেব্যুবাচ।

ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শশী।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥৩৭॥

কোন্ স্থানে সূর্য্য বাস করেন এবং কোন্ স্থানে চন্দ্র বাস করেন এবং কোন্ স্থানে বায়ু বাস করেন এবং কোন্ স্থানে মনঃ বাস করেন ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বরোবাচ ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

তালু মূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভি মূলে দিবাকরঃ ।
সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুঃ চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ ৩৮ ॥

তালু মূলে চন্দ্র এবং নাভি মূলে সূর্য্য স্থিতি করেন এবং সূর্য্যাগ্রে বায়ু এবং চন্দ্রাগ্রে মনঃ বাস করেন ॥ ৩৮ ॥

সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে ।
এতদ্‌যুক্তং মহাদেবি গুরু বাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৯ ॥

হে প্রিয়ে! সূর্য্যাগ্রে চিত্ত এবং চন্দ্রাগ্রে প্রাণ বাস করেন। হে মহাদেবি! এই যুক্তি গুরু বাক্যের দ্বারা লাভ হয় ॥ ৩৯ ॥

দেব্যুবাচ ।

দেবী কহিয়াছিলেন ।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শিবঃ ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালঃ জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৪০ ॥

কোন্ স্থানে শক্তি এবং কোন্ স্থানে শিব এবং কোন্ স্থানে কাল বাস করেন তাহা কহুন? ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বরোবাচ ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

পাতালে বসতে শক্তি ব্র্হ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ ।
অন্তরীক্ষে বসেৎ কালঃ জরা তেন প্রজায়তে ॥ ৪১ ॥

পাতালে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে শিব এবং অন্তরীক্ষে কাল বাস করেন। সেই কালের দ্বারা জরা জন্মে ॥ ৪১ ॥

দেব্যুবাচ ।

দেবী কহিয়াছিলেন ।

আহারং কাংক্ষতে কোসৌ ভুঞ্জেতে পিবতে কথং।
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তৌ চ কো বাসৌ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥৪২॥
কোন্ ব্যক্তি আহারাকাংক্ষা করে এবং কেবা ভোজন করে, এবং কে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাতে প্রতিবুদ্ধা হয়॥ ৪২ ॥

ঈশ্বরোবাচ।
মহাদেব কহিয়াছিলেন।

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঞ্জতেপি হুতাশনঃ।
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তৌ চ বায়ুশ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতি॥ ৪৩ ॥
প্রাণ আহার আকাংক্ষা করেন এবং অগ্নি ভোজন করেন এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাকে বায়ু প্রতিবুদ্ধা হয়েন॥ ৪৩ ॥

দেব্যুবাচ।
দেবী কহিয়াছিলেন।

কোবা করোতি কর্ম্মাণি কোবা লিপ্যেত পাতকৈঃ।
কোবা করোতি পাপানি কোবা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।৪৪॥
কে কর্ম্ম করে এবং কে পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং কে পাপ করে এবং কে পাপ হইতে মুক্ত হয়?॥ ৪৪ ॥

শিবোবাচ।
শিব কহিয়াছিলেন।

মনঃ করোতি পাপানি মনোলিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ॥ ৪৫ ॥
মনঃ পাপ করে এবং মনঃ পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক হইলে পুণ্য এবং পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ।
দেবী কহিয়াছিলেন।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্য চ।
কার্য্যস্য কারণং ব্রুহি কথং কিঞ্চ প্রসাদনং॥ ৪৬ ॥

জীব কি প্রকারে শিব হইতেছে এবং কোন্ কার্য্যের কারণ এবং কিরূপে প্রসন্ন হয়েন তাহা কহুন? ॥ ৪৬॥

শিবোবাচ।

শিব কহিয়াছিলেন।

ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেৎ জীবো ভ্রান্তিমুক্ত সদাশিবঃ।
কার্য্যংহি কারণং ত্বঞ্চ পুনর্বোধো বিশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

ভ্রান্তি দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং ভ্রান্তি দ্বারা জীব মুক্ত এবং শিব হয়। তুমি কার্য্য এবং কারণ সকল কিন্তু জ্ঞান কেবল বিশেষ হয় ॥ ৪৭ ॥

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদংতীর্থ মিদংতীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ॥ ৪৮ ॥

মনঃ অন্য স্থানে এবং শিব অন্য স্থানে এবং শক্তি ও মারুত অন্য স্থানে থাকিলেও এই তীর্থ এই তীর্থ এই রূপে ভ্রমেতে তামস্ (তমোগুণ যুক্ত) জন সকল সর্ব্বত্রেতে ভ্রমণ করেন ॥ ৪৮ ॥

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষ বরাননে ॥ ৪৯ ॥

হে বরাননে! জীব আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে অতএব কি কারণ মোক্ষ পাইবে ॥ ৪৯ ॥

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনং।
ব্রহ্ম বিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫০ ॥

বেদকে বেদ বলি না কিন্তু সনাতন অর্থাৎ নিত্য যে ব্রহ্ম তিনি বেদ এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে রত সেই ব্যক্তি বিপ্র এবং বেদপারগ ॥ ৫০ ॥

মন্থিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্ব শাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিনঃ পীতাস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫১ ।

চারি বেদ ও সর্ব্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিরা সারভাগ সকল পান করিয়াছেন কেবল অসার ভাগ যে তক্র (ঘোল) তাহাই ইদানীন্তন পণ্ডিত সকলে পান করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

উচ্ছিষ্টং সর্ব্ব শাস্ত্রাণি সর্ব্ব বিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞান মব্যক্তং চেতনাময়ং ॥৫২॥

সকল শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং সকল বিদ্যা মুখে মুখে রহিয়াছে কিন্তু চৈতন্যরূপ ও অব্যক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা উচ্ছিষ্ট হয় নাই ॥ ৫২ ॥

ন তপস্তপঃ ইত্যাহু ব্র্হ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ ॥ ৫৩ ॥

তপস্যাকে তপস্যা বলি না কিন্তু যে ব্রহ্মচর্য্য সেই তপোত্তম, যে জন ঊর্দ্ধরেতা হয় (যাঁহার রেত পতন হয় না) সেই জন দেবতা কিন্তু মনুষ্য নহে ॥ ৫৩ ॥

ন ধ্যানং ধ্যান মিত্যাহু র্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।
তস্য ধ্যান প্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ।৫৪।

ধ্যানকে ধ্যান বলি না শূন্যগত যে মনঃ তাহাই ধ্যান, সেই ধ্যানের প্রসাদের দ্বারা সুখ এবং মোক্ষ হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৫৪ ॥

ন হোমং হোম মিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যজ্ঞেতে যে হোম হয় সেই হোমকে হোম বলি না কিন্তু ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যে প্রাণরূপ ঘৃতের হোম হয় তাহাকে হোম কর্ম্ম বলি ॥ ৫৫ ॥

পাপ কর্ম্ম ভবেদ্ভাব্যং পুণ্যঞ্চৈব প্রবর্ত্তত।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন তদ্দ্রব্যঞ্চ ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৫৬ ॥

ভাবি যে পাপ কর্ম্ম তাহা অবশ্য হইবে এবং যে পুণ্য প্রবর্ত্ত হইতেছে সেই হেতু সকল যত্নের দ্বারা পণ্ডিতেরা যে দ্রব্যে পাপ কর্ম্ম উপস্থিত হয় সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ব বর্ণ বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৭ ॥

যাবৎকাল জ্ঞান না জন্মে তাবৎকাল বর্ণ অর্থাৎ

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং কুল থাকে ব্রহ্মজ্ঞান হইবা মাত্র বর্ণ এবং কুল বর্জ্জিত হয়॥ ৫৭॥

দেব্যুবাচ।

দেবী কহিয়াছিলেন।

যত্ত্বয়া কথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর।
নিশ্চয়ং ব্রূহি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে॥ ৫৮॥

হে শঙ্কর হে দেবেশ! ত্বৎকর্ত্তৃক যে জ্ঞান কথিত হইয়াছে, তাহা আমি জ্ঞাত হইলাম না যে জ্ঞানে মনঃ লয় হইতেছে সেই জ্ঞান কহুন?॥ ৫৮॥

শঙ্করোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

মনো বাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে।
বিনাস্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥ ৫৯॥

মনঃ বাক্য কর্ম্ম এই তিন যে জ্ঞানে লয় হয় এবং যে রূপ স্বপ্ন ব্যতিরেকে নিদ্রা অর্থাৎ অন্য আশ্রয় ব্যতিরেকে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান॥ ৫৯॥

একাকীনিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তা নিদ্রা বিবর্জ্জিতঃ।
বালভাবস্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥ ৬০॥

যে জ্ঞানে একাকী এবং নিস্পৃহ ও শান্ত ও চিন্তা ও নিদ্রাবর্জ্জিত এবং বালকের স্বভাবের ন্যায় স্বভাব হয় সেই জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান॥ ৬০॥

শ্লোকার্দ্ধেন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগউচ্যতে॥৬১॥

তত্ত্বজ্ঞানি কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা আমি কীর্ত্তন করিব সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে যোগ হয়॥ ৬১॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদ্দেব নশ্যতি॥৬২॥

নিমেষ কিম্বা নিমেষার্দ্ধ কাল প্রাপ্ত হইয়া যে সমাধি

প্রাপ্ত হয় তাহার শত জন্মার্জ্জিত যে পাপ তাহা তৎ-ক্ষণাৎ নষ্ট হয়॥ ৬২॥

দেব্যুবাচ।

দেবী কহিয়াছিলেন।

কস্য নামঃ ভবেৎশক্তিঃ কস্য নামঃ ভবেৎ শিবঃ।
এতন্মে ব্রূহি ভোদেব পশ্চাৎজ্ঞানং প্রকাশয়ঃ॥৬৩॥

হে দেব! শক্তি কাহার নাম এবং শিব কাহার নাম এই সকল আমাকে কহিয়া জ্ঞান প্রকাশ করুন॥ ৬৩॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থির চিত্তে বসেৎ শিবঃ।
স্থিরচিত্তোভবেদ্দেবি স দেহস্থোঽপি সিদ্ধ্যতি॥৬৪॥

হে দেবি! চঞ্চল চিত্তে শক্তি বাস করেন এবং স্থির চিত্তে শিব বাস করেন। স্থির চিত্ত হইলে জীব দেহী হইলেও মুক্ত হয়েন॥ ৬৪॥

দেব্যুবাচ।

দেবী কহিয়াছিলেন।

কস্মিন্ স্থানে ত্রিধাশক্তিঃ ষট্‌চক্রঞ্চ তথৈবচ।
একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ডং সপ্ত পাতাল মে বচ॥ ৬৫॥

কোন্ স্থানে ত্রিধা শক্তি বাস করেন এবং ষট্‌চক্র এবং একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্ত পাতাল কি তাহা কহুন॥৬৫॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

ঊর্দ্ধ শক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃ শক্তির্ভবেদ্‌গুদঃ।
মধ্য শক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যাতীতং নিরঞ্জনং॥ ৬৬॥

ঊর্দ্ধ শক্তি কণ্ঠ এবং অধস্থ শক্তি গুহ্যদেশ, মধ্য শক্তি নাভি যিনি এই ত্রিধা শক্ত্যাতীত হয়েন তিনি নিরঞ্জন ব্রহ্ম॥ ৬৬॥

আধারং গুহ্যচক্রন্তু স্বাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং ।
চক্রভেদং ময়াখ্যাতং চক্রাতীতং নমোনমঃ ॥৬৭॥

আধার গুহ্যচক্র এবং স্বাধিষ্ঠান লিঙ্গচক্র মৎকর্ত্তৃক এই চক্রভেদ কথিত হইল যিনি চক্রাতীত তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৬৭ ॥

কায়োর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বধঃ পাতাল মেবচ ।
ঊর্দ্ধমূল মধঃ সাগ্রং বৃক্ষাকারং কলেবরং ॥ ৬৮ ॥

শরীরের ঊর্দ্ধদেশ ব্রহ্মলোক এবং অধঃ পাতাল এবং ঊর্দ্ধমূল অধের অগ্র এই শরীর বৃক্ষাকার ॥ ৬৮ ॥

দেব্যুবাচ ।

দেবী কহিয়াছিলেন ।

শিব শঙ্কর ঈশান ব্রূহিমে পরমেশ্বর ।
দশবায়ুঃ কথং দেব দশদ্বারাণি চৈব হি ॥ ৬৯ ॥

হে শিব, হে শঙ্কর, হে ঈশান, হে পরমেশ্বর, হে দেব ; দশবিধ বায়ু কি প্রকারে স্থিতি করেন এবং দশ দ্বার কি কি তাহা আমাকে কহুন ॥ ৬৯ ॥

ঈশ্বরোবাচ ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদ সংস্থিতঃ ।
সমানো নাভিদেশেতু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ ॥৭০॥

হৃদয়ে প্রাণবায়ু স্থিতি করেন এবং অপান বায়ু গুহ্য দেশে স্থিতি করেন, সমান বায়ু নাভি দেশে এবং উদান বায়ু কণ্ঠদেশে স্থিতি করেন ॥ ৭০ ॥

ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ ।
নাগ ঊর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ ॥৭১॥

এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বগাত্রে এবং নাগবায়ু ঊর্দ্ধগত । কূর্ম্ম বায়ু তীর্থাশ্রিত স্থিতি করেন । এবং কৃকর বায়ু ক্ষোভনে স্থিতি করেন ॥ ৭১ ॥

কৃকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোপি জৃম্ভনে।
ধনঞ্জয়ঃ নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব শাম্যতি॥ ১২॥

দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভনে (হাইতোলন) ধনঞ্জয় বায়ু নাদ ঘোষে প্রবেশ করেন॥ ১২॥

এতেবায়ু র্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ।
নবদ্বারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মনরুচ্যতে॥ ১৩॥

এই পঞ্চ বাহুস্থিত বায়ু ইহারা অবলম্বন শূন্য এবং যোগিদিগের যোগবিষয়ে সমস্ত নবদ্বার প্রত্যক্ষ (প্রসিদ্ধ) আছে দশম মন ইহা উক্ত হইয়াছে॥ ১৩॥

দেব্যুবাচ।

দেবী কহিয়াছিলেন।

নাড়ী ভেদঞ্চ মে ব্রূহি সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতং।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশ নাড়িকা॥ ১৪॥

সর্ব্বগাত্রে স্থিতা যে নাড়ী তাহা উক্ত করুন এবং কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে যে দশ নাড়ী প্রসূতা হইয়াছে তাহাও উক্ত করুন॥ ১৪॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী।
গান্ধারী হস্তি জিহ্বা চ প্রসরাগমনায়তা॥ ১৫॥
অলম্বুষা যশাচৈব দক্ষিণাঙ্গে সমস্থিতাঃ।
কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৬॥

ইড়া ও পিঙ্গলা ও সুষুম্না ও গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা প্রসর ও অলম্বুষা ও যশা এই অষ্ট নাড়ী দক্ষিণাঙ্গে এবং কুহু ও শঙ্খিনী বামাঙ্গে অবস্থিতা হইয়াছে॥১৫॥ ১৬॥

এতাসু দশ নাড়ীষু নানা নাড়ী প্রসূতিকা।
দ্বি সপ্ততি সহস্রানি শরীরে নাড়িকা স্মৃতাঃ॥ ১৭॥

এই দশ নাড়িতে নানা নাড়ী প্রসূত হইয়াছে শরীরের মধ্যে দ্বিসপ্ততী সহস্র নাড়ী প্রসিদ্ধা আছে॥ ১৭॥

এতাং যো বিন্দতে যোগী স যোগী যোগ লক্ষণঃ।
জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধদায়িনী॥৭৮॥
এই নাড়ী যে যোগী জ্ঞাত হইয়াছেন সেই যোগী যোগজ্ঞ ইহার মধ্যে জ্ঞান নাড়ী যোগি সকলের সিদ্ধ-দায়িনী হয়েন ॥ ৭৮ ॥

দেব্যুবাচ।

দেবী কহিয়াছিলেন।

ভূতনাথ মহাদেব ব্রূহিমে পরমেশ্বর।
ত্রয়োদেবাঃ কথংদেব ত্রয়োভাবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥৭৯॥
হে ভূতনাথ, হে মহাদেব, হে পরমেশ্বর, তিন দেবতা কি প্রকার এবং তাঁহারদিগের কি ভাব এবং কি গুণ ইহা কহুন ॥ ৭৯ ॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

রজোভাব স্থিতো ব্রহ্মা সত্বভাব স্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাব স্থিতো রুদ্র স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥৮০॥
রজঃ ভাবেতে ব্রহ্মা এবং সত্ব ভাবেতে হরি স্থিতি করেন এবং ক্রোধ ভাবে রুদ্র স্থিতি করেন। এই তিন দেবতা এবং এই তিন গুণ ॥ ৮০ ॥

একমূর্ত্তি স্ত্রয়োদেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
নানা ভাবং মনোযস্য তস্য মুর্ত্তির্নজায়তে ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব এই তিন দেবতা এক মূর্ত্তি ইহাতে যাহার মনে নানা ভাবোপস্থিত হয় তাহার মুক্তি হয় না ॥ ৮১ ॥

বীর্য্যরূপী ভবেদ্ব্রহ্মা বায়ুরূপ স্থিতো হরিঃ।
মনোরূপ স্থিতো রুদ্র স্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥৮২॥
বীর্য্যরূপী ব্রহ্মা হয়েন এবং বায়ুরূপে হরি স্থিতি করেন এবং মনরূপে রুদ্র স্থিতি করেন ॥ ৮২ ॥

দয়াভাব স্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাব স্থিতো হরিঃ।

অগ্নিভাব স্থিতো রুদ্র স্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥৮৩॥
দয়াভাবে ব্রহ্মা স্থিতি করেন এবং শুদ্ধভাবে হরি এবং অগ্নিভাবে রুদ্র স্থিতি করেন ॥ ৮৩ ॥

একংভূতং পরংব্রহ্ম জগৎ সর্ব্ব চরাচরং।
নানা ভাব মনো যস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে ॥ ৮৪ ॥
এই সকল চরাচর জগৎ এক ব্রহ্ম হইতে হয় যাহার মনে নানা ভাবোদয় হয় তাহার মুক্তি হয় না ॥ ৮৪ ॥

অহং সৃষ্টি রহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ।
অহং রুদ্রোহপ্যহং শূন্য মহং ব্যাপী নিরঞ্জনং ॥৮৫॥
আমি সৃষ্টি এবং আমিই কাল এবং ব্রহ্মা আমি এবং আমি হরি এবং আমি আকাশ এবং আমি সর্ব্বব্যাপী এবং আমিই নিরঞ্জন ব্রহ্ম ॥ ৮৫ ॥

অহং সর্ব্বাত্মকং দেবি নিষ্কামো গগনোপমঃ।
স্বভাব নির্ম্মলং স্বান্তং স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥৮৬॥
হে দেবি আমি সর্ব্বস্বরূপ এবং নিষ্কাম এবং আমি গগনাত্তে উপমার স্থল এবং শুদ্ধ স্বভাব নির্ম্মল মনের স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাও আমি ইহাতে সংশয় নাই ॥৮৬॥

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ শূরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিতঃ।
সত্যবাদী ভবেদ্ভক্তো দাতা ধীর হিতে রতঃ ॥৮৭॥
যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং শূর এবং ব্রহ্মচারি সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, দাতা, পণ্ডিতের হিতে রত সেই ব্যক্তি ভক্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়াস্মৃতা।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন দয়া ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥৮৮॥
তপস্যার মূল ব্রহ্মচর্য্য এবং ধর্ম্মের মূল দয়া এই হেতু সকল যত্নের দ্বারা দয়া ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে ॥ ৮৮ ॥

দেব্যুবাচ।
দেবী কহিয়াছিলেন।

যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রাণবল্লভ।
বেদসন্ধ্যা তপোধ্যানং হোমকর্ম্ম কুলং কথং ॥৮৯॥

হে যোগেশ্বর, হে জগন্নাথ, হে উমায়া প্রাণবল্লভ বেদ ও সন্ধ্যা ও তপস্যা ও ধ্যান ও হোম ও কর্ম্ম ও কুল কিরূপ ইহা বলুন ॥ ৮৯ ॥

ঈশ্বরোবাচ।

মহাদেব কহিয়াছিলেন।

অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানিচ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥৯০॥

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ ইহারা ব্রহ্মজ্ঞান ফলের ষোড়শ কলার এক কলার তুল্য পুণ্য কেহ লাভ করিতে পারে না ॥ ৯০ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু যঃ ফলং লভতে শুচিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥৯১॥

সর্ব্বকালে সর্ব্বতীর্থে শুচি হইয়া গমন করিলে যে ফল লাভ হয় সেই ফল ব্রহ্মজ্ঞান ফলের ষোড়শ কলার এক কলা তাহা কেহ লাভ করিতে পারেন না ॥ ৯১ ॥

ন মিত্রং নচ পুত্রাশ্চ ন পিতা নচ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদং ॥ ৯২ ॥

গুরুর তুল্য মিত্র নাই এবং পুত্র ও পিতা ও বান্ধব সকল ও স্বামি ইহারা গুরুর তুল্য নহে যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

নচ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং নচ দেবতাঃ।
গুরোস্তুল্যং নবৈ কোপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদং ॥৯৩॥

বিদ্যা ও তীর্থ ও দেবতা এবং অপর যে সকল ইহারা গুরুর তুল্য নহে, যে গুরু কর্ত্তৃক পরম পদ দৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৯৩ ॥

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদনং।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্ব চানৃণী ভবেৎ ॥৯৪॥

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর প্রদান করেন সেই গুরুকে পৃথিবীর মধ্যে এমত দাতব্য বস্তু নাই যে সেই বস্তু দান করিলে তাঁহার নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥৯৪॥

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতং।
যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সদ্গুরুস্তস্য দীয়তে ॥ ৯৫ ॥

এই সুগোপিত ব্রহ্মজ্ঞান অপর কোন ব্যক্তিকে দান করিবে না কিন্তু সদ্গুরু ভক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন ॥ ৯৫ ॥

মন্ত্র পূজা তপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াং।
সন্ন্যাসং সর্ব্ব কর্ম্মানি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ ॥৯৬॥

মন্ত্র ও পূজা ও তপস্যা ও ধ্যান ও হোম ও জপ ও বলি কর্ম্ম ও সন্ন্যাস এবং অপর সর্ব্ব লৌকিক কর্ম্ম পণ্ডিতেরা ত্যাগ করিবেন ॥ ৯৬ ॥

সংসর্গাদ্বহবোদোষা নিঃসঙ্গাদ্বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন যতী সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥৯৭॥

সংসর্গের হেতু বহু দোষ হয় সঙ্গ রহিত হেতু বহু গুণ হয় এই নিমিত্তে সকল যত্নের দ্বারা যতী সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৯৭ ॥

অকারঃ সাত্বিকোজ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তামসঃ প্রোক্ত স্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অকারকে সাত্বিক এবং উকারকে রাজস, মকারকে তামস জ্ঞান করিবে এই তিন গুণের দ্বারা প্রকৃতি ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৯৮ ॥

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ।
ঈশ্বরান্নির্গতা সাহি প্রকৃতির্গুণ বন্ধনা ॥ ৯৯ ॥

এবং অক্ষর স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে সেই প্রকৃতি নির্গত হইয়াছে ॥ ৯৯ ॥

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টি সংহার কারিনী।
অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দ রূপা যশস্বিনী ॥ ১০০ ॥

সেই মায়াপালিনী শক্তি (পালনকর্ত্রী) এবং সৃষ্টি সংহারকারিনী এবং শব্দরূপা এবং যশস্বিনী ॥ ১০০ ॥

অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্যতে।
মকারঃ সাম বেদস্তু ত্রিষু যুক্তোঽপ্যথর্ব্বণঃ ॥ ১০১ ॥

অকার ঋগ্বেদ এবং উকার যজুর্ব্বেদ এবং মকার সামবেদ এই তিনেতে যুক্ত অথর্ব্ব বেদ ॥ ১০১ ॥

ওঁকারস্তু প্লুতোজ্ঞেয়স্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে ॥ ১০২ ॥
সব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে।
অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেৎ আত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০৩ ॥

ওঁকারকে প্লুত করিয়া জ্ঞান করিবে ইহার সংজ্ঞা ত্রিনাদ এবং অকার ভূলোক উকার ভুবোলোক মকার ব্যঞ্জনের ন্যায় স্বর্লোক হয়েন। এই তিন অক্ষরের দ্বারা আত্মা ব্যবস্থিত হইয়াছেন ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

অকার পৃথিবীজ্ঞেয়া পীতবর্ণেন সংযুতঃ।
অন্তরীক্ষং উকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

অকার পৃথিবী এবং পীতবর্ণযুক্ত, উকার আকাশ এবং বিদ্যুদ্বর্ণযুক্ত, মকার স্বর্গ এবং শুক্লবর্ণযুক্ত হয়েন ॥ ১০৪ ॥

মকারঃ স্বরিতিজ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ।
ধ্রুব মেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতং ॥ ১০৫ ॥

নিশ্চিত একাক্ষর যে প্রণব তিনি ব্রহ্ম ইহা ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তা নিদ্রা বিবর্জ্জিতঃ।
আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিব ভাষিতং ॥ ১০৬ ॥

স্থিরাসন হইবে এবং প্রতি দিন চিন্তা ও নিদ্রা বর্জ্জিত হইবে, ইহা হইলে শীঘ্র যোগী হয় অন্যথা হয় না যেহেতু শিব উক্ত করিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

য [illegible] নিত্যং [illegible] দিনে দিনে।
সর্ব্ব [illegible] শিবং [illegible] স গচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান কথা নিত্য পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে সেই ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া শিব-লোকে গমন করিবে॥ ১০৭॥

দেব্যুবাচ।

দেবী কহিয়াছিলেন।

স্থূলস্য লক্ষণং ব্রূহি কথং মনো বিলীয়তে।
পরমার্থঞ্চ নির্ব্বাণং স্থূল সূক্ষ্মস্য লক্ষণং॥ ১০৮॥

স্থূল দেহের লক্ষণ কহুন এবং কি রূপে মনের বিলয় হয় এবং স্থূল সূক্ষ্মের লক্ষণ যে পরমার্থ নির্ব্বাণ তাহা কহুন॥ ১০৮॥

শিবোবাচ।

শিব কহিয়াছিলেন।

যেন জ্ঞানেন হে দেবি বিদ্যতে নচ কিল্বিষে।
পৃথিব্যপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশ মেব চ॥ ১০৯॥

হে দেবি! যে জ্ঞানের দ্বারা পাপী বিদ্যমান হয় না সেই জ্ঞান কহি শ্রবণ করহ, পৃথিবী জল ও তেজঃ ও বায়ু ও আকাশ॥ ১০৯॥

স্থূলরূপী স্থিতোহয়ঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ অন্যথা স্থিতঃ॥১১০॥

এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে দেহ সেই দেহ স্থূল-রূপী হইয়া স্থিতি করে সূক্ষ্ম দেহ অন্যরূপে স্থিতি করে॥ ১১০॥

ইতি যোগশাস্ত্রে হরগৌরী সম্বাদে জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র সমাপ্তঃ।